৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা, ২২ মাঘ – ২৮ মাঘ, ১৪২৮ ঃ ৫ ফেব্রুয়ারি – ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 15, 5 February - 11 February, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বীরভূমের খয়রাশোলে চোরাই কয়লা উদ্ধার করতে গিয়ে

গ্রামবাসীদের ছোঁড়া ঢিল পাটকেলে যখম হলেন দুই ওসি, কনস্টেবল ও সিভিক ভলান্টিয়ার। খবর ছিল বিদ্যুৎ দফতরের খনি থেকে কয়লা চুরি করে মজুত করা হচ্ছে গ্রামের ভিতর। তা উদ্ধার করতে গিয়েই বিপদ।

রবিবার : কলকাতা শহরের বায়ু দূষণ কমাতে নতুন পন্থা নিল পুরসভা

কর্তৃপক্ষ। সব কাউন্সিলারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নিজেদের এলাকায় দূষণ কমাতে ব্যবস্থা গ্রহণের। যারা দূষণ সূচককের নিচের দিকে থাকবে তাদের পুরস্কৃত করা হবে।

সোমবার : জন্ম-মৃত্যুর একটি অভিন্ন তথ্য ভাণ্ডার তৈরির সিদ্ধান্ত

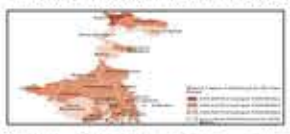

নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে সরকার। লক্ষ্য দুটি। এক, রাজ্যে জন্ম-মৃত্যুর যথাযথ খতিয়ান ধরে রাখা ও দুই, নানা কল্যাণ প্রকল্পের সুবিধা প্রকৃত প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ভুয়ো উপভোক্তার বোঝা কমাতেই সরকারের এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার: অবশেষে স্কুলের দরজা খুলল ৩ ফেব্রুয়ারি। অষ্টম থেকে

দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য খুলে গেল সরাসরি শিক্ষার সুযোগ। শীঘ্রই এই সুযোগ নিচু তলাতেও ফিরবে বলে খবর। তাদের জন্য এখন চালু হয়েছে পাড়ায় শিক্ষালয়। শিক্ষা সরঞ্জামের ব্যবসাও এবার ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশা।

বুধবার: পেশ হল আগামী আর্থিক বছরের কেন্দ্রীয় বাজেট। করোনার

ধাক্কায় বেসামাল অর্থনীতির বাজারে প্রত্যাশিতভাবেই তেমন কিছুই সুবিধা মেলেনি এই বাজেটে। চেষ্টা করা হয়েছে অর্থনীতির গতিকে বজায় রাখার। তবে ডিজিটাল কারেন্সি আনতে চলেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যার নাম পরে ঘোষণা করা হবে।

বৃহস্পতিবার : নাবালিকাকে যৌন হেনস্থা মামলায় নিষ্ক্রিয় থাকা ও

আদালতকে ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করার অভিযোগে চন্দননগর কমিশনারেটের তিন পুলিশ অফিসারকে ভর্ৎসনা করেছেন চন্দননগরের অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট। চন্দননগর থানার আইসি ও এক এসআইয়ের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

শুক্রবার: ফের আটকে গেল হাওড়া। অন্যান্য ১০৮টি পুরসভার ভোট

২৭ ফেব্রুয়ারি। ৫ জানুয়ারি প্রকাশিত সংশোধিত তালিকার ভিত্তিতে হবে এই ভোট। ৯ ফেব্রুয়ারি মনোনয়ন জমার শেষ দিন। চালু থাকছে কোভিড বিধি। সাইকেল, বাইক ও গাড়ি মিছিলে নিষেধাজ্ঞা থাকবে। খোলা মিটিং-এ ৫০০ ও হলের মিটিংয়ে ২০০ হাজিরার সীমা। সবজান্তা খবরওয়ালা

বিক্ষোভ-কর্মবিরতিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে সীমান্ত বাণিজ্য

কল্যাণ রায়চৌধুরী

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত পেট্রাপোল স্থল বন্দর। যা এশিয়ার সব থেকে বৃহত্তম স্থল বন্দর হিসেবে পরিচিত। আর এই পেট্রাপোল স্থল বন্দর থেকে ভারত সরকারের দৈনিক গড় আয় প্রায় পঁচিশ-তিরিশ কোটি টাকা। বিগত লকডাউন পিরিয়ডে বন্দর বাণিজ্য বন্ধ থাকায় ভারত সরকারের এই আয় বন্ধ ছিল। সম্প্রতি প্যানডেমিক কড়াকড়ি শিথিল হওয়ায় বন্দর-বাণিজ্য আবার শুরু হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে আইসিপি-পেট্রাপোলে চোরাচালান কার্যক্রম বৃদ্ধির কারণে বিএসএফ তাদের নজরদারি এবং সতর্কতা ব্যবস্থা উন্নত করার জন্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ করেছে। সীমান্ত সূত্রের তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, যে সমস্ত ড্রাইভাররা ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে পণ্য আমদানি-রপ্তানি করে, তাদের একটা অংশ আন্তঃসীমান্ত বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সহ বিভিন্ন পাচার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। পাশাপাশি তাদের অনেকেরই বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। এমনটাই দাবি বিএসএফের। সম্প্রতি এই রকম ৮২টি জাল লাইসেন্স বিএসএফ বাজেয়াপ্ত করেছে এবং সেগুলি কাস্টমস বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও বিএসএফ সূত্রের দাবি। স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, সাম্প্রতিক সময়ে আইসিপি পেট্রাপোলে একাধিক চোরাচালানের ঘটনা ঘটার কারণে এবং দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নে বিএসএফের কড়াকড়ি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিএসএফও পরিষ্কার জানায় জাল ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী চালকদের কোনওভাবেই বাংলাদেশে যেতে দেওয়া যাবে না। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সুষ্ঠু বাণিজ্যিক

পরিচালনা নিশ্চিতকরণের জন্য বিএসএফ বনগাঁ ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনকে একটি স্থায়ী অপারেটিং পদ্ধতি অনুসরণের কথা বলে। অন্যদিকে বনগাঁ গুডস ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন, বনগাঁ ট্রাক মালিক সমিতি, পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং অ্যান্ড স্টাফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, বনগাঁ মহকুমা ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন, পেট্রাপোল এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন সহ পেট্রাপোল বন্দর সম্পর্কিত মোট আটটি সংগঠনের অভিযোগ, পেট্রাপোল সেন্ট্রাল পার্কিংয়ের নতুন ম্যানেজার কমলেশ সাহানির খামখেয়ালি সিদ্ধান্তের কারণে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত কর্মী সহ বন্দর ব্যবহারকারীদের। এই অভিযোগের ভিত্তিতে সংগঠনগুলি গত সোমবার থেকে বিক্ষোভ ও কর্মবিরতির ডাক দেয়। এর ফলে পেট্রাপোল সীমান্ত বাণিজ্যে অচলাবস্থা দেখা দেয়। পেট্রাপোলের জনৈক ক্লিয়ারিং এজেন্ট ধৃতিমান পাল বলেন, 'এই স্থলবন্দরে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয়। কিন্তু বন্দরে কর্তৃপক্ষ বিনা নোটিশে হঠাৎ করে নতুন নিয়ম কানুন চালু করায় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ব্যাহত হচ্ছে।' বনগাঁ ট্রাক মালিক সমিতির সম্পাদক অশোক দেবনাথ বলেন, 'একথা সত্যি যে ট্রাক ড্রাইভারদের একটা অংশ জাল লাইসেন্সে গাড়ি চালায়। বেশ কয়েকজন জাল লাইসেন্সধারী ট্রাক চালক ধরাও পড়ে বিএসএফের হাতে। অবৈধ লাইসেন্সধারী ট্রাক কখনও দুর্ঘটনার কবলে পড়লেতার দায় নেবে কে? এ প্রশ্ন থেকেই যায়। তবে কাগজপত্র পরীক্ষার নামে বিএসএফের হাতে ট্রাক চালকদের যথেষ্ট হয়রানি হতে হয়, এটাও বাস্তব। বর্তমানে প্রায় সাড়ে চার হাজার ট্রাক বন্দরে দাঁড়িয়ে আছে।' তবে বৃহস্পতিবার পেট্রাপোল ল্যান্ড পোর্ট অথরিটির পক্ষ থেকে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। এদিন এই স্থল বন্দরের সঙ্গে যুক্ত আটটি সংগঠনের মিলিত আন্দোলন চতুর্থদিনে পড়ল। পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং অ্যান্ড স্টাফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী বলেন, 'ক্লিয়ারিং এজেন্টরা তাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে শুল্ক দফতরের উর্ধতন কর্মকর্তাদের বিভিন্ন সংগঠনের দাবি সম্পর্কে বিস্তারিত জানান।'

এ প্রসঙ্গে পেট্রাপোল স্থল বন্দর ম্যানেজার কমলেশ সাহানি বলেন, 'সম্প্রতি পেট্রাপোল সীমান্তে পণ্যবাহী বাণিজ্যিক ট্রাক থেকে সোনা, গাঁজা সহ জাল ড্রাইভিং লাইসেন্স উদ্ধার করেছে বিএসএফ। এর ফলে ভারত সরকার দেশের স্বার্থে সীমান্তে কিছু নিয়ম জারি করার নির্দেশ দিয়েছে। তবে ট্রাক চালকসহ অন্যদের কমন পরিচয় পত্র, প্রবেশ ও প্রস্থানের কার্ড, ভিজিটরস পাশ তৈরির চেষ্টা করছি।'

অকালবর্ষণে বিপর্যস্ত জনজীবন

দেবাশিস রায়

শীতের মরশুমে শুক্রবার ভোর থেকেই শুরু হওয়া অকালবর্ষণে নাকাল রাজ্যবাসী। এই খামখেয়ালি আবহাওয়ার বেশ বিরূপ প্রভাব পড়েছে রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও। এই অকালবর্ষণের কারণে জেলার আলু, সরষে, মুসুরি সহ সবজি চাষে নতুন করে ক্ষয়ক্ষতির আশংকায় ভুগছেন চাষিরা। পাশাপাশি এই জেলার কালনা ও কাটোয়ার বিগ বাজেটের সরস্বতী পুজোর আয়োজনকে ঘিরে আনন্দোৎসব কার্যত মাটি হয়ে যাওয়ায় সকলের ভীষণ মন খারাপ। পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা শহর এবং কাটোয়ার বর্ধিষ্ণু জনপদ মুস্থলী-আমডাঙায় ব্যাপক ধুমধামের সঙ্গে সরস্বতী পুজোর আয়োজন করা হয়। এবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে এই আনন্দোৎসবে বিষাদের সুর বেজে ওঠে। এদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মাথায় হাত মৃৎশিল্পীদের। বর্ধমানের পাশাপাশি হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা সর্বত্রই সবজি চাষিদের মাথায় হাত। দীর্ঘ বর্ষণ কাটিয়ে সবজি চাষ কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর মুহূর্তে এই অকাল বর্ষণ ধাক্কা দিয়ে গেল রাজ্যের চাষের ভিতকে। কাটোয়ার আমডাঙা গ্রামের বাসিন্দা মলয় লাহা বলেন, এসময়ে বৃষ্টির কারণে বিভিন্ন ফসলে চাষের তো ক্ষতি হলই তার ওপর মৃৎশিল্পীরা শুক্রবার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাতভর সরস্বতী প্রতিমার কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করলেও এই

দুর্যোগের কারণে শেষ মুহূর্তে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হলেন। একইসঙ্গে পুজো উদ্যোক্তাদেরও মন খারাপ। দিনভর প্রবল বৃষ্টির কারণে শেষ মুহূর্তে অনেক জায়গাতেই প্রতিমা, মণ্ডপ ও আলোকসজ্জার কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস জানিয়ে দিয়েছিল ৪ এবং ৫ ফেব্রুয়ারি বৃষ্টিপাতের কারণে বঙ্গবাসীকে নাজেহাল হতে হবে। সেই মতো শুক্রবার ভোর থেকেই বৃষ্টিস্নাত রাজ্যের অসংখ্য জেলা। রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্রই কার্যত ঘরবন্দি সাধারণ মানুষ। তবে, রুজিরোজগার সহ নানান তাগিদে কিছু কিছু মানুষ বৃষ্টির মধ্যেও ছাতা মাথায় বাধ্য হয়ে হাট-বাজার, অফিসের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে। যদিও রাস্তা-ঘাটের পরিস্থিতি দেখে কার্যত শুনশান মনে হল। জেলার বর্ধমান সদর, বর্ধমান উত্তর, কাটোয়া ও কালনা মহকুমার সর্বত্র এমনই পরিস্থিতি বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে।

যদিও এরই মধ্যে পুরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জেলার বর্ধমান, মেমারী, কালনা, গুসকরা, কাটোয়া এবং দাঁইহাট শহরে বাম রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মধ্যে বেশ তৎপরতা ছিল। জেলার এই ৬ টি শহরে পুরসভার নির্বাচনের জন্য গত বৃহস্পতিবার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হওয়ার পরপরই এই অকালবর্ষণকে মাথায় নিয়েই শুক্রবার সকাল থেকেই সিপিএম তথা বামফ্রন্টের কর্মীরা তাঁদের দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে নানাভাবে প্রচারে নেমে পড়েছেন।

বিজেপির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগর ২ ব্লকের মায়াহাউরি পঞ্চায়েতের বিজেপির সদস্য বামদেব মণ্ডলের অপহরণের ঘটনায় পুলিশের নিষ্ক্রিয় থাকার প্রতিবাদে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর পূর্বের বিজেপির সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মীরা। পরে বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিত বসুর কাছে ডেপুটেশন দেয় বিজেপি নেতা সুনীপ দাসের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল। পুলিশের পক্ষ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে অপহৃত কে খুঁজে বের করার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ তুলে নেন বিজেপি কর্মীরা। এ দিন বিজেপির কর্মসূচিকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়। বারুইপুর পুলিশ জেলার প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। মঙ্গলবার বিজেপির দলীয় কার্যালয় থেকে বিজেপি কর্মীদের মিছিল হাসপাতাল সংলগ্ন উড়ালপুলের কাছে এলে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। এর জেরে রাস্তায় বসে পড়েন বিজেপি কর্মীরা। পরে বিজেপি নেতা সুনীপ দাসের নেতৃত্বে ৫ সদস্যর প্রতিনিধি দল অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের কাছে যান। সুনীপ দাস বলেন, পুলিশ বৃহস্পতিবারের মধ্যে অপহৃতকে খুঁজে বের করার আশ্বাস দিয়েছেন।

বিপজ্জনক মিত্রগঞ্জ পুল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

বারুইপুর মথুরাপুর কুলপি রোডের জয়নগর মিত্রগঞ্জ পুল বর্তমানে বিপজ্জনক অবস্থায়। যে কোনও সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, বারুইপুর থেকে মথুরাপুর রোডটি রাজ্য সড়ক ১ নং হিসাবে নথিভুক্ত। এটি কুলপি রোড হিসাবে পরিচিত। এই রোডের মধ্যে আছে বহু প্রাচীন জয়নগর মিত্রগঞ্জ পুল। সংকীর্ণ এই পুলের উপর দিয়ে প্রতিদিন কয়েক হাজার গাড়ি চলাচল করে। যার মধ্যে হেভিওয়েটের বহু গাড়ি চলাচল

করে। একে পুলটি বিপজ্জনক, তার উপর পুলের পাশে গজিয়ে উঠেছে অস্থায়ী দোকান। এই পুলটির তলা দিয়ে চলে জয়নগর মগরাহাট হোবগা খাল। বহু দিন এই পুলটির কোনো সংস্কার না হওয়ায় বর্তমানে পুলটির তলায় বিপজ্জনক ফাটল দেখা দিয়েছে। যা থেকে যে কোনো সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। প্রাণ পর্যন্ত চলে যেতে পারে।এই পুলের উপর দিয়ে একদিকে বারুইপুর অন্যদিকে মথুরাপুর যাওয়ার পথ। প্রতিদিন কয়েকহাজার গাড়ির পাশাপাশি এই পুল দিয়ে কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করে। তাই এই বিপজ্জনক পুলটি দ্রুত সংস্কারের দাবি তুললো স্থানীয় মানুষজন,স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রশাসন। সোমবার এই বিপজ্জনক পুলটি সরজমিনে পরিদর্শন করতে আসেন পূর্ত দপ্তরের বিষ্ণুপুর সাব ডিভিশনের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার তপন কুমার নস্কর। এ ব্যাপারে তিনি বলেন,এটির অবস্থা বর্তমানে সত্যিই খারাপ,আমি পরিদর্শন করেছি। পরিদর্শনের বিস্তারিত রিপোর্ট আমি দপ্তরে জমা করবো। তারপরে সরকারি ভাবে কী করা যায় দেখা হচ্ছে। স্থানীয় কয়েকজন ব্যবসায়ী, পথ চলতি মানুষ ও গাড়ি চালকেরা বলেন,বহু দিনের পুরনো এই বিপজ্জনক পুলটি দ্রুত সংস্কারে হাত দিক রাজ্য সরকার। নহলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এ ব্যাপারে জয়নগর মজিলপুর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল বলেন, গত দুবছর ধরে আমি পুর প্রশাসক থাকাকালীন একাধিকবার পূর্ত দপ্তরে এই পুলটি সংস্কারের আর্জি জানিয়ে ছিলাম। কিন্তু সে দিকে কর্ণপাত করেনি তাঁরা।এত দিনে আরো বিপজ্জনক অবস্থায় চলে গেছে পুলটি। আমি চাইবো সরকার অতি শীঘ্র এই পুলটির সংস্কার করুক। নহলে বড়সড় দুর্ঘটনা যে কোনও সময় ঘটে যেতে পারে। পুরসভার বর্তমান প্রশাসক সুকুমার হালদার বলেন, আমি পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারের সাথে কথা বলে দ্রুত যাতে সংস্কার করা যায় দেখছি। এ ব্যাপারে বারুইপুর মহকুমা শাসক সুমন পোদ্দার বলেন,আমি শুনেছি মিত্রগঞ্জের ওই পুলটি বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। আমি পূর্ত দপ্তরে জানিয়েছি। যাতে দ্রুত সংস্কার করা যায় কিনা দেখছি।

তিনশটি সরস্বতী তৈরি করে আবারও নজির গড়ল কুন্তল

কুনাল মালিক

তিনশটি সরস্বতী প্রতিমা তৈরি করে আবারও নজির তৈরি করল কুন্তল জানা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালী থানার অন্তর্গত মহামায়া মৃৎশিল্পালয়ের কর্ণধার প্রতিমা শিল্পী কুন্তল জানা। গত বছর দুর্গা প্রতিমা তৈরি করেছিলেন ১০০টি। পরপর দুবছর তিনি জেলায় বিশ্ববাংলা শারদ সম্মানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ প্রতিমা শিল্পী হিসাবে সম্মানিত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার তার স্টুডিওতে গিয়ে চোখে পড়ল সার সার সরস্বতী প্রতিমা। কাজে ব্যস্ত কুন্তলের ১৬ জন কর্মচারী। কাজের ফাঁকেই কুন্তল জানালেন, এবারে করোনার প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় আশঙ্কা হচ্ছিল- প্রতিমা বিক্রি হবে তো। তবুও ৩০০ প্রতিমার অর্ডার

পেয়েছি। সপ্তাহে দুদিন করে লক ডাউন হওয়ায় একটু চিন্তায় ছিলাম। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে বিদ্যালয় খুলে দেবার কথা ঘোষণা করায় এবং দুদিনের লক ডাউন উঠে যাওয়ায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। এখন আরো খদ্দের আসছে প্রতিমা কিনতে কিন্তু কিছু করার নেই।

কুন্তল জানালেন ছোটো বেলায় বাবা উত্তম জানার কাছে মৃৎশিল্পের হাতে খড়ি। তারপর ধীরে ধীরে তার এই উত্তরণ। বাবা এখনও তার শিক্ষা গুরু। নোদাখালী নতুন রাস্তার মোড়ে কুন্তলের বিশাল স্টুডিও। সারা বছরই কাজ হয়। কলকাতা থেকেও মানুষজন আসে এখানে প্রতিমা কিনতে। মৃৎশিল্পের পাশাপাশি সিমেন্টেরও নানা মূর্তি তৈরি করতে পারদর্শী কুন্তল। কুন্তল বলেন, গত দুবছর আমফান করোনার প্রকোপে মৃৎশিল্পের ক্ষতি হয়েছে ব্যাপক। তবুও হাল ছাড়িনি। ১৬টি পরিবারের জীবন জীবিকা আমার ওপর নির্ভরশীল। আগামী দিনে নোদাখালী থানা এলাকায় নতুন এক কুমোরটুলি গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন কুন্তল। বেহালা, চেতলা, পর্ণশ্রী, আলিপুর, বাটাতে কুন্তলের দুর্গা প্রতিমা সমাদৃত হয়েছে। সরস্বতী প্রতিমাও কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে যাচ্ছে। কুমোরটুলির থেকে কম দামে অভিনব প্রতিমা তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে মহামায়া মৃৎশিল্পালয়। কুন্তল জানা জানান, সরকার যদি আমাদের কম সুদে ঋণ এবং স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করে দেন তাহলে খুব উপকৃত হই।

পুরানো বইয়ের মেলা

উজ্জ্বল সরদার

পূর্ব ভারতে বই ব্যাবসার পীঠস্থান কলকাতার কলেজ স্ট্রিট। বই লেখক, প্রকাশক, বিক্রেতা, কারিগর, সমালোচক, ক্রেতা সকলের একটাই ঠিকানা কলেজ স্ট্রিট। বছরের গুটি কতক দিন বাদে প্রায় সব দিনই জনসমারোহে গমগম করে এই অঞ্চল। মূলত নতুন বইয়ের দাপাদপি এখানে থাকলেও পুরানো বইয়ের কদরও কম নয়। বছরের নির্দিষ্ট কিছু দিন যেমন- ২৬ জানুয়ারি, সরস্বতী পূজার দিন, ১৫ আগস্ট এসব দিনে সাধারণত কলেজ স্ট্রিটের প্রায় সব দোকানই বন্ধ থাকে। তবে নির্দিষ্ট এই দিন গুলিতে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর দিকের দেওয়াল থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটক পেরিয়ে দক্ষিণ দিকের দেওয়াল ও রাস্তার ঠিক বিপরীত ফুটপাতে পুরানো বইয়ের যে মেলা বসে তা বই প্রেমীদের এক অনন্য মিলনক্ষেত্র।

বহু বছর ধরে এই পুরানো বইয়ের বাজার চলতে থাকলেও বিগত দুটি বছর করোনা অতিমারির জন্য তা বন্ধ ছিল। এই বছর আবার তার সমারোহ দেখা যায় চমকপ্রদ ভাবে।

বই প্রেমী পাঠকদের কাছে এই সমাবেশ ভীষণ আকর্ষণীয়। রাশি রাশি পুরানো বই, পত্র পত্রিকা রাস্তার ফুটপাতে বিছিয়ে দিয়ে চলে বিক্রিবাটা। এই দিন সকাল থেকে মোটামুটি বিকাল পর্যন্ত সময় এটির। দুই বছরের দীর্ঘ সময় পেরিয়ে এবার আবার পুরানো বইয়ের বিপুল ভাণ্ডার পাঠকদের হাতের কাছে আসায় সকলে ভীষণ খুশি। অপরদিকে বিক্রেতারা ও দীর্ঘ সময় পর পুরানো বই বিক্রি করতে পেরে যথেষ্ট তৃপ্ত।

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 15, 5 February - 11 February 2022

বিরোধিতা ভোঁতা করে বুলরাজ কায়েম

পার্থসারথি গুহ

দেশজুড়ে বিরোধী দলগুলির কথা শুনলে মনে হবে কেন্দ্রে বোধহয় কোনও সরকারই নেই। যাও বা আছে তা অত্যন্ত নড়বড়ে। একবার ভোট হলে সেটাও ভেঙে পড়বে। অথচ দেশের আর্থিক সূচক ঠিক উলটো কথাটাই বলে আসছে। ১৭,৫০০-র ওপর নিফটি আর ৬১ হাজারের ওপর সেনসেক্সের অবস্থান সাফ বুঝিয়ে দিয়েছে ভারতের আর্থিক অবস্থা মোটেই তেমন খারাপ নয়। শক্তিশালী একটা শাসন ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ না থাকলে এভাবে ভারতীয় শেয়ার বাজারের লাগাতার বেড়ে চলা সম্ভব নয়।

যদিও বিরোধীরা শেয়ার বাজারের বৃদ্ধির সঙ্গে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কোনও যোগসূত্র পাচ্ছেন না। ঘুরিয়ে অর্থবাজারের এই রমরমার পিছনে অপারেটর নির্ভর চালাকির কথা তুলে ধরছেন তারা। কিন্তু বিদেশি আর্থিক বিশেষজ্ঞ সংস্থা মর্গ্যান স্ট্যানলি, মুডিজ যে ভারতীয় বাজারকে লেটার মার্কস দিচ্ছেন তা তো আর অস্বীকার করা যায় না। যে বিদেশিরা কোনও দেশের সে আর্থিক ভিত মজবুত না হলে লগ্নি করেন না তাদের ভারতের অর্থবাজারের প্রতি এত আগ্রহ তো আর এমনি এমনি গড়ে ওঠেনি। নিশ্চিতভাবে ভারত বিদেশি লগ্নিকারীদের কাছে একটা বড় গন্তব্য হয়ে উঠেছে।

সেই প্রেক্ষাপটে অন্যতম বড় কারণ হয়ে উঠেছে চিনের বৃদ্ধি থমকে যাওয়া। চিনের সর্বনাশ কার্যত ভারতের বাজারে পৌষমাস হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। অনেকে বলেন বিদেশি লগ্নিকারীরা হল পরিযায়ী পাখির মতো। কখন

তাদের বিনিয়োগ তুলে নেবেন তার গ্যারান্টি নেই। সেক্ষেত্রে বলতে হবে ভারতীয় ফান্ডগুলির সাবালক হয়ে ওঠা দেশের অর্থবাজারের বড় প্রাপ্তি। বিশেষ করে গত কয়েক বছর ভারতীয় শেয়ার বাজারের এই ব্যাপক উত্থানের পিছনে সবথেকে বড় ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছে ডোমেস্টিক ফান্ড বা এলআইসির মতো অগ্রণী সংস্থাকে। তাও বিদেশি লগ্নিকারীদের আস্থা ছাড়া এই বৃদ্ধি ধরে রাখা যেত না বলে অভিমত শেয়ার বিশেষজ্ঞদের। চিনের খারাপ অবস্থা ছাড়াও দেশে স্থায়ী সরকারের অবস্থান, আর্থিক উদারিকরণের পথে কেন্দ্রীয় সরকারের সচেষ্ট থাকা সবকিছুই অনুঘটকের কাজ করেছে। তাছাড়া জিএসটি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে যতই চাপানউতোর থাকুক না কেন, একে লগ্নিকারীরা যে ভালচোখে দেখছেন তাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। বস্তুত এতকিছুর যোগফল ভারতীয় শেয়ার বাজারের এই ক্রমোত্থান। যা আগামী ২-৩ বছর জারি থাকার সম্ভাবনা প্রবল। সেক্ষেত্রে ভারতীয় সূচক জোর নিফটি ও সেনসেক্সের যথাক্রমে ২৬ হাজার ও ৮০ হাজার হয়ে ওঠাও অস্বাভাবিক নয়। এর চেয়ে বেশি হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

শেয়ার বাজারে পা রাখা ইস্তক বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন ধারাবাহিকতায় সেরা এইসব ব্লু চিপ শেয়ার কিনতে। ইনফোসিস, টিসিএস, আইটিসি, এইচডিএফসি, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, টাটা স্টিল, হিন্দুস্থান উইনিলিভার, ডাবর প্রভৃতি বেশ কিছু নাম আছে যাদের শেয়ার কিনলে আপনি চোখ বুজে থাকতে পারেন। অনেকটা ফিক্সড ডিপোজিটের মতো ব্যাপার আর কি। বলাবাহুল্য, ফিক্সড ডিপোজিটের চেয়ে লাভের পরিমাণও এখানে অনেকটা বেশি। তাও বিশেষজ্ঞরা এও বলে থাকেন, বাজারে যে অংশের টাকা লগ্নি করবেন তার পুরোটাই শেয়ার বাজারে না খাটিয়ে এর অন্তত ২৫-৩০ শতাংশ অর্থ বিনিয়োগ করা। বাকিটা অবশ্যই ফিক্সড ডিপোজিট ও অন্যান্য খাতে লগ্নি করা উচিত। শেয়ার বাজারের ঝুঁকির কথা মাথায় রেখেই এই কথা বলা। তবে বয়স কম হলে ঝুকি নেওয়ার ক্ষমতা অনেকটাই বেড়ে যায়। মোটের ওপর শেয়ার বাজারে যদি সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে এগনো যায় তাহলে এখান থেকে জীবনের অনেক সাধ আহ্লাদ মেটানো সম্ভব। আয়ের একটা অংশ যদি মাসে মাসে অল্প অল্প করে শেয়ারে লগ্নি করা যায় তাহলেও সুন্দর ভবিষ্যত গড়া সম্ভব।

সেজন্য এখন থেকেই তাই শেয়ার বাজারে কাজ করার মানসিকতা নিয়ে এগতে হবে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করলে খুবই ভাল। আর শেয়ার বাজারে কাজ করতে হলে এই মুহূর্তে জরুরি যেটা সেটা হল একটা ভাল জায়গায় ডিম্যাট ও ট্রেডিং আকাউন্ট খুলে ফেলা। আর আস্তে আস্তে কাজ আরম্ভ করা।

ভারত বিশ্ব পর্যটনের কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্তমান বিশ্বে দ্রুত বর্ধনশীল ব্যবসায়িক ক্ষেত্রগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান হল পর্যটন। ভারতের প্রাচীন অত্যাশ্চর্য সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলি দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বের সকল দেশের মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। এখন সেই সকল স্থানগুলিকে আধুনিক অবকাঠামোর একটি বিশাল নেটওয়ার্ক যথা রেল, সড়ক, আকাশপথ, জলপথ, হোটেল ও হাসপাতাল এবং শক্তিশালী ইন্টারনেট-মোবাইল সংযোগের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। ফলে পর্যটনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ফলে এর লাভের গতিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও, সরকারের

পরিচ্ছন্নতা অভিযান পর্যটন ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে। এই দিকগুলি আন্তঃসংযুক্ত যা শুধুমাত্র পর্যটনকে উৎসাহিত করে না বরং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করে। ভারতে ২৫ জানুয়ারি জাতীয় পর্যটন দিবস পালিত হয়, ভারত বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রের পরিবর্তন সাধন করতে চলেছে।

সাংস্কৃতিক–আধ্যাত্মিক পর্যটন

নিজস্ব প্রতিনিধি : আজ বিশ্ব ভারতের যোগব্যায়াম, দর্শন, আধ্যাত্মিকতা এবং সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। নতুন প্রজন্মের মধ্যেও তাদের শেকড়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নতুন সচেতনতা তৈরি হয়েছে। একারণেই আজ সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক পর্যটনের ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনাকে রূপ দিতে, কেবল আধুনিক পরিকাঠামোই নির্মাণ করা হচ্ছে না, বরং দেশের প্রাচীন গৌরব, ঐতিহ্যকেও পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে। রামায়ণ সার্কিটের চারপাশে ভ্রমণ একজনকে ভগবান রামের মহিমার অনুভূতি অনুধাবন করতে সাহায্য করে, সারা বিশ্ব থেকে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা বুদ্ধ সার্কিট ভ্রমণ করতে আসেন সেই মহিমা উপলব্ধি করতে। অযোধ্যার উন্নয়নের মাধ্যমে একটি আধ্যাত্মিক বৈশ্বিক পর্যটন কেন্দ্র এবং স্মার্ট সিটি গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিগত কয়েক বছরে, পর্যটনের প্রসারের লক্ষ্যে দেশজুড়ে ইতিহাস, বিশ্বাস, আধ্যাত্মিকতা, সংস্কৃতি সম্পর্কিত সমস্ত স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ পর্যটন ও তীর্থযাত্রা উভয় ক্ষেত্রেই সমৃদ্ধ এবং এর সম্ভাবনাও অপরিসীম। ভগবান রামের জন্মস্থান হোক বা কৃষ্ণের বৃন্দাবন, ভগবান বুদ্ধের সারনাথ বা কাশী বিশ্বনাথ, সন্ত কবিরের মাঘর ধাম বা বারাণসীতে সন্ত রবিদাসের জন্মস্থান আধুনিকীকরণ, রাজ্য জুড়ে ব্যাপক কাজ চলছে। ভগবান রাম, শ্রী কৃষ্ণ ও বুদ্ধের জীবন সম্পর্কিত রামায়ণ সার্কিট, আধ্যাত্মিক সার্কিট এবং বৌদ্ধ সার্কিট তৈরি করা হচ্ছে। যুগ যুগ ধরে ভারতে চারধাম যাত্রা তাৎপর্যপূর্ণ। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ, শক্তিপীঠ এবং অষ্টবিনায়ক দর্শনকে জীবনের অন্যতম প্রধান অধ্যায় হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই তীর্থযাত্রা এক পর্যটকের কাছে ভ্রমণের আকর্ষণের চেয়েও বেশি; কারণ এই সকল তীর্থযাত্রা মানুষকে তাঁদের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করে, তাঁদের আলোকিত করে। এটি মাথায় রেখে, উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথ ধামে একটি পর্যটন সুবিধা কেন্দ্রের বিকাশ করা হচ্ছে, সেই এলাকার বাসিন্দাদের সুবিধার্থে একটি নতুন হাসপাতাল গড়ে তোলা হচ্ছে। এর ফলে ভক্তদের কাছে পরিষেবা দ্রুত পৌঁছবে। চারধাম সড়ক প্রকল্প বর্তমানে পুরোদমে চলছে। কেদারনাথ পর্যন্ত তীর্থযাত্রীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি 'ক্যাবল কার' তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তা ছাড়া, পবিত্র হেমকুন্ড সাহেবে যাতে সহজে যাওয়া যায় তার জন্য একটি রোপওয়ে নির্মাণের কাজ চলছে। তা ছাড়া ঋষিকেশ ও কর্ণপ্রয়াগের মধ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা চলছে। সমুদ্র দর্শন পথ, গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের প্রদর্শনী এবং শপিং কমপ্লেক্স, সম্প্রতি পর্যটকদের পছন্দের জায়গা হয়ে উঠেছে। এর ফলে নতুন সম্ভাবনা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে এবং স্থানটির মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পাবে। আদিবাসীদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনি এবং তাঁদের সংস্কৃতি প্রদর্শনের জন্য স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের সময় দেশজুড়ে ১০টি আদিবাসী জাদুঘর তৈরি করা হয়েছে। রাঁচিতে বিরসা মুন্ডাকে উৎসর্গ করে জাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে। গুজরাটের রাজপিপলা, অন্ধ্রপ্রদেশের লাম্বা সিঙ্গি, ছত্তিসগড়ের রায়পুর, কেরালার কোঝিকোড়, মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়ারা, তেলেঙ্গানার হায়দ্রাবাদ এবং মণিপুরের তামেং-এ শীঘ্রই এই ধরনের জাদুঘর দেখা যাবে।

এই জাদুঘরগুলি শুধু দেশের নতুন প্রজন্মকে আদিবাসীদের গৌরবময় অতীতের সঙ্গে পরিচিত করবে না, তাঁরা এই স্থানগুলিতে পর্যটনকেও উৎসাহিত করবে। উত্তরপ্রদেশে মহারাজা সুহেলদেবের একটি ৪০ ফুট ব্রোঞ্জের মূর্তি পর্যটকদের তাঁর জীবনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। এই স্থানে অসংখ্য সুযোগ-সুবিধার ফলে পর্যটন ক্ষেত্রের প্রসার হবে। এই সমস্ত পদক্ষেপগুলি পর্যটনস্থলগুলির সৌন্দর্য বৃদ্ধিই করবে না বরং পর্যটকদের সংখ্যাও বাড়িয়ে তুলবে।

উন্নত পরিকাঠামোর ফলে পর্যটন ক্ষেত্রের প্রসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : উন্নত পরিকাঠামো এবং উন্নত সংযোগ ব্যবস্থার কারণে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় পর্যটন খাতে। এটি এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে প্রত্যেকের জন্য উপার্জনের উপায় রয়েছে। ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে পর্যটনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ আয় সম্ভব। এই চিন্তাভাবনা নিয়ে দেশকে স্থানীয় পর্যটনের জন্য উৎসাহিত করতে একাধিক পর্যায়ে কাজ চলছে। কোনও স্থানের সঙ্গে বিমান যোগাযোগ যখন বৃদ্ধি পায়, তখন সেই অঞ্চলে পর্যটনের বিকাশ হয়। মাতা বৈষ্ণো দেবীর দর্শন হোক বা কেদারনাথ যাত্রা হোক, হেলিকপ্টার পরিষেবা যুক্ত হওয়ায় ভক্তের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিক নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্যোগও একই কাজ করতে চলেছে।

গত কয়েক বছরের প্রচেষ্টার ফল দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। পরিকাঠামোর উন্নয়নের কারণে বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণে দেশের শীর্ষ তিন রাজ্যের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে উত্তরপ্রদেশ। পর্যটকদের প্রয়োজনীয় সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে অযোধ্যা বিমানবন্দর এবং কুশীনগর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দেশি-বিদেশি পর্যটকদের জন্য উপযোগী প্রমাণিত হবে। জীবন ও জীবিকার সঙ্গে যোগাযোগের যে ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে, কোভিডের সময়ে সারা বিশ্ব তা অনুভব করেছে।

সড়ক সংযোগ হোক বা রেল, বিমান যোগাযোগ বা ইন্টারনেট সংযোগ; আজ দেশের প্রধান অগ্রাধিকার হল যোগাযোগ। এমন শক্তিশালী সংযোগের প্রত্যক্ষ সুফল পাচ্ছে পর্যটন ক্ষেত্রগুলিও। ফল ও সবজি উৎপাদনকারী কৃষক ও ব্যবসায়ীরা উৎপাদিত পণ্য সহজে দূরবর্তী স্থানে পৌঁছে দিতে পারছেন। গ্রামে ইন্টারনেট সুবিধা চালু হওয়ার ফলে হিমাচলের তরুণ প্রতিভারা তাঁদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে বিশ্বের সকল পর্যটকদের সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। পর্যটনের প্রচারের জন্য ভারতে ৭১টি লাইটহাউস চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সকল লাইটহাউসে সামর্থ্য অনুযায়ী জাদুঘর, থিয়েটার, ক্যাফেটেরিয়া, শিশু পার্ক, পরিবেশ বান্ধব কটেজ নির্মাণ করা হচ্ছে। দেশের নির্বাচিত বন্দরগুলিতে ২০২৩ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক পর্যটন বিকাশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

গোয়ার পর্যটন ক্ষেত্রকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য, রাজ্যের কৃষক, জেলে এবং অন্যান্য মানুষের সুবিধার জন্য উন্নত সংযোগ পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। 'মোপা'তে নির্মিত গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর আগামী কয়েক মাসের মধ্যে তৈরি হতে যাচ্ছে। এই বিমানবন্দরকে জাতীয় মহাসড়কের

সঙ্গে সংযুক্ত করতে, প্রায় ১২,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ছয়-লেনের আধুনিক সংযোগকারী হাইওয়ে তৈরি করা হচ্ছে। গত কয়েক বছরে গোয়ায় জাতীয় সড়ক নির্মাণে হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

২০১৪ পর্যটন মন্ত্রক প্রসাদ কর্মসূচির সূচনা করে। ন্যাশনাল মিশন অন পিলগ্রিমেজ রিজুভিনেশন অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল, হ্যারিটেজ অগমেন্টেশন ড্রাইভ (আদ্যাক্ষর মিলিয়ে প্রসাদ) একটি কেন্দ্রীয় তহবিল সহায়তাপুষ্ট কর্মসূচি। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল, ঐতিহ্যবাহী ও পুণ্যস্থানগুলির মানোন্নয়ন তথা সেগুলি চিহ্নিতকরণ এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা। দেশে প্রায় ৪০টি তীর্থস্থান তৈরি করা হচ্ছে, যার মধ্যে ১৫টি প্রকল্পও সম্পন্ন হয়েছে। এর অধীনে গুজরাটেও ১০০ কোটিরও বেশি মূল্যের তিনটি প্রকল্পের কাজ চলছে। সোমনাথ এবং গুজরাটের অন্যান্য পর্যটন স্থান এবং শহরগুলির মধ্যেউন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে।

একইভাবে, সারা দেশে ১৯টি পর্যটন গন্তব্য চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেই স্থানগুলির বিকাশ করা হচ্ছে। এই সমস্ত প্রকল্প আগামী সময়ে পর্যটন শিল্পে নতুন শক্তি যোগাতে প্রস্তুত। ১৫টি থিম সার্কিটের মধ্যে ৭৬টি ক্ষেত্র যুক্ত করা হয়েছে, সরকার ৯০০টিরও বেশি পর্যটনস্থলকে যুক্ত করেছে। এর মধ্যে ৩৫টির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ১৫টি স্থানে ৮০% কাজ শেষ হয়েছে।

আন্তর্জাতিক পর্যটনের উন্নয়নে সরকার এই সাত বছরে অনেক নীতিগত সিদ্ধান্তও নিয়েছে, যার ফলে আজ দেশ উপকৃত হচ্ছে। 'ই-ভিসা' এবং 'ভিসা অন অ্যারাইভাল'র মতো বিষয়গুলি পর্যটন ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করেছে এবং ভিসা বাবদ খরচও কমানো হয়েছে। একইভাবে, পর্যটন ক্ষেত্রে আতিথেয়তার জন্য চার্জ করা জিএসটিও কমানো হয়েছে। অ্যাডভেঞ্চারের কথা মাথায় রেখে ১২০টি পর্বতশৃঙ্গও ট্রেকিংয়ের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। নতুন জায়গায় পর্যটকদের যাতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয় সেজন্য গাইডদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ভারত ভ্রমণকারী পর্যটকদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে এবং তাঁদের পছন্দ-অপছন্দের বিষয়গুলি তৈরি করে ভারত প্রতিনিয়ত নতুন নতুন জিনিস করছে। পর্যটন স্থানে বিশেষ সাইনবোর্ড, বিদেশি ভাষার গাইডের সুবিধার কারণে ভারতীয় পর্যটন নতুন মাত্রা পাচ্ছে।

স্বাস্থ্য– সুস্থতা পর্যটনে নতুন মাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঐতিহ্য এবং পর্যটন দুটি বিষয় যা ভারতীয় সংস্কৃতি, অনুভূতি এবং পরিচয়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদা ভারতের সাংস্কৃতিক সম্ভাবনাকে একটি নতুন আলোতে বিশ্বের সামনে রাখার চেষ্টা করেছে যাতে ভারত ঐতিহাসিক পর্যটনের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য বৈশ্বিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। এই চেতনায় ঐতিহাসিক স্থানগুলোর সংস্কার করা হচ্ছে এবং আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হচ্ছে।

কলকাতা, দিল্লি, মুম্বাই, আহমেদাবাদ এবং বারাণসীর মত ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলিকে নতুন সাজে গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। এই শহরগুলিতে নতুন গ্যালারি, প্রদর্শনী, থিয়েটার, নাটক এবং সঙ্গীত পরিবেশনার অবকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী পাঁচটি মডেল জাদুঘর নির্মাণেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বিশ্বের প্রাচীনতম জাদুঘরগুলির মধ্যে একটি হল কলকাতার জাদুঘর, সেখান থেকেই এর কাজ শুরু হয়েছে। তা ছাড়াও, দিল্লি, চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ এবং শ্রীনগরের জাদুঘরগুলি সংস্কার করা হচ্ছে। গত সাত বছরে ১০টি অতিরিক্ত স্থানকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে তা পর্যটন আকর্ষণের উন্নয়নে ভারত সরকারের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে। দেশের পরম্পরা এবং ঐতিহ্য রক্ষা, সুসজ্জিত এবং সুন্দর করার জন্য শুধুমাত্র সম্পদের প্রয়োজন হয় না, তবে সেগুলির যত্ন ও পরিচালনার জন্যও উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজনীয়। এর আলোকে ডিমড ইউনিভার্সিটি'র মর্যাদা-সহ একটি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হেরিটেজ কনজারভেশন প্রতিষ্ঠার কথা ভাবা হচ্ছে। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বা এখন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ধোলাভিরাতে ঐতিহাসিক সুরক্ষা এবং পুনরুদ্ধারের কাজ করেছেন। ভারতে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলির সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিকাঠামো এবং সমন্বিত উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা

চালানো হচ্ছে। সার্কিট ট্রেনগুলি পর্যটন গন্তব্যগুলিকে সংযুক্ত করছে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মতো উৎসবগুলি ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিশ্বের বাকি অংশের সঙ্গে যুক্ত করছে, তাদের আকৃষ্ট করছে। এছাড়াও, দেশের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়াটি নজিরবিহীন হারে এগিয়ে চলেছে। ১৯৭৬-২০১৪ সালের মধ্যে, শুধুমাত্র ১৩টি চুরি যাওয়া মূল্যবান সম্পদ ফিরে পাওয়া গিয়েছিল; ২০১৪-২০২১ সালের মধ্যে এরকম ৪১টি ঐতিহ্যবাহী সম্পদ ফিরিয়ে আনা হয়েছে। নিঃসন্দেহে, কোভিডের পরে, ভারতের পর্যটন ক্ষেত্র দ্রুত তার আগের অবস্থায় ফিরে আসছে। ২০২২ সালের মার্চের মধ্যে ৫ লক্ষ বিদেশি পর্যটকদের বিনামূল্যে ভিসার ব্যবস্থা করা, দ্রুত টিকাদান, স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে আরও বেশি সুবিধা এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ভারতীয় পর্যটন বিশ্বে নিজের একটি পরিচয় গড়ে তুলতে প্রস্তুত। যাইহোক, ভারতকে বিশ্বের সেরা পর্যটন গন্তব্য হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সমস্ত ভারতীয়দের সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন, যাতে এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত-এর চেতনা সারা বিশ্বে অনুভব করা যায়। উন্নত পরিকাঠামো এবং উন্নত সংযোগ ব্যবস্থার কারণে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় পর্যটন খাতে। এটি এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে প্রত্যেকের জন্য উপার্জনের উপায় রয়েছে। ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে পর্যটনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ আয় সম্ভব। এই চিন্তাভাবনা নিয়ে দেশকে স্থানীয় পর্যটনের জন্য উৎসাহিত করতে একাধিক পর্যায়ে কাজ চলছে। ই-ভিসা সুবিধার কারণে পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বিদেশি পর্যটকরা যাতে সহজে ভারত ভ্রমণে আসতে পারেন তার জন্য সরকার ৪৪টি দেশের নাগরিকদের জন্য ই-ভিসা ঘোষণা করেছিল। এখন ১৬৫টি দেশের মানুষ এই সুবিধা পান, যা ২০১৮ সালে ৪৪ ছিল। ই-ভিসা এখন দেশের ২৫টি বিমানবন্দর এবং পাঁচটি সমুদ্রবন্দরে উপলব্ধ। এক বছরের ই-ট্যুরিস্ট ভিসার পাশাপাশি একাধিক প্রবেশ সুবিধা-সহ পাঁচবছরের জন্য একটি ই-ট্যুরিস্ট ভিসা চালু করা হয়েছে। উপরন্তু, দ্বৈত এন্ট্রি সহ এক মাসের ই-ট্যুরিস্ট ভিসা এবং সরকারি ও গণক্ষেত্রের কর্মচারীদের জন্য একটি ই-কনফারেন্স ভিসা চালু করা হয়েছে। এ ছাড়া ভিসা খরচ মকুব করা হয়েছে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৫ ফেব্রুয়ারি – ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২২

মেষ রাশি : কর্মে ও চাকরীক্ষেত্রে অগ্রগতি, সাফল্য ও উন্নতির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বাধা-বিপত্তি আসবে, সাফল্য পেলেও অর্থের অপব্যয় হবে। সন্তানের থেকে সুখ। চোখের সমস্যা, নার্ভের সমস্যা, পায়ের সমস্যা, সংক্রামক রোগ থেকে সাবধান। রাস্তায় সাবধানে চলাফেরা করুন। সরকারী কর্মচারী, পুলিশ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের পদোন্নতি। পুরস্কার প্রাপ্তির সম্ভাবনা।

প্রতিকার :– গুরুজনদের এবং মহিলাদের সম্মান করুন।

বৃষ রাশি : কর্মে সাফল্যে বাধা-বিপত্তি। চাকরী ও ব্যবসায় আশানুরূপ ফল পাবে না। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় অমনোযোগীতা। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা। দাম্পত্য কলহ। উচ্চরক্তচাপ, দৃষ্টিশক্তির সমস্যা, জরায়ুতে সমস্যা, ঠান্ডা লাগা। স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রয়োজন।

প্রতিকার : ভিক্ষুকদের সাহায্য করুন আর্থিক সমৃদ্ধি আসবে।

মিথুন রাশি : কর্মে সাফল্য পাবে। ব্যবসা ও চাকরীতে বাধা এলেও সাফল্য পাবে। স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরার প্রয়োজন। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় সাফল্য। রসায়নবিদ ও মিলিটারী অফিসারদের শুভ।

প্রতিকার : সরিষার তেলে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখা স্বাস্থ্যের পক্ষে শুভ।

কর্কট রাশি : কর্মে ও চাকরীতে প্রথমে বাধাপ্রাপ্ত হলেও পরে সাফল্য পাবে। ব্যবসার ক্ষেত্রে তুলনামূলক শুভ ফল পাওয়া যাবে। বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা। ভ্রমণের অভিলাষ। অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি পাবে, সংক্রামক রোগ থেকে সাবধানতা অবলম্বন। আবেগপ্রবণতা বৃদ্ধি,সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ। ধর্মের প্রতি আকর্ষণ।

প্রতিকার : প্রিয়জনকে সাদা হাঁস উপহার দেওয়া শ্রেয়।

সিংহ রাশি :উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শুভ। চাকরী ও ব্যবসায় সাফল্য। কর্মে সাফল্য। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পড়াশুনায় অমনোযোগীতা। ডাক্তারী ও প্যারামেডিকেল কর্মীদের শুভ। সরকারী চাকুরেদের পক্ষে শুভ। সংক্রামক রোগ থেকে সাবধান।

প্রতিকার : শুদ্ধ মধু সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে শুভ।

কন্যা রাশি: কাজে-কর্মে বাধা। কারো প্রতারণার স্বীকার হতে পারেন। ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। উচ্চ রক্তচাপ, সুগার, পেট, দাঁত, বুকের সমস্যাজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব। সাংসারিক অশান্তি। দুর্ঘটনার আশঙ্কা। উচ্চশিক্ষায় বাধা।

প্রতিকার : সাদা রঙের মিষ্টি খান ও দান করুন।

তুলা রাশি : সঞ্চিত অর্থ খরচ হওয়ার সম্ভাবনা। অন্যকে সাহায্য করতে গিয়ে নিজের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। তীর্থযাত্রার সম্ভাবনা। চাকরীক্ষেত্রে শুভ। পার্টনারশিপ ব্যবসার ক্ষেত্রে সতর্কতার প্রয়োজন। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার। শিল্পীদের প্রতিভার প্রকাশ হবে।

প্রতিকার : প্রাতঃকালে সূর্য প্রণাম শ্রেয়।

বৃশ্চিক রাশি : ফাটকা, জুয়ায় অর্থ না লাগানোই শ্রেয়। চাকরীতে সমস্যা এলেও বাধা কাটিয়ে উঠতে পারবে। ব্যবসার ক্ষেত্রে বাধা-বিপত্তি আসবে। উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, দেশভ্রমণের ক্ষেত্রে শুভ। পুলিশ ও রাজনীতিবিদদের ক্ষেত্রে শুভ।

প্রতিকার : অশ্বথ গাছে জল দিয়ে পরিক্রমণ করুন।

ধনুরাশি : আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকবে। চাকরীতে আয় হলেও ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায় উন্নতি ও প্রসারতা। কর্মে সাফল্যে বাধা। প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় সাফল্য পাবে। চিকিৎসা, উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। মানসিক অশান্তি ও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রয়োজন।

প্রতিকার : প্রিয়জনকে রূপোর হাতি দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

মকর রাশি: চাকরীক্ষেত্রে মিশ্র ফল পাবে। ব্যবসায় বাধা এলেও সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা। কোনো কাজে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব। প্রাথমিক শিক্ষায় অকৃতকার্যতা। স্বামী-স্ত্রীর অকারণে মনোমালিন্য। সংক্রামক রোগ থেকে সাবধান। হাসপাতালে যাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : অনামিকার আঙুলে সোনার আংটি পরুন।

কুম্ভ রাশি : চাকরীর ক্ষেত্রে সাফল্য। ব্যবসায় ধীর গতিতে সাফল্য আসবে। ধনভাব শুভ। প্রাথমিক শিক্ষায় সাফল্যে বাধা এলেও উচ্চশিক্ষায় শুভ। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিন।

প্রতিকার : মহিলা-পুরুষ উভয়ে উভয়কে সম্মান করুন।

মীন রাশি : কর্মে, ব্যবসায় ও চাকরীতে সাফল্য। বন্ধু স্থানীয়দের সাহায্য করতে গিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। উচ্চশিক্ষায় বাধা। ভ্রমণে বিপত্তি। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা।

প্রতিকার : 'ওম শুক্রয়ে নমঃ' মন্ত্রটি পাঠ করুন।

শব্দবার্তা ১৮৫

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। সত্য-মিথ্যা ৫। গাছের সর্বোচ্চ শাখা ৭। আনন্দ ৯। দুর্গম, যেখানে যাওয়া যায় না ১০। পূজার সামগ্রী ১২। কন্দর্পদেব।

উপর–নীচ

১। শ্বাসরোধী, উর্ধ্বশ্বাস ৩। সরল ভাব ৪। অন্যের অনিষ্ট বা বিরক্তি জন্মাতে পারে এমন লেখা ৬। নতুনত্বহীন, একঘেঁয়ে ৮। পাকস্পর্শ ১১। রসের অভাব কিংবা শুষ্ক।

সমাধান : ১৮৪

পাশাপাশি : ১। জাহাঙ্গীর ৪। ক্ষতিপূরণ ৫। কদর্যতা ৭। অতিরথ ৯। অমনধারা ১০। মনোভাব।

উপর–নীচ : ১। জাগরুক ২। রক্ষকতা ৩। সুরশৃঙ্গার ৬। দস্তুর মতো ৭। অভিরাম ৮। থরথর।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন

এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

শিশুর মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : এগারো বছরের এক স্কুল ছাত্রের মৃতদেহকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর ২ নম্বর ব্লকের বকুলতলা থানা এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, জয়নগর ২ নং ব্লকের বকুলতলা থানার মনিরতট ৪ নং গ্রামের বাসিন্দা আমিন উদ্দিন মোল্লার ১১ বছরের ছেলে মীর হোসেন মোল্লা বুধবার জলসা দেখতে যাবার নামে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর রাতে বাড়ি ফেরেনি। মীর হোসেন মোল্লা পঞ্চম শ্রেণীর স্কুল ছাত্র। রাতভর খোঁজাখুঁজি করার পরেও তার কোনও খোঁজ মেলেনি। অবশেষে বৃহস্পতিবার সেই নাবালকের দেহ মিললো বাড়ি থেকে কিছুটা দূরের একটি খালে। বৃহস্পতিবার মনিরতট ৬ নম্বর এলাকার একটি খালে তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখতে পান এলাকার লোকজন। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই বহু মানুষ ঘটনাস্থলে ভিড় জমায়। ছাত্রটির হাতে একটি দড়ি থাকায় সন্দেহের দানা বেঁধেছে। সম্ভবত খুন করে ফেলে দেওয়া হতে পারে খালের জলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বকুলতলা থানা ওসি ও জয়নগরের সিআই সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। আর এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বকুলতলা থানার পুলিশ। তবে এই ঘটনায় এদিন বিকাল অবধি কেউ গ্রেফতার হয় নি। কি কারণে এই শিশুকে খুন করা হলো আর কারা এর সাথে জড়িত থাকতে পারে তার খোঁজ লাগাচ্ছে পুলিশ। তবে এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাতে নামখানার পরপর দুটি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটলো। স্কুলের মেন গেটের তালা ভেঙে স্কুলের ভেতরে ঢুকে নথিপত্র তছনছের পাশাপাশি নগদ টাকাসহ বেশ কিছু জিনিস চুরি করে নিয়ে গেল দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি ঘটেছে নামখানা ব্লকের নামখানা ইউনিয়ন হাই স্কুলে। মঙ্গলবার সকালে স্কুলের এক শিক্ষক এসে দেখেন, স্কুলের মেন গেটের তালা ভাঙা। তারপরে তিনি স্কুলের ভেতরে ঢুকে দেখেন স্কুলের অফিস রুমে থাকা তালা ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পাশাপাশি স্কুলের অফিস রুমে থাকা আলমারি গুলির তালা ভাঙা এবং কাগজপত্র তছনছ অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। এরপর তিনি অন্যান্য শিক্ষকদের খবর দেন। স্কুলের ভেতরে নগদ ৩০ হাজার টাকা ছিল বলে, স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে। নগদ টাকাসহ স্কুলের ইলেকট্রিক রুমেও তাণ্ডব চালায় দুষ্কৃতীরা। পাশাপাশি দুষ্কৃতীরা স্কুলের সময় সময় সারণির ঘন্টাও চুরি করে নিয়ে গিয়েছে বলে স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার পর নামখানা ইউনিয়ন হাই স্কুল চত্বরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মঙ্গলবার সকালে। অন্যদিকে একই রাতে নামখানার চন্দন পিড়ি এলাকায়, চন্দন পিড়ি মুরারি মোহন হাই স্কুলেও চুরির ঘটনা ঘটলো। ওই স্কুলেরই এক পার্শ্বশিক্ষক মঙ্গলবার সকালে সরস্বতী পুজোর জন্য তৈরি করা প্যান্ডেল দেখতে এসে দেখেন, স্কুলের বেশ কয়েকটি দরজার তালা ভাঙা। তার পরেই তিনি ওই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে খবর দেন। ততক্ষণে এলাকার বাসিন্দারাও স্কুল চত্বরে এসে হাজির হয়। দেখা যায় চন্দনপিড়ি মুরারি মোহন হাই স্কুলেও একই কায়দায় তাণ্ডব চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। তবে নামখানা ইউনিয়ন হাই স্কুলের মতো এই স্কুলে কোনও টাকাপয়সা কিছু ছিল না বলে স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে। এই স্কুল থেকেও স্কুলের সময় সারণির ঘণ্টাও চুরি করে নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনার পর মঙ্গলবার সকালে চন্দনপিড়ি এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। দুটি স্কুলের চুরির ঘটনায় খবর দেওয়া হয় নামখানা থানায়। স্কুলগুলোতে চুরির ঘটনার তদন্ত করতে আসেন নামখানা থানার পুলিশ। দুটি স্কুলের চুরির ঘটনায় একই দুষ্কৃতীদের থাকতে পারে বলে, পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। কয়েকদিন আগেই নামখানা ব্লকের ফ্রেজারগঞ্জ এলাকায় নারায়ণতলা বনেশ্বর শিক্ষা সদন নামের একটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলেও চুরি হয়েছিল। একই সপ্তাহের মধ্যে নামখানায় পরপর তিনটি স্কুলে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। একটার পর একটা স্কুল কিভাবে চুরি হয়ে যাচ্ছে, তা যথেষ্ট ভাবাচ্ছে তদন্তকারী অফিসারদের। এই চুরির ঘটনা গুলির পেছনে একই দুষ্কৃতীদের হাত রয়েছে কিনা সে বিষয়টা নিয়েও যথেষ্ট খোঁজ নিচ্ছে পুলিশ। একই সপ্তাহের মধ্যে নামখানা ব্লকে পরপর তিনটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে চুরির ঘটনায় তদন্তে নেমেছে তদন্তকারী অফিসাররা।

মৃত্যু মৎস্যজীবীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে মৃত্যু অব্যাহত। পরপর তিন দিনে বাঘের আক্রমণে মৃত্যুর সংখ্যা হ্যাট্রিক করলো। রবিবার সুন্দরবনের ঝিলার ৩ নম্বর জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন কুমীরমারীর বাসিন্দা অরবিন্দ বিশ্বাস(৪৩)। কুলতলি থানার দেউলবাড়ির বাসিন্দা শঙ্কর সরদার (৩৫) গিয়েছিলেন বেনিফেলি জঙ্গলে নদীখাঁড়িতে কাঁকড়া ধরতে। সোমবার তাকে বাঘে আক্রমণ করে। সঙ্গীরা উদ্ধার করে আনলেও বাঁচাতে পারেনি। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার পিজি হাসপাতালে মৃত্যু হয় তার। অন্যদিকে মঙ্গলবার সকালে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে মৃত্যু হল গোসাবা ব্লকের চিত্ত সরকার (৫৪) নামে এক মৎস্যজীবীর। পরপর তিন দিনে বাঘের আক্রমণে মৃত্যুর সংখ্যা তিনজন। এমন ঘটনায় সমগ্র সুন্দরবন জুড়ে মৎস্যজীবীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

পেটের দায়ে বড়ই দায়। পরিবারের মুখে দুবেলা দুমুঠো অন্ন তুলে দিতেই তাই প্রতিনিয়ত দরিদ্র মৎস্যজীবীদের ছুটতে হয় সুন্দরবনের নদীখাঁড়িতে কাঁকড়া ধরতে। আর এই কাজ করতে গিয়ে বাঘের হামলায় প্রাণ গিয়েছে বহু মৎস্যজীবীর। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল চিত্ত সরকারে নামও।

গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন কোস্টাল থানার অন্তর্গত লাহিড়ীপুরের পরশমণি গ্রামের বাসিন্দা চিত্ত সরকার। কাঁকড়া ধরে পরিবারের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে এবং স্ত্রী কে নিয়ে কোনও রকমে দিনযাপন করেন। পেটের তাগিদে প্রতিবেশী মৎস্যজীবী সুবল মণ্ডল ও সুব্রত কয়ালকে নিয়ে সোমবার ভোরে নৌকায় চেপে ঝিলার ৪ নম্বর জঙ্গলের চিলমারী খালে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন। প্রথমদিন বেশ কিছু কাঁকড়াও ধরেছিলেন। মঙ্গলবার সকালে ঝিলা ৪ নম্বর জঙ্গলের চিলমারী খালের নদীখাড়িতে আনমনে কাঁকড়া ধরছিলেন। সেই সময় সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ অরণ্য থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে আসে। টার্গেট করে মৎস্যজীবী চিত্ত সরকারকে। সকলের অলক্ষ্যে নিঃশব্দে আচমকা নৌকায় ঝাঁপ দেয় বাঘ। থাবা মেরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই মৎস্যজীবীর উপর। একলহমায় তাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যায় গভীর জঙ্গলে। সঙ্গীকে বাঁচানের জন্য কাঁকড়া ধরার শিক,লাঠি আর নৌকার বৈঠা নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন দুই সঙ্গী। দীর্ঘ প্রায় মিনিট কুড়ি ধ্বস্তাধ্বস্তি হয় বাঘে মানুষে। শিকার ফেলে বাঘ অপর দুই মৎস্যজীবীর উপর আক্রমণ করে। বাঘের রুদ্র মূর্তির সামনে অসহায় হয়ে পড়েন দুই সঙ্গী মৎস্যজীবী। বেগতিক বুঝে রণে ভঙ্গ দেয় তারা। বাঘ তার শিকার নিয়ে গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়। কোনওরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে আসেন সঙ্গী দুজন। বাঘের মুখ থেকে দেহ ছিনিয়ে আনার সাহস হয়নি তাদের। তবে ফিরে এসেই ঘটনার খবর দেন তারা। এমন মর্মান্তিক খবর পেয়ে কান্না ভেঙে পড়েন মৃত মৎস্যজীবীর পরিবারের সদস্যরা। এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।

মডেল ষ্টেশনে নেই প্রতীক্ষালয় ও যাত্রীশেড

সুভাষ চন্দ্র দাশ : নামেই মডেল ষ্টেশন। বিশ্বের বৃহত্তম বিখ্যাত ব-দ্বীপ সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং ষ্টেশনের যাত্রী পরিষেবার দশা বেহাল। ১৮৬২ সালের ২ জানুয়ারি প্রথম ক্যানিং থেকে ট্রেন ছাড়ে। ইতিহাসের সাক্ষী বহন করা ছাড়া আর কিছুই নেই। ১৯৩২ সালে ২৯ ডিসেম্বর একদা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হ্যামিলটন সাহেবের ডাকে সাড়া দিয়ে সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং ষ্টেশন হয়ে গোসাবায় গিয়েছিলেন। সেই দিনটি আজ বিরল ইতিহাসের সাক্ষী বহন করে। সেই সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার কিংবা সিংহদুয়ার ক্যানিং ষ্টেশন নামেই মডেল, বিভিন্ন সমস্যায় আজ জর্জরিত। রোদে পুড়ে কিংবা বৃষ্টিতে ভিজে ট্রেন ধরতে হয় সাধারণ নিত্য যাত্রীদের।

মডেল ষ্টেশন হলেও নেই কোনও যাত্রী প্রতীক্ষালয়, নেই পর্যাপ্ত যাত্রীশেড, পানীয় জলের সমস্যা প্রকট এছাড়াও শৌচালয়ের অবস্থাও করুণ। সুন্দরবনের অন্যতম প্রবেশদ্বার মডেল ক্যানিং ষ্টেশনে যাত্রী পরিষেবা নিম্নমানের হওয়ায় ক্ষুব্ধ নিত্যযাত্রীরা। উল্লেখ্য, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী রেলমন্ত্রী থাকাকালীন ক্যানিং

ষ্টেশনের গুরুত্ব বুঝে একাধিক প্রকল্প পরিকল্পনা করেছিলেন। তারপর শুধুমাত্র রিজার্ভেশন টিকিট কাউন্টার ছাড়া বাকী কোনও কাজই হয় নি। স্বাধীনতার আগে তৈরি ক্যানিং ষ্টেশনের যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বলতে কিছুই নেই। এই ষ্টেশনে ১২ কামরা বিশিষ্ট ট্রেন চলাচল করে। ট্রেন ষ্টেশনে ঢুকলে মাত্র দুটি কামরা শেডের সুবিধা পায়, অবশিষ্ট কামরার যাত্রীদের খোলা আকাশের নীচেই নামতে হয়।

নিত্যযাত্রী সনাতন মন্ডল, তাপস সরদার, পলাশ কর্মকার'রা বলেন, ক্যানিং ষ্টেশনের অবস্থা দেখলে দুঃখ হয়। রেলের কোনও নজরদারি নেই। তাই সাধারণ যাত্রীরা নুন্যতম পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। কবে ফিরবে সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং ষ্টেশনের হাল? এমনই জিজ্ঞাসা নিত্য রেলযাত্রীদের। সাধারণ যাত্রীদের আরো অভিযোগ ক্যানিং ষ্টেশনে রেলের কোনও আধিকারিক যদি পরিদর্শনে আসেন তাহলে শৌচালয় থেকে শুরু করে সমগ্র ষ্টেশন চত্বর ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে ব্লিচিং ছড়ানো হয়। পরে আবার পুরাতন নিয়মে ফিরে যায়। এ ব্যাপারে পূর্বরেলের এক আধিকারিক বলেন ক্যানিং ষ্টেশন সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে।'

কংগ্রেস প্রার্থীর নামে দেওয়াল লিখন শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুরসভার ভোটের দিন যে কোন সময় ঘোষণা হতে পারে নির্বাচন কমিশনের তরফে। সব রাজনৈতিক দলই প্রার্থীর নাম মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছে। রাজ্যের একমাত্র কংগ্রেস পরিচালিত দেড়শো বছরের প্রাচীন জয়নগর মজিলপুর পুরসভার ভোটও কদিন পরে। ভোট ঘোষণা না হলেও রবিবার থেকে জয়নগর মজিলপুর টাউন এলাকায় দলীয় প্রার্থীর দেওয়াল লিখনের সূচনা করলো জয়নগর মজিলপুর টাউন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। রবিবার

জয়নগর মজিলপুর পুরসভার ১১ নং ওয়ার্ডে নিজের হাতে নিজের নামের দেওয়াল লিখনের মধ্যে দিয়ে ভোটের দেওয়াল লিখনের সূচনা করলেন পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা কংগ্রেস নেতা সুজিত সরখেল। এদিন সকালে রং, তুলি হাতে কর্মী সমর্থক দের নিয়ে এই দেওয়াল লিখনের সূচনা করে সুজিত সরখেল বলেন,গত ১৫ বছর ধরে আমি এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার এবং গত ৫ বছর আমি চেয়ারম্যান থাকাকালীন এলাকার উন্নয়নে জোর দিয়েছি। এলাকার মানুষের পাশে সবসময় আছি সবসময় থাকবো। এলাকার মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে এই ভোট যুদ্ধে নেমে পড়লাম। আর জয়নগরে কংগ্রেস সবসময় আগে থাকে। তাই আগে দেওয়াল লেখা শুরু করেছে। এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সুজিত সরখেলকে জেতানোর বার্তা দেওয়া হয় এই দেওয়াল লিখনের মধ্যে দিয়ে। পুরসভার বাকি ওয়ার্ডে ও দেওয়াল লিখন এবার শুরু হবে জানালেন জয়নগর মজিলপুর টাউন কংগ্রেসের সভাপতি কুমারেশ ঘোষ।তিনি এও বলেন, জেলা সভাপতির নির্দেশমতো আমরা দেওয়াল লিখনের কাজ শুরু করেছি।রবিবারের পর সোমবার ও ১১ নং ওয়ার্ডের পাশাপাশি ১০ নং ওয়ার্ডে দেওয়াল লিখনের কাজ শুরু হয় কংগ্রেসের তরফে।

বাদ পড়তে পারেন কয়েকজন কাউন্সিলর

রাজপুর সোনারপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজপুর সোনারপুর পুরসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তালিকা নিয়ে এখন জোর চর্চা চলছে। তার মধ্যেই জানা গিয়েছে একটা অংশের প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা তৈরি হয়ে গিয়েছে। নতুন এবং অভিজ্ঞতার মুখের মিশ্রণে তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এবার সেটা দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে পাঠানো হয়েছে শেষ পর্যন্ত কত জনের নামে সিলমোহর পরে তার দিকে তাকিয়ে সবাই। দলীয় সূত্রে খবর এবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নতুন মুখের উপর ভরসা রাখতে চাইছে তাই অনেক বিদায়ী কাউন্সিলর এর নাম বাদ যাওয়া প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

তাছাড়া কয়েকজনের কার্যকলাপের জেরে নাম বাদ পড়তে চলেছে। এক শীর্ষ নেত্রী কথায়, অনেকে ভালো কাজ করেছেন তাই তাদের টিকিট দেওয়া তালিকায় নাম রাখা হয়েছে। এবার দলের যা সিদ্ধান্ত সেটাই চূড়ান্ত বলে ধরা হবে। কিছুদিন আগে ১৭টি ওয়ার্ডের কো-অর্ডিনেটর বদল করা হয়েছে। তখন থেকেই একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল যে ভোটে কি এরাই টিকিট পাবে? তার মধ্যে থেকেও যে কিছু নাম বাদ যেতে চলেছে সেটা এই প্রাথমিক তালিকা থেকে স্পষ্ট। এমনিতেই বেশ কিছু ওয়ার্ডে একাধিক দাবিদার উঠে আসছিলেন, শেষ পর্যন্ত কার ভাগ্য খুলবে সেটাই দেখার। তবে টিকিট প্রত্যাশীদের মধ্যে যারা টিকিট পাবেন না,তাদের কেউ কেউ নির্দল হয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন না তো? এখন প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে দলের অন্দরে। এক নেতা বলেন কলকাতা পুরসভা ভোটে কয়েকজন প্রবীণ নেতা টিকিট না পেয়ে নির্দল প্রার্থী হয়েছিলেন। এখানেও সেরকম হবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না, যদিও একটা মহলের দাবি জোড়া পাতা চিহ্নে দাঁড়ানোর মত কিছু বিক্ষুব্ধ নেতা আছেন। অন্যদিকে সিপিএমের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়ে গেছে। তাতে একাধিক নতুন মুখের পাশাপাশি তারুণ্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে আক্রান্ত নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত ভাঙড়। আক্রান্ত তৃণমূল নেতা। দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন বিশাল পুলিশবাহিনী। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মঙ্গলবার রাতে ভাঙড় ২ নম্বর ব্লক অফিসের ভিতরে তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলামের সামনে আরেক তৃণমূল নেতা আব্দুর রহিমকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে পঞ্চায়েত সদস্য উম্মুল ওয়ারা, স্বামী সেলিম মোল্লার বিরুদ্ধে। রহিমের অভিযোগ তাকে ঘিরে ধরে মারধর করা হয়। আরাবুল ইসলাম নিজে আমার উপর চড়াও হয়। সেলিম

লাঠি দিয়ে মারধর করেছে। আমার আঙুল ভেঙে দিয়েছে। আপাতত তিনি জিরানগাছা ব্লগ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গোটা ঘটনা অস্বীকার করেছেন আরাবুল ইসলাম। ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের কার্যকারী সভাপতি আব্দুর রহিম এর উপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে শোনপুর বাজারে ৯১ রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মীরা।বিক্ষোভ এর নেতৃত্বদেন ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল সংখ্যালঘু সেল এর সভাপতি মহসিন গাজী, মিজানুর আলম যুবনেতা রশিদ মোল্লা, মুজাফফর আহমেদ, শাবির মাস্টারসহ আরাবুল বিরোধী তৃণমূল নেতারা। পথ অবরোধ থেকে আরাবুল ইসলাম সহ সেলিম মোল্লাদের গ্রেপ্তারের দাবিতে স্লোগান ওঠে। কাশীপুর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অবরোধ তুলে দেয়। তৃণমূল কর্মীরা শোনপুর ব্রিজের নিচে আরাবুল মোল্লার দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ভাঙড়ের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ছবি তোলার সময় একটি স্থানীয় পাক্ষিক পত্রিকার সাংবাদিক মোহাম্মদ আলীর মোবাইল ফোন কেড়ে নেয় আরাবুল গোষ্ঠীর কর্মীরা।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগে নামখানার মৌসুনির বালিয়াড়া থেকে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ। বছর দেড়েক আগে ফেসবুকের মাধ্যমে নামখানার মৌসুনির বালিয়াড়ার বাসিন্দা সালেহান বান্দার নামের এক যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয় ফ্রেজারগঞ্জের বিজয়পাটি এলাকার এক যুবতীর। ফেসবুকের মাধ্যমে পরিচয়টা শুরু হয়ে ধীরে ধীরে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে ওই যুবক ও যুবতী। তারপর থেকেই ফোনের মাধ্যমে চলতে থাকে দুজনের কথা। দেড় বছরের পরিচয়ে বহুবার দুজনেই দুজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে বিভিন্ন জায়গায়। তারপরই মৌসুনির বালিয়াড়ার যুবক সালেহান ওই মহিলাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে শারীরিক সম্পর্ক করার অভিযোগ তুলেছে ফ্রেজারগঞ্জের বিজয়পাটি এলাকার বাসিন্দা ওই নির্যাতিতা।

এদিকে সালেহান বান্দার নামের ওই যুবকের মৌসুনির বালিয়াড়ার বাড়িতে নিজের স্ত্রী রয়েছে। পাশাপাশি এক মেয়েও আছে। সেকথা সালেহান নির্যাতিতাকে জানায়নি বলে অভিযোগ। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে নির্যাতিতার সঙ্গে একাধিকবার শারীরিক সম্পর্ক করেছে সালেহান। এমনকি নির্যাতিতার অজান্তেই সালেহান নির্যাতিতার বেশ কয়েকটি অশ্লীল ছবি তুলে রেখেছিল । এমনটাই অভিযোগ নির্যাতিতার। এরপরই মৌসুনির বালিয়াড়াতে সালেহানের স্ত্রী ও মেয়ের কথা প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয় ঝামেলা। সালেহানর বাড়িতে স্ত্রী থাকার কথা জানার পরেই ওই নির্যাতিতা সালেহানকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার কথা বলে। কিন্তু নির্যাতিতার অজান্তেই তোলা অশ্লীল ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেড়ে দেওয়ার হুমকির পাশাপাশি প্রাণনাশের হুমকি দেয় বলে ওই নির্যাতিতার অভিযোগ। এইরকম হুমকি দিয়েই নির্যাতিতার সঙ্গে একাধিকবার শারীরিক সম্পর্ক করেছে ওই যুবক। এর পরেই রবিবার ফ্রেজারগঞ্জের বিজয়পাটি এলাকার বাসিন্দা ওই নির্যাতিতা ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সালহানের বিরুদ্ধে।

নির্যাতিতার লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরেই রবিবার রাতে মৌসুনির বালিয়াড়ার বাড়ি থেকে সালেহানকে গ্রেপ্তার করে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ। অভিযুক্তকে সোমবার কাকদ্বীপ আদালতে তোলা হলে বিচারক তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিকে সালেহানকে ফাঁসানো হয়েছে বলে দাবি করেছেন সালেহানের মা ও স্ত্রী। সালেহানের মা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই ফোনালাপে তার ছেলের সঙ্গে ফ্রেজারগঞ্জ এর বিজয়পাটি এলাকার ওই যুবতীর পরিচয়। তা প্রকাশ্যে আসতেই সালেহানের মা ওই যুবতীকে তার ছেলেকে বিরক্ত করার কথা বারণ করেছিলেন। এমনকি সালেহানের স্ত্রী এবং মেয়ে রয়েছে সে বিষয়টিও জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি। ওই যুবতী বার বার সালেহানকে বিরক্ত করতো বলে সালেহানের মায়ের অভিযোগ। এমনকি কিছুদিন আগে এই বিষয় নিয়ে ওই যুবতীর সঙ্গে সালেহানের পরিবারের আলোচনা হয়েছিল।মিথ্যে অভিযোগে ফাঁসিয়ে আলোচনায় ৫০ হাজার টাকা দাবি করেছিলেন নির্যাতিতার পরিবার। সেইমতো কয়েকমাস আগে টাকাও দেওয়া হয়েছিল সালেহানের পরিবারের পক্ষ থেকে। এরপরেও সালেহানকে বারবার ফোন করত ওই যুবতী এমনটাই অভিযোগ করেছেন সালেহানের মা।

নির্যাতিতার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতেই রবিবার রাতে মৌসুনির বালিয়াড়ায় অভিযুক্ত সালেহানের বাড়িতে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ হানা দিয়ে সালেহানকে গ্রেফতার করেছে।

প্লাস্টিকের যথেচ্ছ ব্যবহারে ভরছে নর্দমা, সমস্যা মিটবে: গীতাঞ্জলী

মলয় সুর : চন্দননগর শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও বদলায়নি নিকাশি ও সাফাইয়ের সমস্যা। এখানকার নাগরিকদের জোড়া দুর্ভোগকে সঙ্গী করেই দিন কাটাতে হচ্ছে। প্রাথমিক নাগরিক পরিষেবা নিয়েই নানা প্রশ্ন রয়েছে এলাকায়। নিচু এলাকাগুলিতে অল্প বৃষ্টিতেই জল দাঁড়িয়ে যায়। রাস্তাঘাট, নিকাশি ও আবর্জনা সাফাইয়ের হালও তথৈবচ। এবারে এই ওয়ার্ডেই প্রথমবার তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন গীতাঞ্জলী শেঠ। তিনি ব্যান্ডেল কেওটা হাই স্কুলের বাংলার শিক্ষিকা। এখানে ৪ হাজার ভোটার ও ৪টি বুথ আছে। ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের অভিযোগ এলাকার রাস্তাঘাট পাকা হলেও যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকে আবর্জনা। পরিবেশ দূষিত হয়। তার উপর দিয়েই যাতায়াত করতে হয়। এলাকার বেশ কয়েকটি রাস্তা দীর্ঘদিন সংস্কার হয়নি। গীতাঞ্জলী দেবী এবার জিতলে প্রথমেই বেশ কয়েকটি কাজ করবেন। তিনি জানান, এলাকায় বহুতলের দাপট। জিটি রোড রাস্তা বরাবর পশ্চিমদিকে বোড়ো কালীতলা পর্যন্ত আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকা মাথা তুলেছে। বিশেষ করে ব্যবহৃত প্লাস্টিক নিকাশিনালার জলের গতিপথ আটকে দিচ্ছে। সেখানে নর্দমা সিমেন্টের কংক্রিটের স্ল্যাব তুলে দিয়ে মোটা লোহার জালের ব্যবস্থা করবেন। এছাড়া বহু মানুষ সরকারি সুবিধা নিতে পারেননি। তাদের বার্ধক্য বা বিধবা ভাতা ও লক্ষী ভাণ্ডার দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। ওয়ার্ডের বেশ কিছু লোকেরা রেশন থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। সেই রেশন ব্যবস্থার জট কাটিয়ে তুলবেন। এখানে পানীয় জলের সঙ্কট

নেই জল অফুরন্ত রয়েছে। তবে গঙ্গারজল শোধন করে বাড়ি বাড়ি পাঠানোর প্রকল্প হচ্ছে শহরের বাসস্থানগুলিতে। বিরোধীদের অভিযোগ, বোড়াইচণ্ডীতলায় প্রকল্পের তোড়জোড় ২০১৬ সালে শুরু হয়। পরে দেখা যায় ওই জায়গায় গঙ্গার নাব্যতা কম থাকায় জল উত্তোলন সম্ভব নয়। এরপর গোন্দল পাড়ায় ভূগর্ভস্থ জলাধার থেকে গঙ্গা জল তুলে বোড়াইচণ্ডীতলায় প্রকল্পে পাঠানো হবে। তারপর শোধন করে বাড়ি বাড়ি সরবরাহ করা হবে। এতে প্রকল্পের খরচ বেড়েছে। অন্যদিকে, ওয়ার্ডে সংযুক্ত নাগরিক কমিটির বাম সমর্থিত উদীয়মান সূর্য প্রতীক চিহ্নে শিপ্রা দে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তিনি সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তিনি বলেন, নগরায়নের গ্রাসে চন্দননগরের চারিধারে বেষ্টিত বিখ্যাত গড় ক্রমশ কমছে। গড়ের জমি দখল করে বাড়ি তৈরির পাশাপাশি শহরের পুকুরও বুজছে। এই কারণে প্রাচীন শহরের নিকাশি ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে। গড় বেদখল হওয়ায় সব থেকে বেশি সমস্যা ফরাসি শহরের। ফলে নিকাশির পরিসর ছোট হতে হতে ১৫ ফুটের বেশি চওড়া খাল পরিণত হয়েছে নালায়। বৃষ্টি হলেই সেই নালা দিয়ে জল গঙ্গায় যাওয়ার পথ না পেয়ে শহর জলমগ্ন হয়ে পড়ে। মূল নিকাশি গড়ের বেশ কিছুটা অংশ এখনও সংস্কার হয়নি। আর বেশ কিছু জায়গায় মাটির কাঁচা রাস্তা রয়েছে, সেই রাস্তাঘাট পাকা করার সিদ্ধান্ত। এই রাস্তাগুলি দীর্ঘদিন সংস্কার হয়নি। রয়েছে জল জমার সমস্যা। আর অনেক স্ট্রিট লাইট নিয়ে চাপান উতোর রয়েছে শাসক ও বিরোধীদলের মধ্যে। অর্ধেক জায়গায় আলো জ্বলে না। সন্ধ্যার পরে অন্ধকার থাকে। তার উপরে পুরবোর্ড ভেঙে যাওয়ায় পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়ে। পরিষেবা নিয়ে অভাব অভিযোগ জানানোর জায়গাও মানুষ পাননি। গত ২০১৫ সালে সিপিএমের সোমনাথ চন্দ্র (জহর) ৬০০ ভোটে তৃণমূলের মোহিত নন্দীকে এই ওয়ার্ডে পরাজিত করেন।

চন্দননগর বিজেপির উত্তর মণ্ডল ১৭টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত স্টেশনের পশ্চিমপাড়ে ৬টি ও পূর্ব পাড়ে ১১টি ওয়ার্ড নিয়ে রয়েছে। এবারে এই ওয়ার্ডে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী সঞ্চিতা দে। ওয়ার্ডে ৪৬ শতাংশ পুরুষ ও ৫০ শতাংশ মহিলা রয়েছে। সঞ্চিতা দেবী একটি বিখ্যাত নার্সিং হোমের নার্স সেবায় যুক্ত আছেন। ২০১৯ সালে তাঁর স্বামী বিশ্বনাথ দে মারা যান। উত্তর মণ্ডলের আহ্বায়ক তাঁর ছেলে তন্ময় দে। বড় ছেলে ডক্টর সোমনাথ দে কাতারে থাকেন, মেয়ে সুমনার বিয়ে হয়ে গেছে। তন্ময় ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন, প্রতি বছর জগদ্ধাত্রী পুজোয় শোভাযাত্রা এই পাল পাড়া বিদ্যালক্ষ্মা রাস্তা দিয়ে যায়। এখানে নিকাশিনালা ঠিক মতো পরিষ্কার হয় না। এলাকাটা যেন মশামাছির আঁতুড়ঘর। সিঙ্গির বাগান এলাকায় নিম্নশ্রেণির লোকের বসবাস দিন আনে দিন যায়। তারা সরকারি সব প্রকল্প থেকে বাদ। এখানে একটি পুকুর আছে। সামান্য বৃষ্টিতেই সব বাড়িতেই জল ঢুকে যায়। তিনি জিতলে প্রথমেই ১) প্রাথমিক হেলথ চেক আপ স্থাপন করা ২) স্থায়ী বায়ো-টয়লেট স্থাপন করা ৩) মুন্সি পুকুরের কাছে অবাধে পুকুর ভরাট চলছে, তা প্রতিরোধ করা। ৪) প্রোমোটিং গড়ে উঠছে তা বন্ধ করা। ৫) এলাকায় অঘোর শেঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়টি উন্নয়ন করবেন। ৬) পদ্মপুকুর গার্লস স্কুলটির উন্নয়ন করা। ৭) একটি সুন্দর পার্ক তৈরির ভাবনা রয়েছে। এখানে ত্রিমুখী মহিলা প্রার্থীরা লড়ছেন। তবেই বেঁচে থাকবে, এগিয়ে যাবে আমাদের স্বপ্নের শহর চন্দননগর।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা, ৫ ফেব্রুয়ারি – ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

রাজনৈতিক সংস্কৃতি

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার প্রতিটি রাজনৈতিক দল। তৃণমূল থেকে বিজেপি প্রত্যেকেই কম বেশি এই সংস্কৃতিতে আক্রান্ত। শাসক দলের মধ্যে এই সংস্কৃতি বিশেষ ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এটাই ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। সাধারণত যারা একাধিকবার ক্ষমতায় ফিরে আসে তাদের ক্ষেত্রেই এই গোষ্ঠী বিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। রাজনৈতিক এই সংস্কৃতি প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। প্রাচীন কালে ভোট যুদ্ধের এমন প্রাচুর্য না থাকলেও দেশ আক্রমণ এবং প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বারংবার গোষ্ঠী সংঘর্ষ লক্ষ্য করা যায়। জন জাতি উপজাতির মধ্যে এমন গোষ্ঠী সংঘর্ষ খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল। মহাভারতের যুগেও ব্যতিক্রম ঘটেনি।

সাম্প্রতিক অতীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে অসহিষ্ণুতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। যত দিন যাচ্ছে গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে গণতন্ত্র উৎসবে অগণতান্ত্রিক সংঘর্ষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক হানাহানি ক্রমশ অতীতের সমস্ত নজিরকে ম্লান করে দিচ্ছে। সারা ভারতের ক্ষেত্রে বিচার করলে এই হানাহানির চিত্র যেমন খুঁজে পাওয়া যাবে তেমনই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতিতেও এর অন্যথা হয়নি।

বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভাবনা কিংবা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ছোট বড় মেজ নেতাদের মধ্যে গুছিয়ে নেবার মানসিকতা ক্রমশ রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে দূষিত করে তুলছে। শাসক এবং বিরোধী দুই দলের মধ্যেই নেতৃত্ব দখলের, এলাকা দখলের অস্বাস্থ্যকর আগ্রাসী মনোভাব বাংলার সংস্কৃতিকে কালীমা লিপ্ত করছে সন্দেহ নেই। বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে দুর্বল করছে সন্দেহ নেই। বাংলার রাজনীতিতে রাজনৈতিক হানাহানি যে ভাবে ক্রমবর্ধমান তাতে আগামী দিনে সৎ যুব সমাজ কতটা স্বতস্ফূর্তভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে তা প্রশ্নের মুখে।

রাজনীতিতে লাগাম ছাড়া হানাহানিতে উভয় পক্ষের কর্মীরা মারা যান, নেতা নেত্রীদের দুঃখ প্রকাশ, তদন্ত তারপর পরিবারগুলিতে অসীম শূন্যতা। দিনের পর দিন খুনোখুনি আর হানাহানির সংবাদে জনসমাজে কোনও তরঙ্গ ওঠে না। মানুষের স্মৃতিশক্তিও আর মর্মান্তিক ঘটনাগুলিকে মনে রাখতে চায় না। যে পরিবারগুলি রাজনৈতিক হিংসার বলি হয় তাদের অধিকাংশই জনারণ্যে হারিয়ে যায়। দিনের পর দিন এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি দেউলিয়া করে দিচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলির আদর্শের বাস্তবতাকে।

বামফ্রন্ট আমলের আগেও বাংলায় রাজনৈতিক হিংসা একের পর এক সংঘটিত হয়েছে। নকশাল আমলে যে রক্ত গঙ্গা বাংলার মাটিতে নিত্য প্রবাহিত হতো তা আজও চর্চার বিষয়। সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখে বহু প্রাণ অকালে হারিয়ে গিয়েছিল। জরুরি অবস্থার সময়ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল। বাম আমলে আনন্দমার্গী হত্যা, সাঁইবাড়ি কিংবা নন্দীগ্রামের গণহত্যা আজও অনেকের স্মৃতিতে অমলিন। পরিবর্তনের বাংলায় শান্তির যে রবীন্দ্রসংগীতের সুর লেগেছিল, বদলের ডাকে বদলা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল সেসব এখন অতীত। নির্বাচন এলেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মীদের পরিবারেও আশঙ্কার পরিবেশ তৈরি হয়। দেওয়াল দখলের রাজনীতি থেকে শুরু করে বুথ দখল কিংবা ভোট গণনার পরবর্তী সন্ত্রাস বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাম্প্রতিক রূপ।

প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলগুলির উচ্চ নেতৃত্বের নৈতিক দায় সন্ত্রাসমুক্ত রাজনীতি হওয়া উচিত। বিকল্প ভাবনা হতেই পারে অন লাইনে ভোট ব্যবস্থা। সেক্ষেত্রে অর্থ, প্রাণহানি, দুর্নীতি, হিংসা সবটাই কমে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেবে।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র ষোল

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য
ব্যূহ রশ্মীন সমূহ তেজো।
যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি
যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি ।।১৬।।

অনুবাদ

হে প্রভু, হে আদি কবি ও বিশ্বপালক, হে যম, শুদ্ধ ভক্তদের পরমগতি এবং প্রজাপতিদের সুহৃদ– কৃপা করে আপনার অপ্রাকৃত রশ্মির জ্যোতি অপসারণ করুন যাতে আপনার আনন্দময় রূপ আমি দর্শন করতে পারি। আপনি সনাতন পুরুষোত্তম ভগবান। সূর্য ও সূর্যকিরণের সম্বন্ধের মতো আপনার সাথে আমি সম্বন্ধযুক্ত।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মজ্যোতি সম্বন্ধেও বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে, সূর্যগোলক থেকে যেমন সূর্যকিরণ বিচ্ছুরিত হয়, ঠিক তেমনভাবেই পরমচিন্ময় ব্রহ্মলোক গোলোক বৃন্দাবন থেকে ব্রহ্মজ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়। এই ব্রহ্মজ্যোতির তীব্র আলোক অতিক্রম না করা পর্যন্ত ভগবৎ–ধামের সন্ধান পাওয়া যায় না। ব্রহ্মজ্যোতির তীব্র আলোকচ্ছটায় অন্ধ হয়ে নির্বিশেষবাদী জ্ঞানীরা ভগবানের রূপও উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের সীমিত অপরিপক্ক জ্ঞানের প্রভাবে এই প্রকার নির্বিশেষবাদী জ্ঞানীরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনন্দময় অপ্রাকৃত রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তাই শ্রীঈশোপনিষদের এই প্রার্থনায় ব্রহ্মজ্যোতির উজ্জ্বল আলোক সংবরণ করতে শ্রীভগবানের কাছে আবেদন করা হয়েছে যাতে তাঁর সর্ব আনন্দময় অপ্রকৃত রূপ শুদ্ধ ভক্ত দর্শক করতে পারেন।

নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি উপলব্ধির দ্বারা ভগবানের মঙ্গলময় রূপকে অনুভব করা যায় এবং ভগবানের সর্বব্যাপী রূপ বা পরমাত্মা উপলব্ধির দ্বারা আরও মঙ্গলময় দিব্য অনুভূতি হয়, কিন্তু স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ভক্ত ভগবানের সবচেয়ে মঙ্গলময় রূপকে অনুভব করেন। যেহেতু তিনি আদি কবি, জগতের

ফেসবুক বার্তা

শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর– মহেশপুর বাংলাদেশ

নির্মল গোস্বামী

১৫১৬ খৃঃ ৯২৩ বঙ্গাব্দে বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটিতে গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের বেদীতে নিত্যানন্দ তার সভাসদসহ দণ্ডমহোৎসবের চিঁড়া দই ফলার আহারে বসেছেন। 'চবুতারার উপরে যত নিজ জন/সকলেই বসিলেন মণ্ডলী বন্ধন।' রামদাস, সুন্দরানন্দ, দাসগদাধর বা মুরারী, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর। ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাস। মহেশ, গৌরীদাস আর হোড় কৃষ্ণদাস। উদ্ধারণ দত্ত আদি যত নিজ জন। উপরে বসিলা সব, কে করে গণনা। বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া এই বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে যে পানিহাটির দণ্ড মহোৎসবের সময় নিত্যানন্দের পাশেই ছিলেন সুন্দরানন্দ ঠাকুর। বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচনায় একাধিক সুন্দরানন্দের নাম পাওয়া যায়। তবে পাট পর্যটন, দ্বাদশ পাট নির্ণয় ও বৈষ্ণবাচারদর্পণ প্রভৃতি বইয়ে উল্লেখিত পদ 'সুদাম গোপাল পূর্বে কৃষ্ণ সখা রঙ্গী/এবে সুন্দরানন্দ ঠাকুর চৈতন্যের সঙ্গী/বাল্যকাল অবধি তীর্থভ্রমণ প্রচুর/নিত্যানন্দ শাখা, বাস হালদা মহেশপুর।

এই হালদা মহেশপুরের সুন্দরানন্দ ঠাকুরই দণ্ড মহোৎসবের সময় নিত্যানন্দের নিজজন হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। বর্তমান বাংলাদেশের যশোহর জেলায় বেত্রবতী নদী তীরে অবস্থিত ছিল হালদা মহেশপুর। মাজদিয়া স্টেশন থেকে ১৪–১৫ মাইল পূর্বে অবস্থিত মহেশপুর। খুব ছোটবেলায় সুন্দরানন্দ ঘর ছেড়েছিলেন পথের টানে। আসলে সবই ছিল পূর্ব নির্ধারিত। কারণ আমরা জানি যে ব্রজলীলার সকল লীলা সঙ্গীগণ এমন কি গোপীরা, সখীরাও নদিয়ালীলা আস্বাদনের জন্য জন্ম নিয়েছিল। ব্রজ লীলার শ্রীকৃষ্ণ সখা সুদামই এসেছিলেন এ যুগে সুন্দরানন্দ ঠাকুর হয়ে। ফলে গৌর লীলার সঙ্গী হবার অদৃষ্ট লিখন যার সে তো পথে বের হবেই। তবে ঐতিহাসিক সত্য হল যে সুন্দরানন্দ এদেশে সেদেশে ঘুরে ঘুরে এক সময় নিশ্চয়ই নীলাচলে

পর্ব–৪

এসেছিলেন এবং গৌর সান্নিধ্যে হরি রসে মজেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রভু নিত্যানন্দের অমৃত সঙ্গে বসবাস করে প্রেমভক্তি ভজন সাধনে সিক্ত হয়েছিলেন। তারপর গৌরাঙ্গ যখন গৌড়বঙ্গের ঘরে ঘরে কৃষ্ণনাম বিতরণের নির্দেশ দিলেন নিত্যানন্দকে কলির জীবকে উদ্ধার করার জন্য। মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বলেছিলেন 'তুমি যারে দিবে মোরে/আমি তারি হব নির্বিচারে'। নিত্যানন্দ প্রভু নীলাচল থেকে বাংলায় যখন এসেছিলেন তখন নিশ্চয়ই সুন্দরানন্দকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন।

নিত্যানন্দ প্রভু একসময় সুন্দরানন্দকে বললেন, দেখ আমার সঙ্গে থেকে আমাকে সেবা করলেই আমার কাজ করা হবে না। আমিও খুশি হবো না। আমাকে খুশি করতে হলে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়তে হবে। অবহেলিত, আতুর, আর্ত মানুষের মাঝে যাও। তাদের সকলকে কল্যাণের পথ দেখাও।

তাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দাও। সকলকে এক করে চৈতন্যের প্রেম সাগরে ডুবিয়ে দাও। মানুষ যে কৃষ্ণ থেকে আলাদা নয়। ঈশ্বর যে আপনার জন সেই বিশ্বাস তাদের মনে গেঁথে দিতে হবে। কলিযুগে সংঘ শক্তির প্রাধান্য। তাই তাদের নিয়ে সংঘ শক্তি গড়ে তুলতে হবে।

নিত্যানন্দ প্রভু তার পরিকরদের এক এক জনকে এক এক স্থানের দায়িত্ব দিয়ে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। সুন্দরানন্দ ছিলেন নিত্যানন্দের একান্ত সেবক। তিনি গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে তাঁর ভাবনাকে সার্থক রূপ দেবার মানসে ফিরে এলেন জন্মভূমিতে। দীর্ঘদিন পর তাঁকে কাছে পেয়ে নগরবাসীগণ আনন্দে মেতে উঠল। এখানে বসবাস করতে আরম্ভ করলে প্রতিবেশীগণ তার পূত পুণ্যময় জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হল। কীর্তনানন্দে সবাই মেতে উঠল। ক্রমে ক্রমে তাদের চিত্ত শুদ্ধ হল। এইভাবে মানুষের দল সমবেত হতে থাকল। সুন্দরানন্দ ভাবলেন এখানে একটা পীঠের প্রয়োজন যাকে কেন্দ্র করে মানুষ সংঘবদ্ধ হবে এবং জীবন আবর্তিত হবে। নিজ জন্মভূমে তিনি একটি দেবালয় প্রতিষ্ঠা করে শ্রীশ্রী রাধা ও রাধা–বল্লভ জীউ মূর্তি স্থাপন করে পূজা অর্চনা করতে থাকলেন। এই রাধা বল্লভ প্রাঙ্গণে রোজই আনন্দের হাট বসত। নিত্যানন্দ প্রভুর আদর্শকে সামনে রেখে সংঘভজন, নাম কীর্তন ও সমষ্টি উন্নয়নে সকলেই মেতে উঠল। সকলে সকলের জন্য প্রত্যেকে পরের জন্য এই অনুভবে সকলেই ডুবে যেতে থাকল। তাদের আকর্ষণে দিক দিগন্ত থেকে অনেকেই আসতে থাকল।

সুন্দরানন্দ আবার পথে নামলেন। তিনি শ্রীপাঠ খড়দহে এলেন প্রভু নিত্যানন্দের ঘরে। এখানে দিন কয়েক থাকার পরে মা জাহ্নবার আশীর্বাদ নিয়ে রাঢ়বঙ্গে প্রেম ধর্ম প্রচারের জন্য বের হলেন। এই সময় তিনি বীরভূমের মঙ্গলডিহিতে এবং বর্ধমানের কাঁদরায় কিছুদিন অতিবাহিত করেন। মঙ্গল ডিহিতে পানুয়া গোপাল বা পার্নি গোপালের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পরিচয় ও গভীর প্রেমে আবদ্ধ হলেন পরস্পর। সুন্দরানন্দ মন্ত্র দীক্ষা দিলেন পার্নি গোপালকে। দীক্ষার পর পার্নি গোপাল বারো দিন ধরে উৎসব করেছিলেন। আজও সেই শুভক্ষণকে বুকে ধরে সেই স্থানে বহু নরনারী সমবেত হয়।

বর্ধমানে কাঁদরায় তিনি প্রেমধর্ম প্রচারে নিমিত্ত কিছুকাল কাটিয়ে ছিলেন। এখানে তিনি জয় গোপালদাসকে দীক্ষা দান করেন।

সুন্দরানন্দদাস ঠাকুর প্রচণ্ড তেজস্বী। তাঁর সাধনশক্তি সম্পর্কে নিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্রশিষ্য বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্য ভাগবতে লিখেছেন, 'সুদাম স্বরূপে হয় শ্রীসুন্দরানন্দ/মহা অনুভবরসে তাঁর ভবানন্দ/বহু অনুভব তার কহন না যায়/একমাত্র বলি যাহে স্বরূপ বুঝায়/জম্বিরের (বাতাবী লেবু) গাছ হইতে কদম্বের ফুল/দুই কানে পরি, রূপ দেখাইলা নির্ভুল/। সুন্দরানন্দের কথায় বাতাবী লেবুর গাছে কদম ফুল ফুটত।

সচেতনার অভাবে সুন্দরানন্দের মৃত্যু কবে কোথায় হয়েছিল, কোথায় তাঁর সমাধি মন্দির ছিল তার কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। শুধুমাত্র জয়গোপাল দাস প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দিরে তাঁর ব্যবহৃত দু একটি জিনিস সংরক্ষিত আছে মাত্র। তিনি অকৃতদার ছিলেন। তাঁর জন্মভূমিতে প্রতিষ্ঠিত রাধা ও রাধাবল্লভ জীউ মূর্তি, বর্তমানে মুর্শিদাবাদের সয়দাবাদে মন্দিরে অধিষ্ঠান করছে।

বিঃ দ্রঃ – গত সংখ্যায় এই কলমে 'বসুদামে' স্থানে 'বসুদাস' লেখা হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য পাঠকের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।

পূর্ণমদঃ পূর্ণামদম্ : অমৃত মহোৎসবঃ বাজেট

অমিতাভ সেন : শিবের গীত গাইতে হয় ধান ভানার সময়। এ বছর স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পালিত হচ্ছে, সেই সঙ্গে নেতাজি সুভাষের ১২৫তম জন্ম বার্ষিকী। ইন্ডিয়া গেটে রয়্যাল ক্যানোপিতে অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বিরাজ করছেন। এই স্থান ১৯৬৮ পর্যন্ত কিং জর্জ ফিফথ দখল করেছিলেন। প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন শুরু হয়েছে নেতাজি জন্মদিন থেকেই। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে সুভাষ ২৬ জানুয়ারি পূর্ণ স্বরাজ (Dominion Status নয়) প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। নিরোদ সি চৌধুরীর মতে গোটা প্রস্তাবটা সুভাষেরই মস্তিষ্ক প্রসূত (নীরোদ Type করেছিলেন), জওহর সহ প্রস্তাবক হিসাবে সই করেছিল মাত্র (তাও সেপার্স কলমটা পকেট থেকে বার করে সুভাষই এগিয়ে দিয়েছিলেন : নীরোদের সাক্ষ্য মতে।) সেই মহাপর্বকে স্মরণ করেই প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয়। সুভাষের 'নেতাজি' এই মহিমময় উত্তরণের ঔজ্জ্বল্যে আমরা ভুলে যাই যে তিনি আইসিএস–এ চতুর্থ হয়েছিলেন মাত্র চার মাসের প্রস্তুতি সম্বল করে। চরম মেধা পরম মননশীলতা তিনি জন্মাবধি লালন করেছিলেন। অর্থনীতি, সমাজ ও বিশ্বনীতি তাঁর দূরগামী প্রজ্ঞার চর্চা যদি আমরা যথাযথ করি তবে মনে হবে 'যতটুকু হেরি বিস্ময়ে মরি, ভরে ওঠে সারা প্রাণ'। অন্য সকল কংগ্রেসীরা যখন চিন্তা করছেন বয়স হয়ে যাচ্ছে সকলের, কবেই বা গদিতে বসবো, কবেই বা ক্ষমতা ভোগ করবো (স্বাক্ষ্য– বল্লভভাই প্যাটেল) সুভাষ তখন পরিকল্পনা করছেন ইংরেজ চলে যাওয়ার পর এতো বড়ো অখণ্ড ভারতবর্ষ শাসন করা যাবে কিভাবে Shape of Things to come–এই ভাবনায়।

১৯৩৫ সালে পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার রূপরেখা সুভাষেরই দেওয়া। অখণ্ড ভারতকে চারটে টাইম জোনে ভাগ করতে চেয়েছিলেন, কারন বর্ষা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে আসে। মার্চ মাসে লাস্ট ওয়ার্কিং ডে–তে সকাল ১১টায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বাজেট পেশ হতো। রাণীর পদানত ভারতবর্ষে বাজেট আসতো ওই তারিখের বিকেল পাঁচটায় প্রভুর ফিনানসিয়ল বিজনেস শেষ হবার পর। অটলজির সময় থেকে বাজেট পেশ হতো সকাল ১১টায়। তাঁর মানস সন্তান নরেন্দ্র মোদীর আমলে পেশ হয় ১ ফেব্রুয়ারি। অসম ও উত্তর পূর্বাংশে বৃষ্টি নামে মে মাসে– কৃষিকাজও শুরু হয় তার সঙ্গে দক্ষিণ ভারত তখন প্রবল তপন তাপে পুড়ছে; তাই ইন্ডাস্ট্রিয়ল ম্যানুফ্যাকচারিং এর কাজ চলছে। কেন্দ্রীয় বাজেটকে সকল সুরে সুর মেলাতে হবে। আজ প্ল্যানিং কমিশনএর জায়গায় এসেছে নীতি আয়োগ, কাজের পরিধিও বেড়েছে বিস্তর। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর টোটাল ওয়ার্ল্ড অর্ডার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। কম্পিউটার ও ডিজিট্যাল সিস্টেম শিক্ষা স্বাস্থ্য উৎপাদন সকল ক্ষেত্রেই দুস্তর প্রভাব ফেলেছে। ভারতবর্ষকে সেই স্তরে চুস্ত করতেই নীতি আয়োগের আগমন। Old custom changeth yielding place to a new–বাজেট প্রসঙ্গে এই New Indiaর আলোচনা করার সময় আমরা সুভাষকেও স্মরণ করবো। এবং মনে রাখবো নেতাজীকে উল্লেখ করে অভিতাভ কান্ত (CEO নীতি আয়োগ) যে কথাটা বলেছেন : বার্ষিক বাজেট কখনই সকল সমস্যার সমাধান নয়। কারণ একটা বছরেই সকল বিষয়ে সিদ্ধি পাওয়া যায়না। এর জন্য লাগে দীর্ঘ তপস্যা। অ্যানুয়েল বাজেটটা লক্ষ্যের পথে অর্থনৈতিক দিগদর্শন মাত্র। এ বছরের বাজেটকে আগের তুলনায় আলোচনা করাটাই পরিপক্কতার লক্ষণ।

(২)

আজকের ভারতবর্ষে কালাহান্ডির মতন ঘটনা ঘটে না। ঘটলে ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরের চাকরি চলে যাবে। করোনা কাল থেকে ২২এর মার্চ পর্যন্ত প্রভূত পরিমাণ খাদ্য শস্য ৮০ কোটি মানুষকে দেওয়া হচ্ছে। এর মূলে রয়েছে ধরিত্রী মাতার কৃপা এবং সেই আশীর্বাদকে ১৪০ কোটি মানুষের কাছে সমানভাবে পৌঁছে দেবার মতো সেবকবৃন্দের আত্মনিবেদন। গত ৭ বছরে দুর্নীতিমুক্ত কেন্দ্রীয় প্রশাসন এর মাধ্যমে আশি লক্ষ পাকা আবাস বিতরণ করা হয়েছে। সে আবাসে আছে গ্যাসের কানেকশন, স্বচ্ছ পেয় জলের সাপ্লাই লাইন, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের একাংশ সম্পদ উৎপাদন করেছে। ২২–২৩ ভিত্তি বর্ষে তিন কোটি আবাস গড়া হবে। ৪৮০০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। ভবিষ্যৎ অর্থনীতিতে এই দান খয়রাতের এফেক্ট কি? আজকালের কৃষাণী কৃষকের সঙ্গে সমানভাবে চাষে অংশ নেয়। বীজ বোনা, জমি নিড়োনো, ফসল কাটা সকল কাজ করে মেয়েরা। মূলত পেয় জল, গ্যাসে রান্নার সুবিধার কারণে তারা ৩/৪ ঘন্টা ওভার টাইম উপার্জন করে। এই ওভারটাইমের পয়সায় ডবল সিলিন্ডারও তারা রাখছেন। ২০ টাকার পাউচ এর কল্যানে পশ্চিমবঙ্গের চিত্রটা কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটু আলাদা। কৃষাণীর ইনকাম মদের পিছল পথে দিদির ভাণ্ডার ভরাচ্ছে? এবছর এগ্রিকালচারাল এক্সপোর্ট বেড়েছে ৪৩%। ২০১৩তে মোট রপ্তানী ছিল ২.৮৫ লাখ কোটি টাকার, ২১–২২এ পরিমাণ ৪.৭০ লাখ কোটি টাকার। এর একটা অংশ অরগ্যানিক কৃষি উৎপাদন রপ্তানী থেকে। কাজেই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (যাকে বেফিকির দান খয়রাত ভাবছিলাম) গ্রামের মানুষের জীবন আনন্দময় করার পাশাপাশি ভারত লক্ষ্মীর ঝাঁপি পূরণের কাজও করছে। এই মিলন আরও সফল করবার জন্য ৭টি বহতা নদী জুড়ে দেওয়া হবে। কেইন বেতওয়া প্রোজেক্ট উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ বুন্দেল খণ্ড এলাকার ৯০ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসিঞ্চন করবে। গোল্ডেন কোয়াড্রিলাটরলের পর অটলজীর স্বপ্ন ছিল নদীঘাত ড্রেজিং এবং বৃষ্টির মিষ্টি জল ধরে রাখার জন্য নদীগুলোর সংযোজন। এতে মিষ্টি জল সমুদ্রের লোনা মোহনায় মিনিমাম ডিসচার্জ হবে। এই জল মানুষের তৃষ্ণা মেটাবে, ধরণীকেও শস্যশ্যামলা করবে।

আমেরিকার ৫ থেকে ১০% লোক কৃষিকাজ করে ভারতে ৬৫ থেকে ৭০% মানুষ কৃষিজীবী। নব্বই দশকের মণ্ডল কমিশন আন্দোলন সাইলেন্ট কিলার। সরকারী চাকরিতে রিজার্ভেশন এর বহুল আন্দোলনের প্রভাবে অনেক সামাজিক উপার্জনের উপায় হিন্দুদের হাতের বাইরে চলে গেছে। পাঁচ বিঘে কৃষি জমি, কয়েক ঘর যজমান, একটা চুল কাটার দোকান চালিয়ে পরামানিক মহাশয় তিন ছেলেকে মানুষ করেছেন। দুই ছেলে চাকরি পেয়ে Caste no Bar বিজ্ঞাপনের কল্যাণে বাঘা শশুর পেয়ে বাপকে ছেড়ে চলে গেছে। ইঁদুর কলে পড়েছে কনিষ্ঠটি। কিছু মডার্ন ট্রেনিং উপার্জন নিয়ে যদি বাপের সেলুনটিকে বিউটি পার্লারে পরিণত করতো, তবে তার উপার্জন কিছু হতোই। হাবিব পার্লার চেন এতো বিরাট পাবলিসিটি পেয়েছে ওই সাবেক সেলুনগুলো উঠে গেছে বলেই। মোদীজি এই জন্যই বারবার দুটো কথাই বলছেন স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং উপার্জন। কেন্দ্রীয় সরকার সকল রকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। সকলকে চাকরি দেওয়া সম্ভব নয়। কৃষি ও অন্যান্য পেশাকে যদি লাভ দায়ক করা যায়, তবে যুবকদের গ্রাম ছেড়ে পলায়ন রোখা যাবে।

আজকে ১২৮টি জেলা নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলি এক একটি মোটা আনাজএর জন্য Dedicated Growing Land হবে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চ ও নাবার্ড–এ কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করবে। মকাই, ডাল, তিলহর্ন বিবিধ সবলা উৎপাদন করা যাবে। আজকে মিনিমাম সাপোর্ট রাইস ২.৩৭ লাখ কোটি টাকা। ধান, চাল, সরষে উৎপাদন এর সঙ্গে মৎস্য, দুগ্ধ, পশুপালনকেও কৃষি ডেস্টিনেশনের মধ্যে আনা হয়েছে। মাতা গঙ্গা নদীর দুপারে পাঁচ কিমি কৃষিক্ষেত্র অরগ্যানিক এগ্রি জোন ঘোষণা করা হয়েছে। গঙ্গা নদীর পলি এই জমিকে উর্বরা করবে। ড্রেজিং–এর মাধ্যমে নদীর নাব্যতা বাড়বে। বড়ো বড়ো জাহাজ ও ফ্রি গ্রেট পণ্য পরিবহন করবে। এতে বাতাসে কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমবে ও পণ্য পরিবহন খরচও বহুলাংশে কমবে। পণ্যের দামও কমবে। গঙ্গা নদীর নাব্যতা ট্যুরিজম–এর সুযোগ বাড়াবে। এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগও বাড়ানো হয়েছে। এই সব উদ্যোগে বেকারত্ব কমবে বহুগুণ।

গঙ্গা অববাহিকায় যতো প্রদেশ পড়ে কোনো প্রশাসনকে নিয়ে সংশয় নেই। গঙ্গা প্রজেক্ট–এ সকল প্রদেশ অংশ নেবে। সন্দেহ শুধু একটা প্রদেশকে নিয়ে সেটা পশ্চিমবঙ্গ। সকল কেন্দ্রীয় প্রকল্প মুখ্যমন্ত্রীর মুখের ছবি ছাপিয়ে দিদির আর্শীবাদ বলে চালানো হয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু করতে দেওয়া হয়নি। উত্তরপাড়ায় গঙ্গাপ্রবাহ জিটি রোডের চল্লিশ ফুটএর মধ্যে চলে এসেছে। মন্ত্রী পদে আসীন উমা ভারতী একটিরও জবাব দেয়নি। বর্তমান মন্ত্রী নীতিন গড়করিজী পরিষ্কার ভাষায় মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে দিয়েছেন গঙ্গা নদীর ড্রেজিং নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া খুবই কষ্টকর। দুর্মুখের সংশয় যায়না। যে প্রদেশের চিফ সেক্রেটারি ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অগ্রাহ্য করার স্পর্দ্ধা রাখে সেখানে সব কিছুই সম্ভব। অশালীনতার চরম আস্ফালন দেখলাম চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হসপিট্যাল–এর নতুন ক্যাম্পাস উদ্বোধনের দিন। এই প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রোজেক্ট, কিন্তু ফেডারেল ব্যবস্থায় যা হয় ক্যাম্পাস ভূমি রাজ্য সরকারকে জোগান দিতে হবে। অনুষ্ঠান ছিল ভার্চুয়াল মাধ্যমে লোক অর্পনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর স্বাগত ভাষণের পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা দেবার কথা। সৌজন্যতা দাবি করে যে বক্তা প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সকল ডিগনিটারী এবং সুধীজনকে অ্যাড্রেস করবেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তো সে পথে হাঁটলেনই না, উপরন্ত জানিয়ে ছিলেন কোভিড কালে বহুদিন আগে এই ক্যাম্পাস তিনি ওপেন করে দিয়েছেন। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী উপস্থিতি বাহুল্য মাত্র।

কোভিড কালে তো রেলওয়ে কম্পার্টমেন্টও ICCU হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সেগুলোও কি তিনি করেছেন বলা যাবে? রেলওয়ে কম্পার্টমেন্টের ব্যবহার তো Make Shift Arrangement এনাকে বোঝানো মূর্খামির সামিল।

লেখক কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট

পাঠকের কলমে

যাত্রীদের কষ্ট

প্রথমে 'আলিপুরবার্তা'র সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আমি একজন আলিপুর বার্তার একনিষ্ঠ পাঠক। প্রতি শনিবার আলিপুর বার্তা না পড়লে আমার হৃদয়ে অন্যকিছুই ভালো লাগে না, সে যতই দৈনিক নামি দামি সংবাদপত্র হোক না কেন। এতক্ষণ নিঃশর্তভাবে আলিপুর বার্তার গুণগান করলাম। বলতে দ্বিধা নেই বিগত প্রায় চার পাঁচ মাসে জনসাধারণের একটা সমস্যা নিয়ে আমি আপনার দফতরে ৩টি চিঠি পাঠিয়েছিলাম। চিঠিতে উল্লেখ ছিল ব্রিটিশ আমলের ঐতিহ্যবাহী তথা সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার নামে খ্যাত ক্যানিং স্টেশন। স্টেশনে পুরো যাত্রীশেড না থাকায় আমাদের মতো নিত্য যাত্রীদের কষ্ট পোহাতে হয়। বিশেষ করে গ্রীষ্ম এবং বর্ষা কালে। যাতে করে মডেল ক্যানিং স্টেশনে সমস্তটাই যাত্রীশেড হয় তার জন্য পূর্বরেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আপনার পত্রিকা দফতরে চিঠি পাঠিয়েছিলাম।' তার কোনও প্রতিক্রিয়া আজ অবধি পেলাম না। আপনার সাংবাদিকদের নজরেও পড়লো না ঘটনাটি।

ফলে আমরা সাধারণ মানুষ সংবাদপত্রের কাছে আর কী আশা করবো। নিরাশ হতে হচ্ছে। একমাত্র সংবাদপত্রই পারে সমস্যা তুলে ধরতে এবং সমাধানের পথ বাতলে দিতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য জেলার ঐতিহ্যবাহী এবং দৈনিক সংবাদপত্রের সাথে চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রকাশিত হওয়া 'আলিপুরবার্তা'র কাছ থেকে এমনটা আশা করা যায় না। ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করলাম পত্রটি।

ভাস্কর দাশ
কুমার শা পশ্চিম, ক্যানিং টাউন
দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

তালিকা বেড়েই চলেছে

ভোজনরসিক মানুষের রসনাতৃপ্তির জন্য দিনকে দিন নানাবিধ খাদ্যসম্ভারের তালিকা বেড়েই চলেছে। এসব খাদ্যতালিকার একটা বড়ো অংশ জুড়েই রয়েছে হরেকরকমের মাংসের রকমারি লোভনীয় পদ। আর এসব মাংসের জন্য অসংখ্য মুরগি, কোয়েল, খাসি, ভেড়া, শূকর, গোরু প্রভৃতি বধ করা হয়। একেকপ্রকার প্রাণীর মাংসের একেকরকম স্বাদ। তাই ভোজনবিলাসীদের কাছে মাংসের চাহিদা বরাবরই রয়েছে। এসব মাংস বিক্রির জন্য বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার ওপরেই অসংখ্য মিট শপ রয়েছে। সেই দোকানগুলিতে প্রকাশ্যেই ছাল ছাড়ানো বিভিন্ন প্রাণীর দেহাংশ ঝুলিয়ে রেখে বিক্রি করছেন মাংস ব্যবসায়ীরা। শহরে তো বটেই, গ্রামগঞ্জেও দোকানগুলিতে প্রকাশ্যে মাংস ঝুলিয়ে বিক্রি করা বন্ধ করতে যথাযথ পদক্ষেপ করুক পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী সংগঠন। এমনটাই চাইছেন অসংখ্য শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন। দোকানে এভাবে মাংস ঝুলিয়ে রাখার কারণে পথচলতি দুর্বল হৃদয় মানুষজন সহ শিশুমনে একটা বিরূপ প্রভাব পড়ছে। আমার মতো অনেকেরই দাবি, মিট শপগুলিতে কালো কাচের মধ্যে মাংস এমনভাবে রাখা হোক যাতে সরাসরি বাইরে থেকে দেখে বোঝা না যায়। এতে দৃশ্য দূষণ বন্ধ হবে এবং মনে সরাসরি বিরূপ প্রভাব পড়বে না। আমার মনে হয় এতে ক্রেতা ও বিক্রেতা কারও কোনও অসুবিধা হবে না। আশা করি এবিষয়ে সকলেই একমত হবেন।

অনুরাধা রায়, নবদ্বীপ, নদিয়া

বিবাদের অপসংস্কৃতি

বেশ কিছুদিন ধরে সাংবিধানিক পদ রাজ্যপালের সঙ্গে প্রশাসনিক প্রধান পদ মুখ্যমন্ত্রীর সংঘাত চলছে নিরন্তর। দুজনের পদই রাজনৈতিক স্বার্থের অনেক উপরে। অথচ এঁরা প্রতিদিনই রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থের নমুনা রেখে চলেছেন। এই বিবাদে জনগণের জন্য ভাল কাজ করার পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে উঠছে। এছাড়াও সুসংস্কৃতির পীঠস্থান পশ্চিমবঙ্গে জন্ম নিচ্ছে বিবাদের অপসংস্কৃতি যা এখনই বন্ধ হওয়া দরকার।

স্বাগতা দাস
চেতলা, কলকাতা

আপনারাও চিঠি পাঠান আমাদের দফতরে। পাঠাতে পারেন ইমেলে, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

অভিযুক্তদের খোঁজে হুলিয়া

অভীক মিত্র : রাজ্যে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস মামলা তদন্তে বীরভূম জেলার দুই অভিযুক্তের খোঁজে হুলিয়া জারি করলো সিবিআই । বিজেপি কর্মী মনোজ জয়সওয়ালকে খুনের অভিযোগে নলহাটি দুইনং ওয়ার্ডের ছায়াপল্লির ফারুক আলী ওরফে বাদল এবং আটনং ওয়ার্ডের পশ্চিম বিদুপাড়ার জেহেদি হাসান ওরফে ছোটনের নামে হুলিয়া জারি করে সিবিআই। অভিযুক্ত দুই পলাতক ব্যক্তির সন্ধান দিতে পারলে পঞ্চাশহাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয় সিবিআই-র পক্ষ থেকে। গত ১৪ মে নলহাটির মধুরা ক্যানেল ধার থেকে বিজেপি কর্মী ব্যবসায়ী মনোজ জয়সওয়ালের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস মতো অন্যান্য জেলার সঙ্গে বীরভূম জেলাতেও বৃহস্পতিবার গভীররাত্রি থেকে শুরু হয়েছে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। গোড়োলা গ্রামে বাড়ির উঠোনে দাঁত মাজার সময় উঠোনে বাজ পড়লে সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়েন স্বাধীনকুমার রায়। সাঁইথিয়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। শীতের মধ্যে হঠাৎই বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে জেলার জনজীবন। চাষের কাজে গিয়ে বিপদে পড়েন বহু চাষি।

ভ্রাম্যমান এটিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি : নাবার্ডের আর্থিক সহায়তায় চলমান পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংকের চলমান ব্যাংকিং পরিষেবা অর্থাৎ ভ্রাম্যমান এটিএম পরিষেবার উদ্বোধন হলো রাজনগর ব্লকের বারোমেশিয়া গ্রামে মঙ্গলবার। রাজনগর ব্লকের বিডিও শুভদীপ পালিত,রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতি পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সুকুমার সাধু, নাবার্ডের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। স্বভাবতই এইরকম পরিষেবা পেয়ে খুশি সাধারণ মানুষজন।

মোবাইল ফেটে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : মোবাইল ফোন ব্লাস্ট করে মৃত্যু হলো এক গৃহবধূর। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুল্পি থানার রামকৃষ্ণপুর এলাকার। মৃত গৃহবধূ শম্পা বৈরাগী (২৫)। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সোমবার দুপুরে বাড়িতে মোবাইল চার্জ দিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন গৃহবধূ শম্পা বৈরাগী। তখনই বিকট শব্দে মোবাইল ব্লাস্ট করায় গুরুতর জখম অবস্থায় চিৎকার করতে থাকে গৃহবধূ শম্পা বৈরাগী। পরে পরিবারের লোকজন ছুটে এসে ঘটনাস্থল থেকে তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে কুল্পি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে তাকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকেরা। সেখানেই মৃত্যু হয় শম্পা বৈরাগীর। ঘটনার পর থেকে রীতিমতো আতঙ্কিত এলাকাবাসীরা। তবে কী কারণে মোবাইল ফোন ব্লাস্ট করলো তা স্পষ্ট নয়। তবে ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে প্রাথমিকভাবে জানানো হয় মোবাইল ব্লাস্টের কারণে মৃত্যু হয়েছে গৃহবধূর। কিন্তু কী কারণে ব্লাস্ট করলো মোবাইল তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে কুলপি থানার পুলিশ।

উন্নয়নের কথা বলে নজর ফেরাতে সচেষ্ট তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুরসভায় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের ব্যাপকহারে স্বজনপোষণ, দুর্নীতি, উন্নয়নের নামে সরকারি অর্থের নয়ছয় নিয়ে সাধারণ মানুষ যখন ক্ষোভে ফুঁসছে, সিপিএম ও বিজেপি যখন এসব নিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার ঠিক সেই সময়ই দাঁইহাটবাসীর নজর ঘোরানোর মরিয়া চেষ্টা করল তৃণমূল কংগ্রেস। যেসময় পুরভোট দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে ঠিক সেই সময়েই সরকারি গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের আরও এক কিস্তির টাকা দীর্ঘদিন আটকে থাকার পর উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকতে শুরু করল। ঠিক এইসময়ই অর্থাৎ গত ৩১ জানুয়ারি পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ-প্রশাসন সহ তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে দাঁইহাটে পুরসভা ও একটি বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে গড়ে ওঠা মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল চালু হয়ে গেল। পাশাপাশি একইদিনে ওই সব বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতেই দাঁইহাট পুলিশ ফাঁড়ির নবনির্মিত একটি ভবনেরও উদ্বোধন হল। পুলিশ ফাঁড়ির ভবন উদ্বোধনের পাশাপাশি প্রস্তাবিত দাঁইহাট থানার বিষয়টি এদিন আরও একবার শহরবাসীর অনেকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে। এই থানার বিষয়টিকে ঘিরে দাঁইহাট শহরজুড়ে বিভিন্ন মহলে জোর চর্চা চলছে এবং সেটা লক্ষ্য করার পর স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের একাংশ বিষয়টি নিয়ে পুরভোটের মুখে বাজার গরম করতে নেমে পড়েছেন। যদিও প্রস্তাবিত দাঁইহাট থানার প্রসঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত করে কিছু জানানো হয়নি। এদিন হাসপাতাল ও পুলিশ ফাঁড়ির নবনির্মিত ভবন উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন জেলার পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন, কাটোয়া মহকুমাশাসক জামিল ফতেমা জেবা, কাটোয়ার বিধায়ক তথা

দাঁইহাট পুরভোট

জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দাঁইহাটের পুর প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারপার্সন শিশির মণ্ডল প্রমুখ। দাঁইহাট পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পঙ্কজ নস্কর বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আমাদের একটি বিল্ডিং সহ লক-আপের প্রয়োজন ছিল। নবনির্মিত সেই ভবনেরই এদিন উদ্বোধন হয়েছে।

দাঁইহাটে আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব উন্নয়নকে হাতিয়ার করেই ভোটের ময়দানে নামার কথা ঘোষণা করেছে। ২০১৯ সালে মাঝপথে সিপিএমকে হটিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস পুরবোর্ড দখল করার পর তৎকালীন চেয়ারম্যান শিশির কুমার মণ্ডলের নেতৃত্বে একাধিক উন্নয়ন মূলক প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যেই একাধিক তোরণ নির্মাণ, রাস্তায় নতুন ধরনের আলো এবং কিছু এলাকায় পানীয় জলের নতুন পাইপলাইন, পাম্প বসানো সহ রাস্তা ও ড্রেন সংস্কারের কাজ হয়েছে। পাশাপাশি পুরসভার বিভিন্ন বিভাগে অসংখ্য কর্মীও নিয়োগ করা হয়েছে। আর যা নিয়েই তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণ ও বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এসব দেখেশুনে সিপিএম, বিজেপি সহ বিরোধীরা প্রায় একই সুরে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত তৎকালীন পুরবোর্ডের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতি, স্বজনপোষণ সহ উন্নয়নের নামে আর্থিক নয়ছয়ের অভিযোগ তুলে সোচ্চার হয়েছে। একইসঙ্গে তারা বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবার প্রশ্ন তুলেও বর্তমান পুর প্রশাসনের বিরুদ্ধেও সরব। এদিকে এসব নিয়েই এখন বিরোধীদের নির্বাচনী দেওয়াল লিখন চলছে। যদিও তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব বিরোধীদের যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন।

কিছুদিন আগেই পূর্ব বর্ধমান জেলা সিপিএমের সম্পাদক সৈয়দ হোসেন আলিপুর বার্তা পত্রিকার কাছে তৃণমূল কংগ্রেসের আমলের শাসনব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের একটা বড়ো অংশ সর্বত্র পঞ্চায়েত, পুরসভাগুলিতে আর্থিক অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপোষণে যুক্ত। পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও এমনই অবস্থা। উন্নয়নের নামে লুট চলছে। মানুষের ওপর তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও ভরসা নেই। মানুষ যদি নিজের ভোট দিতে পারে দাঁইহাটে এবারও সিপিএমের জয় নিশ্চিত এবং জেলার অন্যান্য পুরসভাতেও তৃণমূল কংগ্রেস পর্যুদস্ত হবে। বিজেপির প্রাক্তন জেলা (সাং কাটোয়া) সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষ বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস সন্ত্রাসের রাজনীতি করে জিততে চায়। গত বিধানসভা নির্বাচনে দাঁইহাটে বিজেপি জিতেছিল। কাটোয়া শহরেও বিজেপির কাছে তৃণমূল কংগ্রেসকে হারের মুখে পড়তে হয়েছে। এবারও তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মানুষ ঠিকই সিদ্ধান্ত নেবে বলে আমাদের বিশ্বাস আছে। জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রসেনজিৎ দাস জানিয়েছিলেন, মানুষ উন্নয়ন চায়। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গেই মানুষ আছে। জেলার সব পুরসভার নির্বাচনে বিরোধীদের যাবতীয় কুৎসার জবাব দিয়ে মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকেই জয়ী করবে। এদিকে পুরভোটকে সামনে রেখে এই উন্নয়নের কথা বলেই দাঁইহাট শহরজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন অব্যাহত।

বিধায়কের উদ্যোগে শিকল মুক্ত কৃষ্ণেন্দু

অরিজিৎ মন্ডল : শিকল বাঁধা অবস্থায় ১ বছর ধরে জীবন কাটছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুল্পি ব্লকের বড় জামতলার বছর ২৬ এর যুবক কৃষ্ণেন্দু দলুইয়ের। ৬ বছর আগে হঠাৎই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে কৃষ্ণেন্দু। তারপর থেকে দিনমজুর পরিবার তার চিকিৎসা করাতে গিয়ে জমি দোকান বেচে আজ সর্বস্বান্ত ফলেই বন্ধ চিকিৎসা। তাই শিকলাবাঁধা অবস্থায় দিন কাটছে যুবক কৃষ্ণেন্দু দলুইয়ের।

কৃষ্ণেন্দুর মা রুমা দোলুই জানান, কৃষ্ণেন্দু তাদের একমাত্র ছেলে ও ২ মেয়ে রয়েছে পরিবারে। ছোট থেকে লেখাপড়ায় ভালো ছিলো কৃষ্ণেন্দু। তবে ক্লাস এইটের পর দিনমজুর পরিবারে অভাবের সংসারের হাল ধরতে স্কুল ছেড়ে নলকূপ বসানোর কাজে যায় সে। এরপরেই ২০১৪ সালের সরস্বতী পুজোর রাতে হঠাৎই ঘুমন্ত অবস্থায় চিৎকার শুরু করে কৃষ্ণেন্দু। তারপর থেকে নিজের মানষিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে বলে জানায় পরিবারের লোকজন। পরে বাবা মা নিজেদের একমাত্র ছেলের চিকিৎসার জন্য একাধিক চিকিৎসক ও হাসপাতালে তাকে নিয়ে যায়। চিকিৎসার খরচ মেটাতে বিক্রি করতে হয় জমি ও দোকান। এরপরেও স্বাভাবিক হয়নি ছেলে কৃষ্ণেন্দু দলুই।

মাঝে ৪ মাস বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় সে পরে আবার বাড়ি ফেরে। অন্যদিকে ছেলে যাতে আগের মতো সুস্থ স্বাভাবিক হয় তাই তাকে বিয়েও দিয়েছিলো বাবা মা। বিয়ের পর কৃষ্ণেন্দুর আচরণে অস্বাভাবিকতা দেখেই ২ মাস পর পালিয়ে যায় স্ত্রী।

ছেলের চিকিৎসা করাতে সর্বস্বান্ত পরিবার তাই অগত্যা ছেলেকে ১ বছর ধরে হাতে পায়ে শিকল বেঁধে রেখেছে পরিবার। শিকল বাঁধা অবস্থায় এখন দিন রাত কাটছে কৃষ্ণেন্দুর।

প্রতিবেশীরা জানায়, সেভাবে কোন কিছু করে না কৃষ্ণেন্দু। তবে শিকল খোলা থাকলে মাঝে মধ্যে হঠাৎই তার বাবা দীনেশ দলুই এর উপর প্রাণঘাতী হামলা করে সে। এর আগে দু একবার বাবার উপর আক্রমণও করেছিলো। তাই নিজেদের একমাত্র ছেলেকে হারাতে চায়না পরিবার, তাদের ছেলে বেঁচে থাকুক চোখের সামনে। তাই ১ বছর ধরে হাতে পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় দিন কাটছে কুলপির জামতলার বছর ২৬ এর যুবক কৃষ্ণেন্দু দলুইয়ের। পরিবারের আক্ষেপ যদি কোনভাবে তাদের ছেলের চিকিৎসা হয় তাহলে হয়তো বাঁধনমুক্ত হবে কৃষ্ণেন্দু। আর এই খবর কুলপির বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার কাছে পৌঁছাতেই তিনি তৎপরতার সাথে কুলপি ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক ও ব্লক স্বাস্থ্য উন্নয়ন আধিকারিক কে নিয়ে একটি বিশেষ মেডিকেল বোর্ড গঠনের মাধ্যমে কৃষ্ণেন্দুর সমস্ত চিকিৎসার দায়িত্ব নেন, পাশাপাশি আগামীদিনে সুস্থ হয়ে উঠলে তার একটি পাকাপোক্ত কাজের ব্যবস্থা করবেন তিনি এমনটাই আশ্বাস দিয়েছেন।

নাম পরিবর্তন

আলিপুর ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখের এফিডেভিট বলে আমি MD. ASHIF RAJA ঘোষণা করছি যে, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে (WB0120030820256) উল্লিখিত আমার ভুল নাম AFHIF RAJA-র পরিবর্তে আমার আধার কার্ডে (549548171949) উল্লিখিত সঠিক নাম MD. ASHIF RAJA নামে পরিচিত হইলাম। AFHIF RAJA ও MD. ASHIF RAJA এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ঐকান্তিক উদ্যোগে
১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে পুনরায় শুরু হল

পাড়ায় সমাধান
ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়
সব সময়ে সবার সেবায়
পাড়ার প্রয়োজনে, পাড়ার পাশে

এলাকার জরুরি সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান
স্থানীয় স্তরে পরিকাঠামোর শূন্যতাপূরণ ও পরিষেবার
ঘাটতি চিহ্নিতকরণ ও পরবর্তীতে তার আশু সমাধান।

১–১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি পঞ্চায়েত ও পৌর এলাকায় বিশেষ ক্যাম্পে পাড়ায় সমাধান-এর আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে।
আবেদনপত্র জমা দিতে নিজেরা ক্যাম্পে আসুন।

পাড়ায় সমাধান প্রকল্পের দুটি পর্যায়ে
এখনও পর্যন্ত স্থানীয় স্তরে ১০,৫০০-রও বেশি প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়েছে

পাড়ায় সমাধান কর্মসূচির কিছু সাফল্য চিত্র

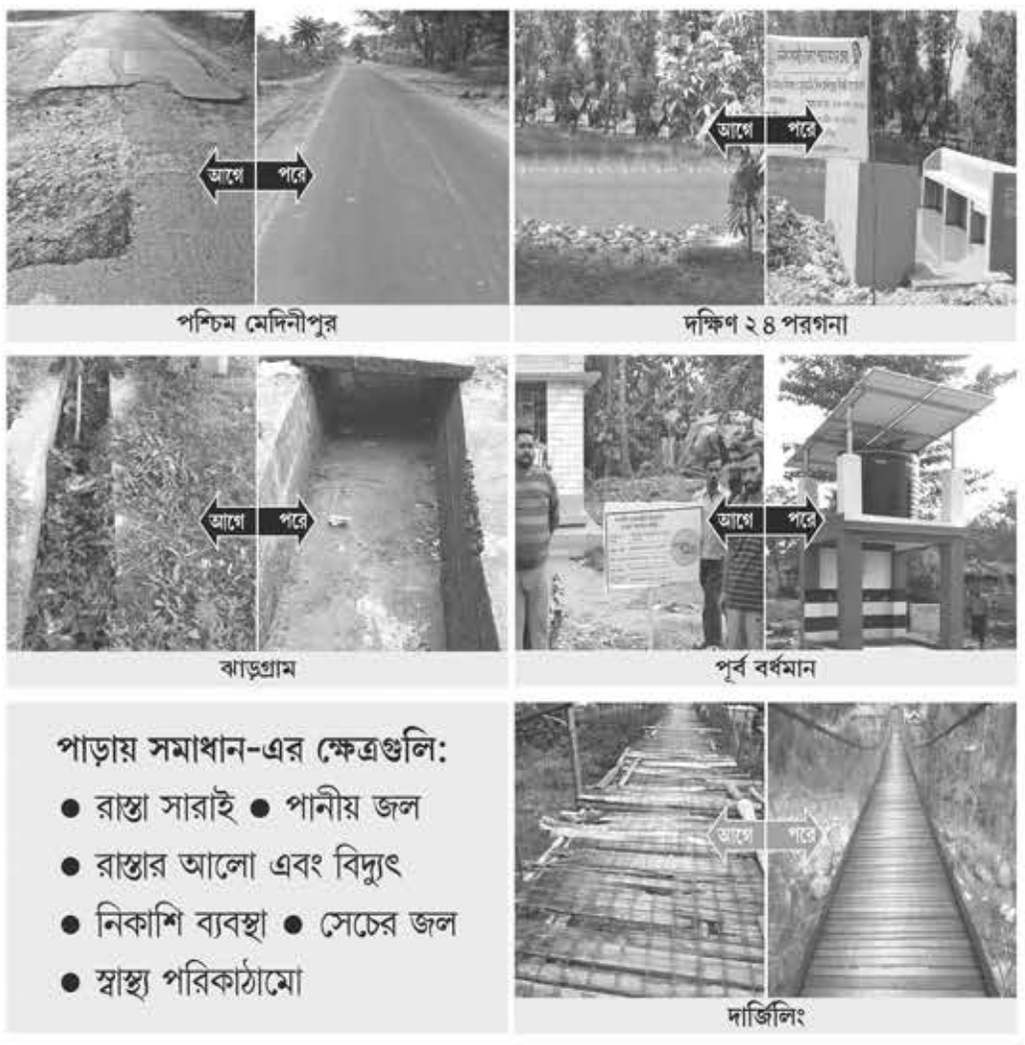

পশ্চিম মেদিনীপুর
দক্ষিণ ২৪ পরগনা
ঝাড়গ্রাম
পূর্ব বর্ধমান
দার্জিলিং

পাড়ায় সমাধান-এর ক্ষেত্রগুলি:
● রাস্তা সারাই ● পানীয় জল
● রাস্তার আলো এবং বিদ্যুৎ
● নিকাশি ব্যবস্থা ● সেচের জল
● স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ দুয়ারে সরকার-এর নবপর্যায়ের কর্মসূচি শুরু হতে চলেছে।

@egiye_bangla
পশ্চিমবঙ্গ সরকার | আপনার পাশে, আপনার সাথে
প্রতিটি ক্যাম্পে কোভিডবিধি অবশ্যমান্য

মহানগরে

পিজি হাসপাতালে প্রাইভেট কেবিন

বরুণ মণ্ডল : কলকাতার একমাত্র সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল এস এস কে এম (পি জি হাসপাতাল) হাসপাতাল চত্বরে 'প্রাইভেট কেবিন বিল্ডিং'–এর সরকারি পরিকল্পনায় তীব্র ধিক্কার জানিয়েছে কলকাতার ক্রিক রোস্থিত মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের কলকাতা জেলা কমিটি। এবং জনস্বাস্থ্য আন্দোলন শক্তিশালী করার আবেদন জানিয়ে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সম্পাদক ডা. আংশুমান মিত্র বলেন, 'পিজি হাসপাতাল চত্বরে প্রাইভেট কেবিন বিল্ডিং'–এর সরকারি পরিকল্পনা জনগণের ট্যাক্সের টাকায় গড়ে ওঠা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে কর্পোরেট মুনাফা খোরদের হাতে তুলে দেওয়ার এক চূড়ান্ত নিদর্শন। 'রাজ্যে চিকিৎসার উৎকর্ষ কেন্দ্র বলে প্রচারিত এই হাসপাতাল চৌহদ্দিতে সকল নাগরিকের তিক্ত অভিজ্ঞতা, জীবনদায়ী চিকিৎসার প্রয়োজনেও উপযুক্ত সুপারিশ বা দালাল ছাড়া কেউ ভর্তি হওয়ার সুযোগ না পেয়ে মৃত্যু মুখেও পতিত হন। সে হেন উৎকর্ষ কেন্দ্রে আপাতত জন সাধারণের চিকিৎসার ব্যবস্থা উন্নত না করে, এই যে মূল্য দিতে পারলে দ্রুত চিকিৎসার প্রালোভন মুখ্যমন্ত্রী দেখাচ্ছেন, আমাদের আশঙ্কা তিনি কী গণতন্ত্রকে ত্যাগ করে এটাই দেখতে চাইছেন যাদের পয়সা বেশি আছে, তাদের সময়ের দাম আছে, গরিব মানুষের সময়ের দাম নেই, চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। চিকিৎসক–নার্স–চিকিৎসাকর্মী নিয়োগ যেখানে অত্যন্ত অপ্রতুল, সেখানে একই লোকবল দিয়ে এই দু'ধরনের পরিষেবা চালানোর পরিকল্পনাকে আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি। এই যে বিনে পয়সায় চিকিৎসা, দেওয়ায় নাম করে তৃণমূল সরকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় দু'ধরনের চিকিৎসা চালু করতে চলেছে, তার পথ বেয়েই কর্পোরেট মুনাফাখোরদের হাতে তুলে দেওয়ার পথ প্রশস্ত করছে, তাকে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের কর্তৃপক্ষ তীব্র ধিক্কার জানিয়েছে।

উন্নত চিকিৎসার গল্প বলে যখন 'স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে'র প্রবর্তন সরকার করতে চলেছিল, তখনই আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলাম, যে এই পথে জনগণের ট্যাক্সের টাকায় গড়ে ওঠা স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কার্যত বেসরকারি স্বাস্থ্য মালিকদের দখল আরও বাড়বে। তার পরে হাসপাতালে সরবরাহকৃত ওষুধ সংখ্যা অর্ধেক কমিয়ে দেওয়ার পদক্ষেপ 'ফার্মা কর্পোরেটে'র ব্যবসার সুযোগ বৃদ্ধির চক্রান্ত। এবার পি জি হাসপাতালে 'প্রাইভেট কেবিন বিল্ডিং' – এর পদক্ষেপ কোভিড পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে আরও স্বাস্থ্য সংকটে ঠেলে দেবে।

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক ডা. বিপ্লব চন্দ্র বলেন, আমরা সমস্ত জনগণের কাছে আবেদন জানাই, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা রক্ষার আন্দোলনে আপনারা সর্বতো যোগদান করে স্বাস্থ্যে এই কর্পোরেট মালিকের অনুপ্রবেশ বন্ধ করুন'।

এদিকে এস এস কে এম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, প্রাইভেট কেবিন বিল্ডিং–এর সঙ্গে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার কোনও সম্পর্ক নেই। এটা হল সরকারি ছত্রছায়ায় বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা। এরফলে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার কোনও ব্যাঘাত ঘটবে না। বরঞ্চ এরফলে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ঘটবে। এবং রাজ্যবাসী বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে যে হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে, তা বন্ধ হবে।

এবার উন্নয়নের দাবি শাসকদলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার নবগঠিত পুর বোর্ডের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনেই এবার শাসকদলের পুর প্রতিনিধিই জ্বালাময়ী বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে নিজের ওয়ার্ডের উন্নয়নের দাবি তুললেন। ২৮ জানুয়ারি টাউন হলে অনুষ্ঠিত ওই অধিবশনে যাদবপুরের ১২ নম্বর বরো কমিটির অধ্যক্ষ প্রাক্তন মেয়র পারিষদ ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের পুর প্রতিনিধি সুশান্ত কুমার ঘোষ, এদিন অধিবেশনে নিজের প্রস্তাব পাঠ করতে গিয়ে ঝাঁঝালো বক্তব্যে পুর কর্তৃপক্ষ তথা মহানাগরিকের উদ্দেশ্য বলেন, কলকাতার বেশ কিছু ওয়ার্ডে গয়নাগাটি পরাচ্ছেন, কলকাতার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডবাসীদের জন্য অন্তত একটু জামাকাপড় দিন। পূর্ব যাদবপুরের মাদুরসহ এই এলাকার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ড ক্ষেত্রমানে সুবিশাল। প্রায় একটা বিধানসভার মতো বিস্তৃত। গ্রাম, আধা শহরের মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা একটা ওয়ার্ড। ওয়ার্ড এতোটাই অনুন্নত যে ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি এই ওয়ার্ডের অধিকাংশ এলাকা 'এফ ও জি' ক্যাটেগরির অন্তর্ভুক্ত। ২০১০ থেকে ওয়ার্ডটি শাসকদলের হাতে রয়েছে। তাসত্ত্বেও ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডে অনুন্নত এলাকায় অনেক কাজ অবশিষ্ট রয়েছে। এই ওয়ার্ডে না হওয়া কাজ অনেক। বানতলা ও নিউ বানতলা এলাকা, চৌবাগা এলাকা, পশ্চিম চৌবাগা, মার্সিন পাড়া ও গুলশান কলোনি এবং নোনাডাঙা এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজে সহযোগিতা কাম্য। তৃণমূল কংগ্রেস পুর প্রতিনিধি অভিযোগ এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা বলে কিছু নেই। রাতে রাস্তায় আলোর কোনও চিহ্ন নেই। আছে কেবল প্ল্যান মাফিক বহুতল ভবন। ১১টি বেআইনি গোরু–মোষের খাটাল, বেআইনি চামড়ার কারখানা। প্রস্তাবের উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, এ সব সমস্যা দীর্ঘদিনের। আর সবটা কলকাতা পুরসংস্থার দায়িত্ব পড়েও না।

রিপোর্টার্স মিটে কোভিড ফাইটার্স অ্যাওয়ার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালী থানার অন্তর্গত মন্দিরনগর বাওয়ালীর ময়ূর ভবনে আলিপুর বার্তা রিপোর্টার্স মিট ২০২২ অনুষ্ঠিত হল। করোনা পরিস্থিতিতে গত দুবছর পত্রিকার সাংবাদিকরা মিলিত হতে পারেননি। দীর্ঘদিন পর সকলে একত্রিত হয়ে পুরানো ছন্দ ফিরে আসে। প্রথমদিকে আলিপুর বার্তা নিয়ে আলোচনার সূচনা করেন পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার প্রণব গুহ। ভিন্ন ভিন্ন জেলার সাংবাদিকরা তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। সহ–সম্পাদক কুনাল মালিক বলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ২৯টি ব্লকে কাগজ নিয়মিত পৌঁছাতেই হবে। অন্যান্য জেলাতেও আলিপুর বার্তার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে।

দ্বিতীয় পর্বে বিকাল ৩টার সময় শুরু হয় কোভিড নিয়ে একটি সচেতনতা মূলক সেমিনার। ওই পর্বে যোগ দেন আলিপুর বার্তার সম্পাদক তথা নেতাজি গবেষক ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী। প্রিয়াংসু মাইতির বাঁশি ও কল্যাণ দাসের সঙ্গীত দিয়ে সেমিনার শুরু হয়। আলিপুর বার্তা কোভিড ফাইটার্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় বজবজ–২ নং ব্লকের বিডিও নবকুমার দাস, নোদাখালী থানার আইসি পার্থসারথী ঘোষ, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ পার্থ প্রতীম সরকার, বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী এবং জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপীকে। অ্যাওয়ার্ড প্রাপকরা সকলেই জানান, তাঁদের এই সম্মান প্রদান তাঁদেরকে আরও কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে। সেমিনারে সহযোগিতা করেন মেডিকেয়ার নার্সিংহোমের (ইউনিট–২) ডাঃ মশিহুর রহমান।

বিকালে আলিপুর বার্তার সাংবাদিকরা বাওয়ালীর প্রাচীন মন্দির ও স্থাপত্যগুলো পরিদর্শন করেন। রাত্রে আবার আলিপুর বার্তার সাংবাদিকরা পত্রিকা এবং ইউটিউব নিয়ে আলোচনায় বসেন। সেখানে নানা পরিকল্পনায় সকলে অংশ নেন। হুগলি থেকে মলয় সুর, কাটোয়া থেকে দেবাশিষ রায় তাদের অভিমত তুলে ধরেন। পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার দীপক বড় পণ্ডা বাওয়ালীর মন্দির ও প্রাচীন ইতিহাসকে নিয়ে নতুন কিছু করার কথা উল্লেখ করেন।

৩০ জানুয়ারি সকালে আলিপুর বার্তার সাংবাদিকরা জলটুঙ্গীবাগান, বাওয়ালীর রাজবাড়ী, সোনার চণ্ডী মন্দির, বারো কাছারী পরিদর্শন করেন। তারপর শুরু হয় আলিপুর বার্তা নিয়ে আলোচনা। সকালে যোগ দেন আলিপুর বার্তার আর এক স্তম্ভ সুকুমার মণ্ডল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী তাঁর পক্ষ থেকে আলিপুর বার্তা পরিবারবর্গকে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন।

দুদিনের এই রিপোর্টার্স মিটে অনেকেই পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের কথা কোনওদিন আমরা ভুলবো না। যেমন ময়ূর ভবনের মালিক রবীন্দ্রনাথ রায়, যিনি কোনো ভাড়া ছাড়াই ময়ূরভবনে থাকতে দিয়েছেন। জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপীর ভূমিকা ভোলার নয়। আরও কয়েকজন স্থানীয় যুবক যেমন অষ্ট মণ্ডল, তরুণ ঘোষ, করুণাশিস চক্রবর্তী, লক্ষ্মী জাটী, তমাল মালিক, প্রবাল মালিক, বাণীপ্রসাদ সাউ এরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের রিপোর্টার্স মিটকে সফল করে তুলছেন।

পেনাল্টিতে ১০০ শতাংশ মকুব

নিজস্ব প্রতিনিধি : বকেয়া সম্পত্তি করে পেনাল্টি ১০০ শতাংশ সঙ্গে ইন্টারেস্টে ৫০ শতাংশ মকুব। বড়ো অঙ্কের সম্পত্তি কর বকেয়া তো রয়েইছে সেই সঙ্গে মূল কলকাতার অনেক ছোটোখাটো পুরাতন বাড়ির দশ বছর বা কুড়ি বছর বা তারও বেশি বছরের বেশ অনেক টাকার সম্পত্তি কর দীর্ঘদিন যাবৎ বকেয়া রয়েছে। আর বেশ অনেক বছরের হওয়ায় মোটা টাকা লাগবে বলে, এমন পরিবারদের দিকে তাকিয়ে রাজ্য সরকার এখনও কলকাতা পুরসংস্থাকে সম্পত্তি কর বিষয়ে একটি বিশেষ সুবিধা কার্যকর করে রেখেছে বলে জানান কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। এখন থেকে কলকাতা পুর এলাকার বকেয়া সম্পত্তি করদাতারা কলকাতা পুরসংস্থার অ্যাসেসমেন্ট কালেকশন দফতরে বকেয়া করের ওপর কার্যকর হওয়া পেনাল্টি ও ইন্টারেস্ট ছাড়ের কেবলমাত্র আবেদন করলেই বকেয়া সম্পত্তি করের ১০০ শতাংশ পেনাল্টি ও ৫০ শতাংশ ইন্টারেস্ট মকুব করে দেওয়া হবে। ২৯ জানুয়ারি 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে মধ্য কলকাতার এক ব্যক্তি তার বহু পুরনো বকেয়া সম্পত্তি করের ছাড়ের বিষয়ে ফোন করে আবেদন করলে তখনই মহানাগরিক একথা জানান। প্রসঙ্গত, কলকাতা বহু নাগরিক এমন সুবিধা ইতিমধ্যেই গ্রহণ করছেন।

মার্চেন্ট চেম্বার অফ কর্মার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমকে সম্বর্ধনা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সাথে সদস্যদের অভাব অভিযোগ আদান প্রদানের এক সন্ধ্যায় আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে মহানাগরিক তথা পরিবহন মন্ত্রী বলেন, আইন বিরুদ্ধ কাজ না করলেই জরিমানা দিতে হবে না। আমি সকলের কাছে আবেদন করবো রাস্তায় এমনভাবেই আমাদের চলা উচিত যাতে কোনও মতেই কাউকে মাসুল গুনতে না হয়।

লেন্স বার্তা

নারী পুরুষ সমান সমান– আছে যে তার অনেক প্রমাণ

হাল্কা শীতে লেপ কম্বল ফেল, দেদার বিকছে বালাপোষ

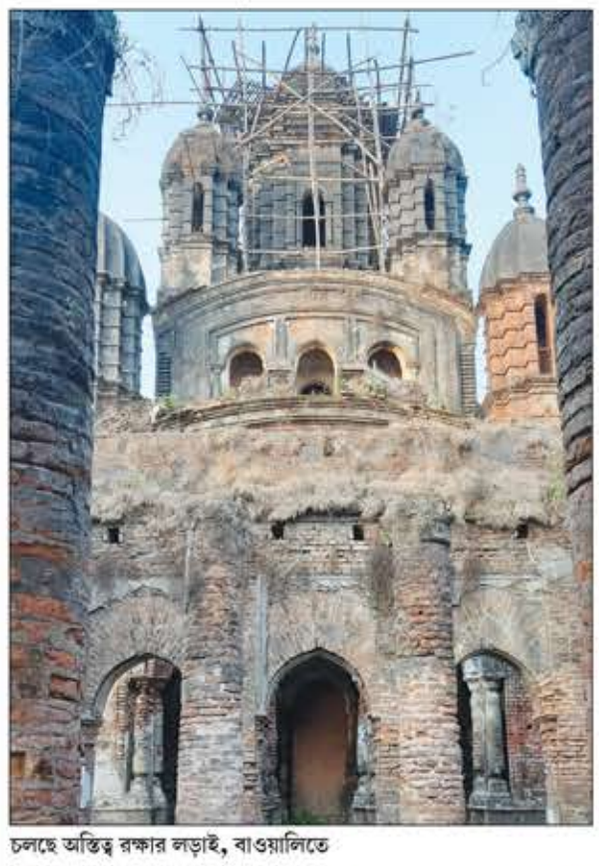

চলছে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই, বাওয়ালিতে

রাত পোহালেই সরস্বতী পুজো তাই, ভক্তদের সাথে মন্ডপ এর পথে 'রাজারহাট এর রানী' ছবি : অভিজিৎ কর

তপঃ ভূমি নর্মদা পুণ্য ও শান্তির উৎসস্থল– কেন?

যুগ থেকে যুগান্তর, কল্প থেকে কল্পান্তরে দেবতা, মহান মহান ঋষিদের সাধনার স্থল, সিদ্ধ ভূমি, তপস্যার স্থল হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে নর্মদার উৎপত্তিস্থল অমরকন্টক সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন

ডাঃ সুবোধ চৌধুরী

নর্মদার ভৌগলিক পরিচিতি– নর্মদার উৎস স্থল মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে অনুপপুর জেলার অন্তর্গত অমরকন্টক নামক স্থানে।

অমরকন্টক শব্দের তাৎপর্য– সমুদ্র মন্থনের সময় প্রথমে প্রচুর পরিমান বিষ উত্থিত হয়। দেবতারা ভীত হয়ে ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। ভগবান বিষ্ণু তখন দেবতাদের মহাকাল শিবের শরণাপন্ন হতে বলেন। জগতের কল্যাণের জন্য মহাদেব সমুদ্র মন্থন থেকে উত্থিত বিষ পান করেন এবং জগৎ সংসারে নীলকণ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ হন। মন্থন থেকে উত্থিত বিষ শিবের কোনও ক্ষতি করতে পারে নি অর্থাৎ তাঁর শরীরে কোনও বিষক্রিয়া হয় নি। কিন্তু শিবজী শরীরে এক জ্বালা অনুভব করেন। জ্বালা নিবারণের জন্য দেবাদিদেব শিব বিভিন্ন লোকে বিচরণ করতে থাকেন। এভাবে তিনি বিভিন্ন লোকে ভ্রমণ করতে করতে এই অমর কন্টকে এসে উপস্থিত হন। এখানে শিবজী দীর্ঘকাল তপস্যা করেন ও সমাধিস্থ হয়ে থাকেন। তখন তার মস্তক ও কণ্ঠ থেকে ঘাম নির্গত হয়ে পৃথিবীতে পতিত হয় সেই স্বেদবিন্দু থেকে এক অপূর্ব সুন্দরী কন্যার জন্ম হয় সেই কন্যার নামই নর্মদা– মা নর্মদা।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে–

নীলোৎপল দলশ্যামা
সর্বাঅব্যয়ের সুন্দরী।
সুদ্বিজা সুমুখী বালা
সাধারণ ভূষিতা।।

সেই কন্যা পদ্মের পাপড়ির মতো সর্বাঙ্গ সুন্দরী এবং অত্যন্ত রূপবতী। তাঁর দুটি বাহু, সুন্দর মুখমণ্ডল এবং নানা অলংকারে বিভূষিতা ছিলেন।

মা নর্মদা অবিভাবের ক্ষণ সম্বন্ধে বশিষ্ঠ সংহিতাতে বলা হয়েছে।

মাস– মাঘ মাস
তিথি– শুক্লা সপ্তমী
নক্ষত্র– অশ্বিনী
রাশি–মকর
সময়– মধ্যাহ্ন কাল।

মা নর্মদার বাহন মকর অর্থাৎ কুমীর।

মহাদেবের কণ্ঠ নিসৃত স্বেতবিন্দু থেকে মা নর্মদা আর্বিভূত হন। দেবাদিদেবের কণ্ঠ নিঃসৃত হবার কারণে এই স্থান অমরানাং কণ্ঠ– বা অমরকন্টক বা অমরকণ্ঠক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

নর্মদা নামকরণ–

সমাধি থেকে উত্থিত হয়ে তার শরীর থেকে উদ্ভুত কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করে শিবজীর চিত্ত অত্যন্ত আনন্দিত ও প্রফুল্ল হয়। তাঁর শরীরের জ্বালা ও সকল কষ্ট নিবারিত হয়। দেবাদিদেব মহাদেব তাঁর সৃষ্ট কন্যাকে বলেন, হে কন্যে তোমার দর্শনে আমার সকল ব্যাকুলতা, অস্থিরতা এবং বিষপান জনিত সকল প্রকার জ্বালা নিবারিত ও প্রশমিত হয়েছে। তুমি আমাকে সুখ ও আনন্দ দান করেছো তাই তোমার নাম হবে নর্মদা– তুমি জগতে এই নামে পরিচিত হবে।

নর্ম মানে– সুখ, শান্তি, আনন্দ। দা মানে দাতা– নর্মং কল্যানং দদাতি ইতি নর্মদা। নর্মদা মানে সুখ শান্তি ও আনন্দ দাতা। যেমন যশোদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জগতে যশ দান করে যশোদা নামে প্রসিদ্ধ।

পিতা মহাদেবের অজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে মা নর্মদা কঠোর তপস্যায় ব্রতী হন। দীর্ঘ দশ হাজার বৎসর তপস্যার পর পিতা শিবজী নিজ কন্যাকে নানান প্রকার আশীর্বাদ করেন সেগুলি স্কন্দ পুরান ও বায়ুপুরানে বর্ণিত আছে। শিবজীর আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে মা নর্মদা শিবলোকে বসবাস করতে থাকেন।

মা নর্মদা মাহাত্ম্য— এক সময় দেবতা ও দৈত্যদের মধ্যে স্বর্গরাজ্য নিয়ে তীব্র লড়াই হয়। সেই সংগ্রামে দেবতারা প্রচুর অসুর নিধন করেন। এর ফলে দেবতাদের প্রচুর পাপ হয়, হিংসা জনিত কারণে দেবতাদের শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। তাঁরা নিস্তেজ হয়ে পড়ে তাদের অস্ত্রগুলি অসুরের রক্তে অপবিত্র হয়ে যায়। তখন দেবতারা ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। ভগবান বিষ্ণু দেবতাদের প্রার্থনা শুনে দেবাদিদেব শিবের কাছে যেতে বলেন।

তখন দেবতারা শিবলোকে গিয়ে শিবজীর নানান প্রকার স্তব স্তুতি করে তাঁকে তুষ্ট করেন। শিবজী তখন তাঁর কন্যা নর্মদাকে ডাকেন ও বলেন, হে কন্যা তোমাকে নদীরূপে পৃথিবী লোকে যেতে হবে।

প্রথমে নর্মদা নদীরূপে পৃথিবীতে অবতরণ করতে অস্বীকার করেন, তিনি বলেন, পিতাকে ছেড়ে কন্যা কিভাবে একা থাকবেন। তখন শিবজী কন্যাকে আশ্বস্ত করেন যে তার জলে আমি শিলারূপে সকল সময় অবস্থান করবো। তখন নর্মদা নদীরূপে এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং সেই জলে আজও সকল পাথর–শিবলিঙ্গরূপে বিরাজমান— এই কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে।

সত্বরং জলরূপেণ
ধরিয়ত্বা শুভাননে।

হে কন্যা, হে শুভাননে, হে আনন্দি তুমি শীঘ্র দেবতা, মহর্ষি ও বিশ্বচরাচরের কল্যাণের জন্য জলরূপে পৃথিবীতে প্রকটিত হও। তুমি হবে ত্রিভুবনের সকল পাপ হরণকারী ও তোমার জলে যে স্নান করবে সে ধন্য হবে, সুখ শান্তি ও আনন্দ পাবে।

মা নর্মদা জলরূপে মর্তালোকে অবতরণ করলে সর্বপ্রথম দেবতারা সেই পুণ্য জলে অবগাহন করে পবিত্র ও পাপ মুক্ত হন। এই নর্মদা কুন্ড আজও বর্তমান। এবং সেখানে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ অবগাহন করে, সুখ, শান্তি ও আনন্দ লাভ করছে।

শাস্ত্রে বলা আছে– সরস্বতী নদীতে তিন দিন, যমুনা নদীতে সাতদিন, গঙ্গা নদীতে একদিন স্নান করে পাপ মুক্ত হওয়া যায়। আর নর্মদাকে শুধুমাত্র দর্শন করলে পাপমুক্ত হওয়া যায়।

ত্রিতিঃ সারস্বত্যাং তোয়ং
সপ্তাহেনতু যামুনাম্।
স্নাত বারি গাঙ্গেয়ং
দর্শনাৎ দেবী নর্মদা।।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবানামৃত সংঘ তথা ইস্কন সেই পবিত্র নর্মদা কুন্ডের নিকট ভাগবৎ কথা মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন। অন্যান্য বহু ভক্তের মধ্যে আমিও সেখানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য অর্জন করি। সেখান থেকে আমি নর্মদার মহিমা জানতে পারি। শাস্ত্রে আরও বলা হয়

গঙ্গা তু কংখলে পুণ্যা
কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী
গ্রামে বা মদিবারণ্যে
পুণ্যাঃ সর্বত্র নর্মদা

এই অমরকন্টক বা নর্মদার উৎসস্থলে আমাদের দেশের অনেক ঋষির তপস্যাস্থল আজও বর্তমান যেমন–

১) ভৃগু ঋষির তপস্যাস্থান– ভৃগু ঋষি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার পুত্র। তিনি বহুকাল এই স্থানে তপস্যা করেছিলেন সেই স্থানটি আজ বর্তমান আছে। সেই সত্যযুগ থেকে সেকানে আজও হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত আছে। বর্তমানে এক বাঙালি সাধক এই তপস্যা স্থলে আছেন।

২) দুর্বাসা ঋষির তপস্যাস্থল। আমরা সবাই রাগী ক্রোধী ঋষি হিসাবে দুর্বাসাকে জানি। তিনি এখানে এক গুহার মধ্যে কয়েক হাজার বছর তপস্যা করেছিলেন মা নর্মদা তাকে দর্শন দিয়ে নদীর এক প্রবহের সাথে দুই নিঃসৃত করেন। সেই স্থানটির নাম দুধধারা আজও বর্তমান আছে।

৩. কপিলমুনির তপস্যা স্থল : কপিলমুনি সগর রাজার সন্তানদের গঙ্গাসাগর তীরে ভস্ম করেছিলেন একথা আমরা সবাই জানি, সগর রাজার পুত্রদের হত্যা করার পর তিনি মানসিক যন্ত্রণা নিবারণের জন্য অমরকন্টকে দীর্ঘকাল তপস্যা করেন ও মা নর্মদার কৃপায় তিনি শান্তি লাভ করেন।

৪) মার্কেন্ডয় ঋষির আশ্রম : যিনি প্রায় অমর– কল্পকাল যাঁর আয়ু সেই মার্কেন্ডেয় ঋষি এখানে তপস্যা করেন।

এছাড়া আদি শঙ্করাচার্য এখানে এসে বহুকাল তপস্যা করেছিলেন তাঁরই সেবিত শিবলিঙ্গ আজও বর্তমান আছে এখানে। অতি সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ এই অমরকন্টক স্থান। এই সকল কারণে নর্মদার উৎসস্থলকে তপো ভূমি বলা হয়।

মাঙ্গলিকী

চায়ের দোকানে প্রাক্তন শিক্ষকের জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুধবার সকালে চায়ের দোকানে এক প্রাক্তন শিক্ষকের ৭৫ তম জন্মদিন পালন করলেন অপর একদল প্রাক্তন শিক্ষক। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী ব্লকের বাসন্তী বাজারের একটি চায়ের দোকানে। এলাকার বহু প্রাইমারি, হাইস্কুলের শিক্ষক অবসর গ্রহণ করেছেন। কালের নিয়মেই ঠিক তেমন ভাবেই গত ১৫ বছর আগেই এলাকার পুরন্দর প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকতার পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন শিক্ষক অমূল্য কুমার দাস। কালের নিয়মে বাসন্তীর হোগল নদীর জল অনেক গড়িয়েছে। এলাকার প্রাক্তন শিক্ষকরা অবসর সময়ে হাসি ঠাট্টা, গল্প গুজবের মধ্যে কাটানোর জন্য

জমায়েত হতেন বাসন্তী বাজারের জহর দাসের চায়ের দোকানে। সেখানেই সকাল সন্ধ্যায় প্রাক্তন শিক্ষকদের জমায়েত দেখা যায় নিত্যদিন। বুধবার সকালেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। চা–য়ে চুমুক দিতে দিতে আলোচনায় উঠে আসে অমূল্য বাবুর বয়স। জানা যায় তাঁর আজই জন্মদিন। অবসর প্রাপ্ত শিক্ষকরা মুহূর্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাঁর জন্মদিন চায়ের দোকানেই পালিত হবে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত আয়োজন করা হয়। ৭৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অমূল্য কুমার দাসের সাথে পুষ্পস্তবক, বই, ডায়েরি এবং কলম তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান প্রাক্তন শিক্ষক তথা সুন্দরবনের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক প্রভুদান হালদার, শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক অমল নায়েক, প্রাক্তন শিক্ষক, হরিপদ বৈদ্য, নবাব মোল্লা সহ অন্যান্যরা। ঘটনা প্রসঙ্গে সুন্দরবনের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক তথা প্রাক্তন শিক্ষক প্রভুদান হালদার জানিয়েছেন, হঠাৎ অনাড়ম্বর ভাবে এই অনুষ্ঠান অমূল্য বাবুর মতো এক প্রবীণ নাগরিক নতুন প্রাণশক্তিতে সঞ্চারিত হয়ে ভরপুর হয়ে উঠবেন। এমনটাই করতে পেরে আমরা খুশি।'

নাট্যে লোক আঙ্গিকের প্রয়োগ

নাটক

কৃষ্ণচন্দ্র দে : বিগত ২২ জানুয়ারি ২০২২ তৃপ্তি মিত্র সভাঘরে সন্ধ্যা ৬টায় অনুষ্ঠিত হল বেহালা অনুদর্শীর 'অরুণ গুপ্ত স্মারক নাট্য আলোচনা।

চৈতালি সরকার পরিবেশিত গান— আমার হাত বান্ধিবি পা বান্ধিবি মন বান্ধিবি কেমনে' দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হল। সঞ্চালনায় ছিলেন সুচরিতা বড়ুয়া চট্টোপাধ্যায়। বক্তার তালিকায় ছিলেন রঞ্জন গাঙ্গুলি, সোমা দাস (মাইম থিয়েটার) এবং সুদীপ গুপ্ত (ডলস থিয়েটার)। এরপর শুরু হয় পাঠ নাটক– 'কৃষ্ণকলি'। অংশগ্রহণে চৈতালি সরকার এবং সুমনা চক্রবর্তী। নাট্যরূপ– সুমনা চক্রবর্তী।

স্তনহীন একটি আদিবাসী সাঁওতাল মেয়ে জাগরীকে নিয়ে তৈরি করুণ উপাখ্যান। অবহেলা, ঘৃণা, বিদ্বেষ শারীরিক ভাবে সহপাঠির দ্বারা নির্যাতিতা রমণী জাগরী হেমব্রমের বাঁচার লড়াই। নৈর্বক্তিক সমাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার জেহাদ। নাটকটি পাঠ হলেও অভিনয়ের গুণে শ্রবণ দর্শনের চাহিদা পূরণ করেছে। অংশগ্রহণে চৈতালি সরকার ও সুমনা চক্রবর্তী।

সেমিনারের প্রথম বক্তা আন্তর্জাতিক পুতুল নাট্য শিল্পী সুদীপ গুপ্ত। তিনি বলেন– প্রাচীনত্ব নিয়ে অনেক কথা বলা যায়। ভারতের নাট্যশাস্ত্রেও আমরা এর উল্লেখ পাই। এর একটা আলাদা ভাষাও আছে। ছোট ছোট তাঁবুর নীচে ভক্ত প্রহ্লাদ, রূপবান কইন্যা এই ধরনের পালা গ্রামের বিভিন্ন পালা পার্বণে আমরা দেখেছি।

দস্তানা পুতুল, তারের পুতুল (সুতোর টানে নাচে) স্টিকের সাহায্যে নাচে ডাং পুতুল এবং ছায়া পুতুল। ভারতের মতো এত বৈচিত্রময় ট্রাডিশনাল পুতুলনাচ বিশ্বে আর কোথায়ও নেই। তবে প্রত্যেক দেশেই তাদের ট্রাডিশনাল পুতুল নাচ আছে। পরে প্রযুক্তির কল্যাণে বিভিন্ন আঙ্গিকে আধুনিক পাপেট থিয়েটার এলো। বিনোদনের ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, প্রচারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হল। আপামর জনসাধারণ পুতুল নাটকে বিনোদনে বার্তায় আনন্দলাভ করেন। এরপর এসেছে মাপেট অর্থাৎ বড় পুতুল। প্রায় ১০–১২ফুট লম্বা পুতুল নাটকে ব্যবহৃত হল।

রূপকের ব্যবহার পাপেটে সুন্দরভাবে করা যায়। যে কোনও অবজেক্টই পাপেট হতে পারে। শুধু মানুষের প্রতিবিম্ব হতে হবে এমন কোনও কথা নেই। এডাল্ট পাপেট কনসেপ্টও আছে বিদেশে, স্পেনে দেখেছিলাম। তেহরানে দুবছরের ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হয় পাপেট নিয়ে।

সোমা দাস– বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি। আমার দেশ আমাকে শিখিয়েছে বৈচিত্রকে খোঁজা। তুমি

যতক্ষণ না শিল্পের রসদ নিয়ে জাতীয় হতে পারছো ততক্ষণ তুমি আন্তর্জাতিক হতে পারবে না। সভ্যতার শুরুতে ধর্মস্থান বা ধর্মীয় পালা পার্বণে পুতুল নাটকের মূল উপাদান ছিল। মুখাভিনয় থিয়েটারে প্রয়োগ একেবারে জন্মলগ্ন থেকেই দারিয়োকো মুখাভিনয়ে নোবেল পেয়েছিলেন। ইম্প্রোভইজেশানাল থিয়েটার গ্রীসে প্রথম শুরু হয়েছিল তারও মূল উৎসটাই মুখাভিনয়। আসামের মোবাইল থিয়েটারও একটা মাইম ফরম। গ্রীক সভ্যতাই মাইম উপহার দিয়েছে। প্রথমে এর কোনও স্ক্রিপ্ট ছিল না। মুখাভিনয় সব সময় সাইলেন্ট কাজ করে যাবে ইতিহাস তা বলে না। মুস্তাফি সাহেব বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো নাটকের মাঝখানে এই প্যান্টোমাইমটা আনলেন। মাইম হলো আধুনিক নাটকের উৎস। অমৃতলাল বসুকেও নাটকে মাইম ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে। মনোজ মিত্র একবার বলেছিলেন যোগেশ দত্ত যেভাবে মুখাভিনয় করে চলেছেন ভয় হচ্ছে আমাদের বাচিক অভিনয়ের নাটক না বন্ধ করে দিতে হয়।

সোমার মুখাভিনয় বা প্যান্টোমাইম নিয়ে পড়াশুনো বা চর্চা যে প্রবলভাবে আছে তা আমার মনে কোনও সন্দেহই নেই। ও যা বলতে চেয়েছে তা এক কথায় বলতে গেলে বলা উচিত প্যান্টোমাইম ইজ দি গ্রান্ড ফাদার অব মর্ডান থিয়েটার। (Panto-mime is the grand father of modern theatre).

রঞ্জন গাঙ্গুলি– সময়াভাবে রঞ্জন বাবু তার বক্তব্য সঠিকভাবে পরিবেশন করতে পারেননি। মাঝপথে তার বক্তব্য শেষ করে দিতে হয়। তবু তার মধ্যেও তিনি বলেন লোক আঙ্গিকের ধারাগুলো কৃষিজ বা লোকজ ধারা থেকে এসেছে। সেই থিয়েটার মানুষের হৃদয়ে গেঁথে আছে। আমার দেশের মাটি রূপ–রস–গন্ধ যদি আমার শিকরের সন্ধান থাকে তাহলেই আমরা একাত্ম হতে পারি। বর্তমানে লোকায়ত সংস্কৃতি সংকটে আছে। টলস্টয়, গিরিশবাবু লোকজ ধারাকে থিয়েটারে এনেছেন। ভারতীয় পুরানকে লোকজ ধারাতে

ভাসিয়ে দিয়েছেন। কীর্তন রামযাত্রা একমাস ধরে হত, সেইসব লোকজ ধারা নাটকে অনায়াসে আমরা আনতে পারি। তাতে নোনা মাটির সোঁদা গন্ধ লেগে থাকবে। বিজন ভট্টাচার্য লোকজীবনকে সেভাবে জানতেন তা আর কেউ জানতেন বলে মনে হয় না। শুধু গিরিশ বাবু অন্য কোনও দেশে জন্মালে তাকে নাট্যগুরু বলে সমগ্র বিশ্ব তাঁর সামনে মাথা নোয়াতো। আজ এই পর্যন্তই থাক ভবিষ্যতে যদি কখনও সুযোগ আসে তখন সবিস্তারে আলোচনা করা যাবে।

উপসংহারে লেখক হিসাবে দুচার কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করছি। প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরনো একটি কলা, যা লোকনাট্যে ব্যবহৃত হয়েছে, তবুও সুপ্রাচীন এই পুতুল নাট্যকলা রুটি রুজির প্রশ্নে অবহেলিত। মানবিক স্বার্থেই এই শিল্পকলার পাশে আমাদের দাঁড়ানো দরকার। ইতালি–জাপান–আমেরিকা–বৃটেন প্রভৃতি দেশে পুতুল নাটক শহরের রঙ্গমঞ্চে ঢুকে পড়েছে উনিশ শতকে। আর বঙ্গের এই বহু প্রাচীন লোকনাট্য থিয়েটারের ঢুকেছে মূলত সুরেশ দত্তের সৌজন্যেই। শুধু পুতুল নয় মঞ্চ সজ্জাতেও তার প্রচুর নাম। সুরেশ দত্তের সৃষ্টি অন্য জগতের, অন্য জাতের, অন্য অনুভবের। তার কাছে থাকত কল্পনা আর টেকনিকের দুরন্ত এক মজা। ছোট ছোট সূক্ষ্ম কাজ যা আমাদের চোখকেও অবিশ্বাস্য সৌন্দর্যে ভরিয়ে দেয়। তার সাথে ছিলেন তাপস সেন, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, খালেদ চৌধুরী, বিকাশ রায়, ভি বালসারাদের মতো প্রতিভাবানরা। এই জিনিস সমগ্র ভারতে আর হয়নি। ছোট বেলায় 'ক্ষীরের পুতুল' অবনঠাকুরকে আজও ভুলতে পারিনি। আরও বড় হলে মানিক বাবুর 'পুতুল নাচের ইতিকথা' একটা অনবদ্য গ্রন্থ বার বার স্মৃতিতে ফিরে ফিরে আসে।

এই প্রসঙ্গে সুরেশ দত্তের ডান হাত শুভ জোয়ারদার বারুইপুরে বঙ্গ পুতুল এর প্রতিষ্ঠা করেন ২০০০ সালের ৩০ এপ্রিল। তিনি প্রায় চল্লিশ বছর পুতুল নাটকেই নিবেদিত প্রাণ। এঁদের প্রযোজনা ভালবাসার বাগান, বিশল্যকরণী, পঞ্চায়েতের চাবি, শুচির ঘর, কুড়ানি এবং তোতাকাহিনী। পাণ্ডুলিপি বাঁশিওয়ালা অবলম্বনে নির্মিত সঙ্গীত বহুল প্রযোজনা সুরের তলোয়ার অনবদ্য উপস্থাপনাও বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।

নাটকের উষা কাল তো মানুষ যেদিন ভূমিষ্ট হল সেদিন থেকেই। তাই আমাদের ভাবতে হবেই এই প্রাচীন শিল্পকলাকে কীভাবে বাঁচানো যায়। হাটে বাটে মাঠে যা প্রদর্শিত হচ্ছে তাকে কীভাবে শহরের এলিট থিয়েটারে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। পুতুল নাচের দরিদ্র শিল্পীরা তাদের আর্ট কীভাবে এবং কোথায় বিক্রি করবে। মস্কো শহরের মতো কলকাতায় একটা পাপেট থিয়েটার করা যায় কিনা ভেবে দেখা দরকার।

প্যান্টো মাইমের উৎস খুঁজতে গেলে এই প্রকৃতির কাছেই আমাদের ফিরতে হবে। সেই সময়কার কথা, যার কোনও দলিল দস্তাবেজ নেই, মানব সভ্যতারও পত্তন হয়নি। এটা এমন এক ভাষা যা গোটা পৃথিবী বোঝে। চার্লস ডারউইন তাঁর Descent of Man গ্রন্থে এই মতামত ব্যক্ত করেছেন যে আদিম মানুষ জীবনের সংঘর্ষে টিকে থাকার জন্য নিশ্চিত ভাবেই প্যান্টোমাইমের সাহায্য নিয়েছিল। এই মৌনমুখর শিল্পকলা বিশ্বের আদি শিল্পকলা যা আমাদের রুটি। এই শিল্পের মৃত্যু মানেই রুট ভেঙে চুরমার। আমরা অচিরেই বড় কাঙাল হয়ে যাব।

প্রয়াত সাংবাদিক শ্যামল রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : না ফেরার দেশে চলে গেলেন সাংবাদিক শ্যামল রায়। সোমবার গভীররাতে নিজের বাড়িতেই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল

৫৩ বছর। নদিয়া জেলার নবদ্বীপ প্রফুল্ল নগরের বাসিন্দা শ্যামল রায় দীর্ঘদিন ধরে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। বিভিন্ন বাংলা সংবাদপত্রের সাংবাদিক হিসেবে তিনি দক্ষিণবঙ্গ তথা রাঢ় বঙ্গের অসংখ্য মানুষের কাছে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি নিয়মিত কবিতা, সাহিত্য চর্চা সহ লেখালেখির জগতেও তাঁর বিচরণ ছিল। দুই বাংলার সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও সংগঠনের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

তাঁর অকাল মৃত্যুতে সাংবাদিক সহ কবি–সাহিত্যিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। শ্যামল রায়ের বড়ো ছেলে অনিকেত রায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বলেন, সোমবার রাতে বাবা খাওয়াদাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মাঝরাতে বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়।

মানকুণ্ডু বলাকা স্পোর্টিংয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মানকুণ্ডু বলাকা স্পোর্টিং সেন্টারের ১২৫তম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকীর দিনে তাদের ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের শুভ সূচনা হল। রবিবার সকালে এক বর্ণাঢ্য প্রভাত ফেরী অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে ক্লাব পতাকা ও ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয়। এই বর্ণময় প্রভাত ফেরীতে সুসজ্জিত নেতাজি, বিশ্বকবি রবি ঠাকুর এবং স্বামী বিবেকানন্দের ট্যাবলো থাকে। এছাড়া পরিবেশ সচেতনতার ট্যাবলো দেখা যায়। ফুটবল জাগলিং, সাঁওতাল নৃত্য, রণপা, ঘোড়ার গাড়ি প্রভৃতি দিয়ে সারা মানকুণ্ডু শহর পরিক্রমা হয়। ক্লাব কমিটির সাধারণ সম্পাদক উত্তম ঘোষ জানালেন, সারা বছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে। থাকছে মহালয়ার দিন বস্ত্র দান, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির,

অঙ্কন প্রতিযোগিতা, রক্তদান শিবির দুঃস্থদের পড়াশোনার সামগ্রী বিতরণ প্রমুখ একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে। এই ফুটবল ক্লাবটি ১৯৯৭–৯৮ সালে শ্রীরামপুর সাব–ডিভিশনে সুপার লিগে ফুটবল খেলে। সেই সময় মফস্বলের নামী খেলোয়াড় নিমাই দে কোচ ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী। সিপিএমের বিরোধী কাউন্সিলার গৌতম সরকার, প্রাক্তন সিপিএমের পুরপ্রধান দেবগোপাল চক্রবর্তী, কংগ্রেসের কাউন্সিলার রতন গোলদার, সিপিএমের কাউন্সিলর নরেশ চন্দ্র দাস। ওইদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে চন্দননগরের সুফিয়ান গ্রুপের কোরাস গান শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

নববারাকপুর ত্রিধারার বই বিতরণ

অলোক আচার্য : রবিবার সকালে নববারাকপুরের বহুমুখী সামাজিক সংগঠন ত্রিধারার উদ্যোগে স্থানীয় আলোকতীর্থ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পঞ্চম শ্রেণী থেকে স্নাতক স্তর পর্যন্ত ৬০ জন পড়ুয়াদের পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। প্রয়াত গৌরাঙ্গ চক্রবর্তীর স্মরণে ৪০ তম বর্ষের পুস্তক বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার মুখ্য প্রশাসক প্রবীর সাহা, দমদম কিশোর ভারতী বিদ্যালয়ের শিক্ষক অজিত দে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের গবেষক অধ্যাপিকা সঞ্চারিতা দত্ত, সমাজসেবী সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি ও সাংবাদিক পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী সহ বিশিষ্ট গুনীজনেরা। সংস্থার সম্পাদক গৌতম মজুমদার জানান, কোভিড বিধি মেনে নববারাকপুর সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গরিব পড়ুয়াদের মধ্যে তাদের চাহিদা মতো পাঠ্যপুস্তক খাতা কলম প্রীতি উপহার তুলে দেওয়া হল। বই পাওয়ার উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ পাঁচ জন পড়ুয়াদের প্রয়াত শান্তি ঘোষ স্মরণে, প্রয়াত দুলালী দে স্মরণে, প্রয়াত দেবী গুহ মজুমদার স্মরণে, প্রয়াত ইন্দ্রজিত বসু স্মরণে এবং সুবোধ মুখোপাধ্যায় স্মরণে পুস্তক বিতরণ করা হয় এদিন।

উপস্থিত বিশিষ্ট জনেরা পড়ুয়াদের আর্শীর্বাদের পাশাপাশি তাদের উচ্চ শিক্ষা উৎসাহ প্রদানে অনুপ্রাণিত করেন। পড়ুয়ারা ও অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় । সংস্থার মহিলা সদস্যদের আন্তরিকতাও ছিল বেশ ভালো।উল্লেখ্য ত্রিধারার সংগঠন থেকে বই পেয়ে বহু ছেলে মেয়ে দেশ বিদেশের সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন কেউ বা গবেষণা ও করছেন। এমনও নজির রয়েছে এলাকায়।

বেহায়া হৃদয় ভালবাসা

দেবাশিস সেনগুপ্ত : অভিজিৎ গুপ্ত সম্পাদিত 'কালের খবর' পত্রিকা আয়োজিত ক্যালমেড ড্রাগস নিবেদিত বিতর্কিত সাহিত্যিক সঞ্জীব কুমার রাহা–র পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'বেহায়া হৃদয় ভালোবাসা' বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন বিশিষ্ট কবি কমল দে সিকদার, কবি দীপেন ভাদুড়ী এবং সাহিত্যিক তাপস সাহা। কে পি ঘোষ মেমোরিয়াল মঞ্চে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি। সূচনা সঙ্গীত পরিবেশন করেন মুকুল চক্রবর্তী। গুণীজনদের পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করেন দীপালি শ্রীবাস্তব, জিয়াউল সেক এবং ডাঃ দীপ্তি রায়।

কবি কমল দে সিকদার বলেন, একুশ বছর ধরে কালের খবর পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে সরকারি এবং করপোরেট বিজ্ঞাপন ছাড়াই। এইভাবে আর কতদিন এই পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব? সম্পাদক অভিজিৎ এবং তার আপনজনেরা বহুকাল ধরে এই অসাধ্যসাধন করে চলেছেন। শুধুমাত্র হৃদয়ের তাড়নাতেই বুঝি এটা সম্ভব। সেই কারণে সাহিত্য প্রেমী আমাদের সকলেরই এগিয়ে এসে ছোট পত্রিকাগুলোর হাত ধরা উচিত।

কবি দীপেন ভাদুড়ী কবি সঞ্জীবের সদ্য প্রকাশিত 'বেহায়া হৃদয় ভালোবাসা' বইটি নিয়ে আলোচনা করেন। সাহিত্যিক তাপস সাহা বলেন, নানারকম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ছোট পত্রিকাগুলো এভাবেই বেঁচে থাকবে। আসলে সাহিত্য প্রেমী মানুষের কাছে ছোট পত্রিকাই অধিক প্রাধান্য পায়।

'কালের খবর' পত্রিকা সম্পাদক অভিজিৎ গুপ্ত জানান, আমরা পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে একরকম যুদ্ধ করে বেঁচে আছি। যতদিন চেতনা থাকবে, ততদিন আমাদের পত্রিকা প্রকাশিত হবে।

কবি সঞ্জীব কুমার রাহা বলেন, পাঠকদের ভাল লাগলেই আমরা এই প্রচেষ্টা সার্থক।

আমন্ত্রিত কবি সম্মেলনে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন ডাঃ দীপ্তি রায়, সঞ্জীব কুমার রাহা, জিয়াউল সেখ, নির্মাল্য ব্যানার্জী, কুনাল সেনগুপ্ত, জ্যোৎস্না দত্ত। সুচরিতা চক্রবর্তী, অরুণ ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রনাথ সরকার, কাঞ্চন কুমার চট্টোপাধ্যায়, জয়চাঁদ পোদ্দার, অসীম রায় চৌধুরী, তাপস সাহা, দীপেন ভাদুড়ী, কমল দে সিকদার প্রমুখ টম চাচুর আঞ্চলিক কবিতা পাঠ শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। আবৃত্তি করেন দীপান্বিতা বসু সরকার এবং প্রদীপ দাশগুপ্ত। এদের অনুষ্ঠান শ্রোতাদের হৃদয় ভরিয়ে দেয়। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা অরুণ ভট্টাচার্য এবং জয়চাঁদ পোদ্দার তাঁদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা দর্শকদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। অসাধারণ সেইসব যুদ্ধ কাহিনী। অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সমাজবন্ধু দেবাশিস দাস।

স্নিগ্ধা মিত্র মুখার্জী এবং মুকুল চক্রবর্তীর সঙ্গীত পরিবেশন শ্রোতাদের তৃপ্তি দিয়েছে। মধুছন্দা তরফদার সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিচালনা এবং সঞ্চালনা করেন।

চাকরি জোটানোর অবতার হিন্দ মোটরের বাবা বেকারেশ্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি : গাড়ি শিল্পের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাস্যাডর, সেই কারখানার নাম হিন্দুস্থান মোটর। এক কথায় হিন্দমোটর। এক সময় হুগলি জেলার অন্যতম শিল্প কেন্দ্র ছিল। এখন এই মোটর কারখানাটি ইতিহাসের কাহিনী শোনাচ্ছিলেন সোমবার বাবা বেকারেশ্বর আবির্ভাবের কাহিনী শোনাচ্ছিলেন সোমবার সকালে মন্দির–চাতালে বসে হিন্দমোটরের বাসিন্দা বিপ্লব দাস, শিবের এই অবতারের পুজোপাঠ প্রথম শুরু করেছিলেন 'পাঁচ বন্ধু'। এখন কেবল গোপল পাল (৮২) জীবিত রয়েছেন। সে প্রায় সাতের দশকের ঘটনা। ১৯৭০ সালে রথ পুজোর দিন। পাঁচ বন্ধু কাজের আশায় ঘুরছে। আর নিয়ম করে রোজ সকালে গঙ্গাস্নান। তারপর বেরিয়ে পড়া। একদিন গঙ্গা স্নান সেরে ফেরার পথে একটা বড় পাথর দেখতে পায় সকলে। সেটি গড়াতে গড়াতে নিয়ে আসে

পাড়ায়। তারপর খেঁজুর গাছের নীচে পাথরের ঠাঁই হল। পাথরে শিব অধিস্থান করে। তাই এর পুজোর হওয়া দরকার। নাম দেওয়া হল 'বেকারেশ্বর বাবা'। তাঁদের চারবন্ধুই পাড়ি দিয়েছেন পরলোকে। গোপালবাবুদের সেই উদ্যোগ বিভিন্ন জায়গায় লোকের মুখে ছড়িয়ে পড়ে। খেঁজুর গাছের তলা থেকে শিব অবতারের স্থান হয় কিছুটা দূরে। কয়েকজনের সহযোগিতায় তৈরি হয় ছোট আকারে মন্দির। ধীরে ধীরে বিনয় বাদল দীনেশ রোডে কোতরং ভূপেন্দ্র বসু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে গড়ে ওঠে মন্দির। তাকে ঘিরে জমজমাট গোটা চত্বর। গড়া হয়েছে মন্দির পরিচালনার একটি ট্রাস্ট। রয়েছেন নিত্য পূজারি দীপক ব্যানার্জী। প্রথম এই চায়ের দোকান চালান অরুণ রায়। পরে তিনি কলকাতায় স্টেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হন। কিন্তু দুর্ভাগ্য রাস্তা পার হতে বাসের ধাক্কায় মারা যান। এরপর দোকান খোলার পর কয়েকমাসের মধ্যে ১২ জন চাকরি পেয়ে যান। আর তারপরই লোক মুখে ছড়িয়ে পড়ে বাবা বেকারেশ্বরের মাহাত্ম্যের কথা। সেই চায়ের দোকানটি এখনও রমরমিয়ে চলছে। আবার নিত্য হাত বদল হচ্ছে সেটির। এখানে শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার উৎসব হয়। মন্দির চত্বরে চোখ ধাঁধানো পুণ্যার্থী সমাগম। এছাড়া প্রতি সোমবার ভিড় লেগেই আছে। এখানে ১৫ আগস্ট ভোগ খাওয়ানো হয় পোলাও, আলুরদম, পায়েস, চাটনি। প্রায় দু'হাজার লোকের ভোগের ব্যবস্থা হয়। অর্ধ শতকেরও বেশি সময় ধরে চলে আসছে বাবা বেকারেশ্বর'–এর চাকরি পাওয়া ও পুজো চর্চা।

লাল-হলুদ ঝলকানি ম্লান মাঠে ডং এখন অতীত

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা মাঠে যত বিদেশি ফুটবলার খেলে গিয়েছে তাদের মধ্যে সেরা কে এই প্রশ্ন উঠলে সবাই একটাই নাম করে ওঠে। আর তিনি হলেন ইরানের তারকা মজিদ বাসকর। যদিও মজিদের ফুটবলজীবন স্থায়ী হতে পারে নি। এর পিছনে মজিদের অসংযমী জীবনযাপনকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করান বিশেষজ্ঞরা। তার সঙ্গে জোর হিসাবে আসা জামশিদ নাসিরি কিন্তু এদেশের ফুটবলে রীতিমতো দাগ কাটতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরবর্তীতে কোচ হিসাবেও জামশিদের অবদান অনস্বীকার্য। এই মুহূর্তে অবশ্য জামশিদ-তনয় কিয়ান নাসিরিকে নিয়ে শোরগোল চলছে ভারতীয় ফুটবলে। কিয়ানকে ঘিরে বুকভরা আশা সকলেরই। আর কিয়ান ভারতের নাগরিক। এটাও নিঃসন্দেহে প্লাস পয়েন্ট।

মজিদের পর চিমা, ব্যারেটো, চিডি, র‍্যাণ্টি মার্টিনস, মাইক ওকেরোদের নামও বিশেষ উল্লেখ্য। এদের পাশাপাশি আরেকজনের কথাও বলতে হয়। যিনি এই মুহূর্তে প্রায় অগোচরে চলে

যাওয়ার মুখে। তিনি হলেন দক্ষিণ কোরিয়ান তারকা ডু ডং। লাল-হলুদ জনতা তাকে মাথায় করে রেখেছিল মূলত তার দুর্দান্ত পারফরমেন্স-এর জন্য। এরপর র‍্যাণ্টি মার্টিন্স কার্যত ডংয়ের অভিভাবকের দায়িত্ব নিয়ে তাকে ফের পাদপ্রদীপের আলোয় ফিরিয়ে আনেন। এসবই অনেক পুরনো কথা। কারণ লাল-হলুদ জনতার একসময়ের নয়নের মণি ডু-ডং-হিয়াঙ এখন অতীত।

মজিদ বাস্কারের মতো এদেশের মাটিতে সর্বকালের সেরা বিদেশির কেরিয়ার সংক্ষিপ্ত হয়েছিল শুধুমাত্র বিশৃঙ্খল আচরণের জন্য। হালফিলে মোহনবাগানের হয়ে যথেষ্ট সম্ভাবনা তৈরি করা লালম পুঁইয়া হারিয়ে গিয়েছে এই খ্যাপাটে ব্যবহার এবং বেহিসাবী জীবনযাপনের জন্য। ক্রিকেটে শচীনের বন্ধু বিনোদ কাম্বলির কেরিয়ার শেষ হওয়ার পিছনেও তার অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা বড় কারণ বলে মনে করা হয়। এদিকটা আশা করি একটু ভেবে । ডং-ও হারিয়ে যান তার বদমেজাজের জন্যই। মজিদ অতবড় প্রতিভাবান হয়েও ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেন নি, শুধুমাত্র অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের জন্য। সেদিক থেকে জামশিদ নাসিরি অত বড় মাপের ফুটবলার না হয়েও শৃঙ্খলাপরায়ণতার জন্য তাঁর কেরিয়ার দীর্ঘায়িত করতে পেরেছিলেন। ডংয়ের বিষয় আজও যে লেখা হচ্ছে, বা গড়ের মাঠে তাঁকে নিয়ে এখনও চর্চা হয় তার দুর্দান্ত ফুটবলের জন্যই। সেটাই হারিয়ে গেল শুধুমাত্র তার ফোকাস না ঠিক থাকায়।

ভিন্ন স্বাদের ক্রীড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: করোনা আর লকডাউনের আবহে দুবছর স্কুল কলেজ বন্ধ। স্কুল কলেজে বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও বন্ধ ছিল। বর্তমানে সরকারী নির্দেশে স্কুল কলেজের পঠন পাঠন শুরু হয়েছে। পঠন পাঠন শুরু হলেও স্কুল কলেজের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়নি।আর সেই কারণে শারীরিক বিকাশ কিংবা মানসিক ভাবে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বিষাদে মন ভারাক্রান্ত হতে বসেছিল। বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে এমন প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সেই সমস্ত স্কুল কলেজের শিশু কিশোরদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এগিয়ে আসে ক্যানিংয়ের কলাকল্প ক্লাব। শিশু মন বিকাশের জন্য বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ইচ্ছা থাকলেও করোন সংক্রমণ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই ক্যানিংয়ের কলাকল্প ক্লাবের উদ্যোগে গান্ধী কলোনি প্রাইমারি স্কুল মাঠে দুই দিনের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয় বুধবার। ২৭ তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিধায়ক পরেশরাম দাস, মাতলা ২ পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস।

খেলায় ১০০,৫০ মিটার দৌড়,অঙ্ক দৌড়, বিস্কুট দৌড়, চামচ গুলি, নৈশ ফুটবল, স্লো সাইকেল, অঙ্কন, সাঁতার, রুপসজ্জা, পুকুরে হাঁস ধরা সহ বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ করে পুকুরে হাঁস ধরা প্রতিযোগিতা সকলের নজর কাড়ে। দুই দিনের প্রতিযোগিতায় ভিন জেলা সহ

এলাকার প্রায় দুশো প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন কলাকল্প ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

ক্লাবের সম্পাদক শম্ভু সাহা জানিয়েছেন, দীর্ঘ প্রায় দুবছর প্রায় সমস্ত কিছুই বন্ধ। সাধারণ ভাবেই শিশু মনের বিকাশ থমকে গিয়েছিল। করোনার শিথিলতা হতেই শিশুদের মনে হাসি ফোটানোর উদ্যোগ নিয়েই বিগত অন্যান্য বছরের মতো এই শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়েছিল।

ক্লাবের ক্রীড়া সম্পাদক বিশ্বনাথ সাহা জানিয়েছেন, করোনার বিধি শিথিল হতেই আমরা শিশু মন বিকাশের জন্য ক্লাবের তরফে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্যোগ নিই। যাতে করে আমাদের আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বিকাশ ঘটে।

ভারতের জাতীয় গেমস কিন্তু ক্রিকেট নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফুটবল, কবাডি, ব্যাডমিন্টন, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল ও আরও নানা ইন্ডোর ও আউটডোর গেমসের প্রতি নজর দিলে ভারত অলিম্পিকস বা এশিয়ান গেমসের মতো বড় প্রতিযোগিতায় সফল হতে পারে বলেই মনে করেন ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের সাফ কথা ক্রিকেট নিয়ে হইচই হোক, মাতামাতি করুন ঠিক আছে। কিন্তু অন্য খেলাগুলিকেও যেন সমান গুরুত্ব দেয় সরকার। এই প্রসঙ্গে তাঁরা যুক্তি দিয়েছেন, ক্রিকেট হল মাত্র ৮-১০ টি দেশের খেলা। এতগুলো বছর পেরিয়ে গেলেও ক্রিকেট খেলিয়ে দেশ বা এর পরিসর কিছুতেই বাড়ে নি। অথচ তাও দেশের তামাম ক্রীড়া ভক্তদের মধ্যে ক্রিকেটের প্রতি যে উন্মাদনা রয়েছে তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায় নি অন্য খেলাকে ঘিরে।

হালফিলে অবশ্য কবাডি কিংবা ফুটবলে আইএসএল এর মতো যে ধরনের টুর্নামেন্ট হচ্ছে তার আকর্ষণ দিন দিন বাড়ছে। বহু মানুষ এইসব খেলার প্রতি অনুরক্ত হচ্ছেন। এভাবে পিছিয়ে পড়া খেলাকে প্রোমোট করার ফল হাতে হাতে পাচ্ছেও ভারত। ফুটবলেই র‍্যাঙ্কিংয়ে অভূতপূর্ব উন্নতি

ঘটিয়েছে সুনীল ছেত্রীদের ভারত। কিছুদিন আগেও দুশোর কাছে যারা ঘোরাফেরা করছিল সেই ভারত এখন প্রথম একশো দেশের মধ্যে চলে এসেছে। যেটা নিঃসন্দেহে বড় কৃতিত্ব হিসেবেই দেখা হচ্ছে। এছাড়া কবাডির ক্ষেত্রেও বিশ্বমানের যে লিগ অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতেও দেখা যাচ্ছে দেশের প্রথম শ্রেণির ফিল্মস্টারদের অংশগ্রহণ জনপ্রিয়তা বাড়াচ্ছে। এভাবেই ধাপে ধাপে কিছু খেলার প্রসার ঘটলেও এখনও কেন্দ্রবিন্দু রয়ে গিয়েছে সেই ক্রিকেট। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড যে পরিমাণ ধনী ছিল তার থেকে অনেক গুণ রোজগার বাড়ছে তার। অথচ অন্য খেলার বোর্ড বা সংস্থাগুলি এখনও রয়ে গিয়েছে সেই তিমিরেই। এ ব্যাপারে দেশের সরকারকে যেমন এগিয়ে আসতে হবে, ঠিক তেমনই অন্যান্য ক্রীড়ামোদী বা সংস্থাকেও সমান উদ্যোগী হতে হবে। তবে গিয়েই দেখা যাবে ভারত সত্যিই এগোচ্ছে । নচেৎ ক্রিকেটের মতো ছোট পরিসরের খেলায় ছড়ি ঘুরিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে ভারতীয়দের। অলিম্পিক্স, এশিয়ান গেমসের মতো আন্তর্জাতিক মানের খেলায় সফল হতে হবে ভারতকে।

ভলিবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজনগর ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে যুব তৃণমূলের সহযোগিতায় রবিবার সকালে লাউজোড়ে তৃণমূল দলীয় কার্যালয়ে ফিতে কেটে আট কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন রাজনগর ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুকুমার সাধু। ম্যারাথন দৌড়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে নিত্যানন্দ ঘোষ, গৌরাঙ্গ ঘোষ এবং বুদ্ধদেব মান্না। তিনজনের বাড়ি সাহাবাদ গ্রামে। রক্তদান শিবিরে পঞ্চাশজনের বেশি রক্তদাতা রক্ত দেন। ভলিবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় গুলালগাছি। বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি শেফালী সাধু সহ তৃণমূল নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। রাজনগর চক্র তৃণমূল

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি উদ্যোগে ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয় চন্দ্রপুর ক্রিকেট মাঠে। শিক্ষকদের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ও শিক্ষিকাদের মিউজিক্যাল চেয়ার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি সভাপতি অরিন্দম বোস,সাধারণ সম্পাদক সুদীপ মাহাতা, রাজনগর ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুকুমার সাধু সহ রাজনগর ব্লকের শিক্ষক শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ – সাংবাদিক প্রীতি ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি: পুলিশ ও সাংবাদিক একে অপরের পরিপূরক। প্রশাসনিক কাজের পাশাপাশি এরা সামাজিক অনুষ্ঠানেও অংশ নেন। রবিবার এত কাজের মধ্যে ও নিমপীঠ

বিবেকানন্দ ময়দানে বকুলতলা থানা একাদশ বনাম বারুইপুর প্রেস ক্লাব একাদশের মধ্যে এক প্রীতিমূলক ক্রিকেট ম্যাচ হয়ে গেল। এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করেন বারুইপুর প্রেস ক্লাব একাদশ। ১৬ ওভারে ৪ উইকেটে ১১৬ রান করে। ১১৭ রানের টার্গেট নিয়ে খেলতে নেমে বকুলতলা থানা একাদশ ৬ উইকেট হারিয়ে ১৬ ওভারে ১২২ রান করে বিজয়ী হয়। এদিন বিজয়ী বকুলতলা থানা একাদশ ও রানার্স বারুইপুর প্রেস ক্লাব একাদশের হাতে ট্রফি তুলে দেন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ। এদিনের প্রশাসন ও সাংবাদিকদের প্রীতি মূলক এই ম্যাচ দেখতে বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

আমন্ত্রণমূলক ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি: মানকুণ্ডু বলাকা স্পোর্টিং সেন্টার পরিচালিত ৪৫ বছর উর্দ্ধে ভেটারেন্স আমন্ত্রণমূলক ফুটবল প্রতিযোগিতা রবিবার ৩০ জানুয়ারি তাদের নিজস্ব মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এতে কলকাতাসহ শহরতলির আটটি দল অংশগ্রহণ করে। সারাদিন ধরে চলা নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা অত্যন্ত আকর্ষণ লড়াই প্রত্যক্ষ করার অপেক্ষায় ছিল ফুটবলপ্রেমীরা। ফাইনালে রিষড়া ভেটারেন্স ক্লাব ৩-১ গোলে চন্দননগর একাদশকে পরাস্ত করে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি অর্জন করে। এবছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হবে সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ। বললেন ক্লাব সেক্রেটারি উত্তম

ঘোষ। এদিন মঞ্চে উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন রেফারি অশোক দত্ত, মোহনবাগানের প্রাক্তন ফুটবলার পলাশ কর্মকার সহ বহু প্রাক্তন ফুটবলার। এদিন মাঠ ঘিরে থাকা কয়েক হাজার ফুটবল প্রেমীরা উপস্থিতিতে খেলাগুলি জমে ওঠে।

বাংলার ফুটবলের রাজপুত্র সুভাষ ভৌমিক

(গত সংখ্যার পর)

অভিমন্যু দাস : আর বেঙ্গল খেলার সময় কোচ ল্যাংচা মিত্র-র সঙ্গে তর্ক তো সুবিদিত। তেমনি কোচ রূপেও বিতর্ক তাঁর পিছু ছাড়েনি। ইস্টবেঙ্গলের কোচ হিসাবে দায়িত্ব নিয়েই চিমাকে সেন্ট্রাল মিডফিল্ডারে খেলানো নিয়ে কম বিতর্কের মুখে পড়তে হয়নি। শান্তিনিকেতনে ফেডারেশন কাপের ক্যাম্পে বাইচুং ভুটিয়া না যাওয়ায় তাকে বাদ দিয়েই ফেডারেশন কাপ খেলতে চলে গিয়েছিলেন। যা নিয়ে বিরাট ঝড় উঠে ছিল। আশিয়ান কাপ জিতে এসে সল্ট লেকের প্রচণ্ড কাদার মাঠে প্রথমে খেলতে চাননি। অনেক বুঝিয়ে দল নামালেও প্রতিবাদ স্বরূপ বাইচুংকে সেই ম্যাচে খেলাননি। ভাস্কোর বিরুদ্ধে সেই ম্যাচ হেরে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচের পর প্রচণ্ড সমালোচনা ও বিতর্কের ঝড় সামলাতে হয়েছিল সুভাষকে। তাকে কেন্দ্র করে ময়দানে বহু বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু কোনও কিছুর কাছে সুভাষ কখনও মাথা নত করেননি। বরং সুভাষ ছিল সুভাষের চিরাচরিত মেজাজেই। একেবারে রাজার মনে। এর পাশাপাশি চাকরি জীবনে ২০০৫ সালে জড়িয়ে পড়েন ঘুষ কাণ্ডে। জেলেও যেতে হয়েছিল। জামিনে ছাড়া পেয়েছিলেন। সেইসময় তিনি ইস্টবেঙ্গলের কোচ ছিলেন। মরসুমরে মাঝামাঝি সময়ের ঘটনা। কোচ হিসাবে তাকে দলে রাখা যায় নি। জীবনের শেষ কয়েকবছর কোনও ক্লাব কোচিংএর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। এএফসি বা ফিফার নিয়মে ফুটবল কোচদের অবশ্যই এ লাইসেন্স কোচ হতে হবে এবং দেশের প্রিমিয়ার লিগে ক্লাব কোচিং করাবার জন্য প্রোলাইসেন্স কোর্স পাশ করতে হবে। সেটি বাধ্যতামূলক। এখানেই সুভাষ ভৌমিক আটকে যান। তাঁর কোন কোচিং ডিগ্রি ছিল না। তাই তো তিনি ভারতের অন্যতম সেরা কোচ হয়েও আই লিগ বা আইএসএল-এর কোনও দলের কোচের আসনে বসতে পারেননি। এটা নিয়ে তার একটা মানসিক ক্ষোভ ও যন্ত্রণা ছিল। তার ভক্তদের কাছে বেদনার বিষয়। লাইসেন্স না থাকায় এক প্রকার বাধ্য হয়েই তিনি ক্লাব কোচিং থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। মাঠ পাগল মানুষ মাঠে না থাকার যন্ত্রণাই তাঁকে কিছুটা অসুস্থ করে তোলে। তাই তো একটু অসময়েই চলে গেলেন সুভাষ ভৌমিক। খেলোয়াড় জীবনে সুভাষ মাঠে যেমন রাজার মতো বিচরণ করতেন, একইভাবে ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন প্রচণ্ড এক শৌখিন মানুষ। অধিকাংশ খেলোয়াড় যখন প্র্যাকটিসে যেতেন পাবলিক বাস বা ট্রেনে করে তখন সুভাষ নিজে একটি দামি গাড়ি চালিয়ে আসতেন। সব সময় ব্র্যান্ডেড ড্রেস পরতেন। হাতে থাকতো ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগারেটের প্যাকেট। আর সঙ্গী ছিল দামী বিদেশি পারফিউম। তাঁর এই নায়কোচিত শৌখিন জীবনযাপন প্রসঙ্গে নিজের দলের সহ কেলোয়ারদের উদ্দেশ্যে প্রায়ই বলতেন, 'শেখ কীভাবে জীবনযাপন করতে হয়? মোহনবাগানের ঘরের ছেলে সুব্রত ভট্টাচার্য সুভাষের শৌখিন জীবনযাপন প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা শোনান। 'দিল্লি গিয়েছি ডুরান্ড কাপ খেলতে। ভোম্বলদা কোথাও বেড়িয়েছিল।

আমরা কয়েকজন ওর ঘরে ঢুকে বিদেশি পারফিউম মেখেছিলাম।' ওকে রাগাবার জন্য ব্যাগের অন্যান্য জিনিস এলোমেলো করে রাখতাম। হোটেলে ফিরে নিজের ঘরে ঢুকেই সব দেখে রেগে আগুন ভোম্বলদা জিজ্ঞেস করত, 'আমার ঘরে কে ঢুকেছিল? পারফিউম কে মেখেছে?' আমরা কোনও উত্তর দিতাম না। এতে আরও রেগে যেত। আমরা ব্যাপারটা দারুণ এনজয় করতাম।' ৭৫এর লজ্জাজনক হারের পর ১৯৭৬ সালে জামাই আদর করে সুভাষকে মোহনবাগান ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। সেবার বাগানের কোচ হিসাবে ফিরে এসেছিলেন প্রদীপ ব্যানার্জী। তৎকালীন বাগান ফুটবল সচিব প্রয়াত চন্দ্রমাধব রায়ের দেওয়া ৩০ হাজার টাকার বার্ষিক চুক্তিপত্রে সই করে সুভাষ জামার কলার তুলে ক্লাব তাঁবু ছেড়েছিলেন। এই দৃশ্য ময়দানের অনেক ফুটবল প্রেমী দেখেছিলেন।

সুভাষ সম্পর্কে তার প্রিয় কোচ কাম গুরু প্রদীপ ব্যানার্জী সব সময় বলতেন, 'ভোম্বল হচ্ছে ছাই চাপা আগুনের মতো। কোচ হিসাবে আমার কর্তব্য সেই আগুনকে লেলিহান শিখায় পরিণত করা। এই কারণেই ভোম্বলের সব কিছু আমি মেনে নিই।' সুভাষ ভৌমিকের স্মৃতি চারণায় তার সহযোদ্ধা সুব্রত ভট্টাচার্যের বিশ্লেষণ হল, 'প্রতিপক্ষকে ভয় বা সমীহ করার ব্যাপারটা ওর মধ্যে ছিল না। সব সময় বলতেন, 'প্রতিপক্ষকে ভয় পাবার কিছু নেই। তোরা কেবল রক্ষণ সামলা। বাকিটা আমার উপর ছেড়ে দে। কলকাতার বাইরে খেলতে গেলে টিম হোটেলে আমাদের ঘরে চলে আসতো। উজ্জীবিত করার জন্য। মুখে একটাই কথা লেগে থাকত, 'কাউকে ভয় পাবি না'। ভোম্বলদা বিপক্ষ দলে থাকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়তাম। শারীরিক ভাবে প্রচণ্ড শক্তিশালী ছিল। কাঁধে করে বিপক্ষের দু-তিনজনকে টেনে নিয়ে চলে যাবার ক্ষমতা ছিল। বলের উপরেও দুর্ধর্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল। এছাড়া প্রচণ্ড জোরালো শট তো ছিলই। আমরা মাঠে নেমে আগে দেখতাম বিপক্ষের প্রথম একাদশে ভোম্বলদা আছে কিনা। জানতাম ওর পায়ে বল পড়লে আটকানো কঠিন। বুলডোজারের মতো যাবতীয় প্রতিরোধ ভেঙে গুড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে। ভোম্বলদার একটাই দুর্বলতা ছিল হেড। তাই আমাদের লক্ষ্য থাকতো বিপক্ষকে উঁচু পাসে ফেলতে বাধ্য করা। যাতে ভোম্বলদা বল ধরার আগেই হেড করে বল বিপদমুক্ত করা যায়। শুরুর দিকে ওর খেলার স্টাইল ধরতেই পারতাম না। তাই বারবার আটকাতে ব্যর্থ হতাম। পরবর্তীকালে কোচ হিসেবেও উল্টোদিকের বেঞ্চে বসলে চাপে থাকতাম। প্রতিপক্ষ ফুটবলারদের সম্পর্কে খুব ভালো হোমওয়ার্ক করতে ভোম্বলদা। কে হেডে শক্তিশালী, কার কী ত্রুটি সব কিছু নখদর্পণে থাকতো। আর এসব মাথায় রেখেই নিজের টিমকে তৈরি করতো ভোম্বলদা।'

ফুটবলার সুভাষ ভৌমিক কোচিং জীবনেও সফল হয়েছিলেন। সেখানেও তিনি ছিলেন একই রকম, অকুতোভয়। সর্বক্ষণ ফুটবল নিয়ে ভাবতেন। পড়াশোনা করতেন। বিদেশি ফুটবল দেখতেন। বিভিন্ন রণকৌশল নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেন এবং তা নিয়ে নানান পরীক্ষা নিরিক্ষাও করেছেন। কখনো দারুণভাবে সফল হয়েছেন আবার কখনও ব্যর্থ হয়েছেন। আবার অনেক সময় বির্তকেও জড়িয়ে যেতেন। কোনও কিছুতেই পিছিয়ে আসতেন না। ফুটবলারদের নিজের সন্তানের মতো দেখতেন। তাদের স্নেহ করতেন। বুক দিয়ে আগলে রাখতেন। আবার প্রয়োজন পড়লে প্রচণ্ড কড়া শাসন করতেও পিছু হঠতেন না। সে যত বড় তারকা ফুটবলার হোক না কেন? ফুটবলারদের মুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে সব সময় প্রাধান্য দিতেন। তার জন্য ক্লাব কর্তাদের সঙ্গে বহুবার বিবাদে জড়িয়েছেন। তার হাত ধরেই ময়দানে আধুনিকতা এসেছিল। জাকুজি, আলাদা ফিজিক্যাল ট্রেনার, প্যারাসুট ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা। খাবারের পাস্তা এসব কিছুর সূচনা হয়েছে। তিনি সম্ভবত প্রথম ভারতীয় কোচ যিনি পাঁচতারা হোটেলে দলকে রেখে একমাস ধরে আশিয়ানা কাপ খেলতে যাবার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তাঁর কোচিং পদ্ধতি প্রসঙ্গে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অন্যতম কর্তা দেবব্রত সরকার বলেছেন, 'সুভাষ ভৌমিক ছিলেন একটা ইনস্টিটিউশন। ওর জীবনে 'না' বলে কিছু ছিল না। ফুটবলের জন্য যা দরকার সে সব পেতেই হবে। নতুন জিম, জাকুজি ভাল ফিজিক্যাল ট্রেনার সব চাই। তাঁর পরামর্শে আমরা ২০০৩ সালে বিদেশি ফিজিক্যাল ট্রেনার কোভিন জ্যাকসনকে নিয়ে আসা হয়েছিল। এই সব কিছুর জন্য আমাদের মাথা খারাপ করে দিতেন। দিনের শেষে আমরা ক্লাব কর্তারা বুঝতাম ক্লাবের পরিকাঠামো উন্নতির জন্যই বলছেন। সুভাষ ভৌমিককে চিরকাল মিস করবো।

সুভাষের প্রয়াণের তাঁর অন্যতম প্রিয় ভারতের আইকন ফুটবলার বাইচুং টেলিভিশনে এক সাক্ষাতে বলেন 'সুভাষ ভৌমিকের সবচেয়ে যে ব্যাপারটা আমাকে টানতো তা হল অভিনবত্ব। উনি সব সময় নতুন কিছু করার চেষ্টা করতেন। কখনও তা সফল হত কখনও আবার তা হতো না। কিন্তু নিজের থিওরি থেকে কখনও সরে আসতেন না। ফিজিও নিয়ে এসে ট্রেনিং করানো জাকুজি-ভারতীয় ফুটবলে এসব অভিনবত্ব তিনিই নিয়ে এসেছিলেন। কোচিং নিয়ে সব সময় পড়াশোনা করতেন। সুভাষদার চলে যাওয়াটা আমাকে প্রচণ্ড কষ্ট দিয়েছে।

সুভাষ ভৌমিকের আর এক অন্যতম প্রিয় ফুটবলার আলভিটা ডি'কুনহা। তাকে একসময় নিজের বাড়িতে একমাস রেখেছিলেন। কারণ সেই সময় একদমই ভালো ফর্মে ছিল না আলভিটো। খেলায় মন দিতে পারছিলেন না। তাকে মেন্টাল সাপোর্ট দেওয়ার জন্য নিজের কাছে রেখেছিলেন। সেই আলভিটো গোয়া থেকে টেলিফোনে সুভাষের প্রস্থান প্রসঙ্গে বলেন, 'সুভাষদার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা শুধু কোচ-প্লেয়ারের সম্পর্ক ছিল না। সুভাষদা আমার কাছে পিতৃতুল্য ছিলেন। অনেক সময় কথা কাটাকাটি হয়েছে। মান অভিমান হয়েছে। কিন্তু সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি মিটেও যেত। উনি সবাইকে কাছে টেনে নিতেন। খবরটা শোনার পর মনে হচ্ছে আবার পিতৃহারা হলাম।''

ইস্টবেঙ্গলের আশিয়ান জয়ে সুভাষের বাঙালি ব্রিগেডের সবচেয়ে দাপুটে ফুটবলার ছিলেন দেবজিৎ ঘোষ। শোক বিহ্বল দেবজিৎ বলেছিলেন, 'আশিয়ান কাপের আগে সুভাষদা যে উন্নয়নের পথটা তৈরি করেছিলেন আজ সেই পথেই হাঁটছে ভারতীয় ফুটবল। সেই সময়ে ফুটবলারদের সাততারা হোটেলে রাখা, বিদেশি ফিজিক্যাল ট্রেনার নিয়ে আসা, জাকুজি বসানো, প্যারাসুট ট্রেনিং এর ব্যবস্থা তো তাঁর হাত ধরেই। যদি লাইসেন্সিংয়ের জন্য সুভাষদার কাছ থেকে কোচিং করানোর অধিকার কেড়ে না নেওয়া হলে আরও অনেক বাঙালি ফুটবলার উঠে আসত।

সুভাষের কোচিং কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় সাফল্য ২০০৩ সালে আশিয়ান কাপ জয়। এছাড়া ২০০২-২০০৩ সালে এবং ২০০৩-২০০৪ সালে জাতীয় লিগে ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন। ২০০৪ সালে নেপালে অনুষ্ঠিত সান মিগুয়েল কাপে ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন। তাঁর হাত ধরেই গোয়ার চার্চিল ব্রাদার্স জাতীয় লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। কোচ হিসাবে ইস্টবেঙ্গলমে ১২টি ট্রফি দিয়েছেন। যার মধ্যে ডুরান্ড, আইএফ শিল্ড, সুপার কাপ, ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপ, জাতীয় লিগ, আশিয়ান কাপ, মান মিগুয়েল কাপ। মোহনবাগানকে মাত্র দুটি ট্রফি দিয়েছেন। আর গোয়ার চার্চিলকে জাতীয় লিগ সহ মোট দুটি ট্রফি কিনেছেন।

এই রকম একজন বর্ণময় ফুটবলার ও কোচের ভাগ্য জাতীয় দলকে প্রশিক্ষণ-এর সোভাগ্য হয়নি। জোটেনি কোনও বড় রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। ২০১৩ সালে বর্তমান সরকার তাকে 'ক্রীড়া গুরু' সম্মানে ভূষিত করেছিলেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁকে কয়েক বছর আগে 'জীবনকৃতি' সম্মান দিয়েছিলেন। ভারতীয় ফুটবলে তার মূল্যায়ন ঠিকমতো হয়নি। এটাই হল সুভাষের জীবনের সবচেয়ে

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com